গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
(২০১৭-২০১৮)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ কর্তৃক প্রণীত

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৭-২০১৮

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

প্রকাশক : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৪১৫৮১, ওয়েব সাইট: www.ddm.gov.bd

পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশনা : আবু সৈয়দ মোহাম্মদ হাশিম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

সার্বিক তত্ত্বধান : মোহাম্মদ আনিছুর রহমান
পরিচালক (মূওপ)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

সম্পাদনা : মো: শাহাবুদ্দিন
উপপরিচালক (মূওপ)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

মো: আব্দুর রহমান
নির্বাহী প্রকৌশলী (মূওপ) (দা: প্রা:)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

সার্বিক সহযোগিতা ও অলংকরণ : মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম
ব্যক্তিগত সহকারী, পরিচালক (মূওপ)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকাশকাল : জুন, ২০১৯ খ্রি.।

মুদ্রণে : এন,এস এন্টারপ্রাইজ
গ-২০/২এ, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
মোবাইল: ০১৭২০৯৮৪৮২৬

এই প্রতিবেদন অধিদপ্তরের ওয়েব ঠিকানা www.ddm.gov.bd-তে পাওয়া যাবে।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং			পৃষ্ঠা নম্বর
১	ভূমিকা		i
২	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য		i i
	প্রথম পরিচ্ছদ		
৩	**প্রশাসন অনুবিভাগ**		
	i.	জনবল কাঠামো	১
	বাজেটবরাদ্দ		
	i.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়	২
	ii.	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়	৪
	iii.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়	৫
৪	**কাবিখা অনুবিভাগ**		
	ক. কাবিখার কার্যক্রম		৭
	i.	বিভাগ ওয়ারী কাবিখার চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ	১৯
	ii.	জেলা ওয়ারী কাবিখার চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ	২০
	খ.	**টিআর কার্যক্রম**	২৮
	i.	বিভাগ ওয়ারী টিআর চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ	৪১
	ii.	জেলা ওয়ারী টিআর চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ	৪১
৫	মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ		৪৬
৬	ভিজিএফ অনুবিভাগ		৫০
৭	ত্রাণ অনুবিভাগ		৫৩
৮	প্রশিক্ষণ ও গবেষণা অনুবিভাগ		৬৬
৯	এমআইএম অনুবিভাগ		৭১
১০	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ		৭৩
১১	বিভিন্ন প্রকল্পসমূহ :		
	i.	গ্রামীণ রাস্তা কমবেশি (১৫) মি. দৈর্ঘের সেতু/কালভার্ট নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	৭৩
	ii.	বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	৯৩
	iii.	বন্যাপ্রবণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)	৯৬
	iv.	আরবান রেজিলিয়েন্ট প্রকল্প	৯৭
	v.	গ্রামীণ মাটির রাস্তা সমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ প্রকল্প	৯৯
	vi.	Disaster Risk Management Enhancement Project (DRMEP) প্রকল্প	১০২
	vii.	Strenthening of the Ministry of Disaster Management and Relief Programs Administration (SMoDMRPA) প্রকল্প	১০৪
	viii.	অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) শীর্ষক প্রকল্প	১০৯

মুখবন্ধ

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রতিবছর আমাদেরকে বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প ইত্যাদি বহুবিধ দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হয়। এ সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে গ্রামীণ অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে। এ ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক ও চূড়ান্ত মূল্যায়ন এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও জনগোষ্ঠিকে স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ফিরিয়ে আনা একটি দুরূহ কাজ। এ জন্য বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি এবং তাৎক্ষণিক মানবিক সাহায্য প্রদানসহ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি বাংলাদেশের জন্য নি:সন্দেহে অপরিহার্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় খাদ্যশস্য ও নগদ অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত যাবতীয় প্রকল্পের কাজ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগের মাধ্যমে তদারকি ও মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। এটি অনস্বীকার্য যে, কোন কর্মসূচির সাফল্য ও সুষ্ঠু পরিচালনা যথাযথ পরিবীক্ষণ এবং বাস্তবায়ন প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল এবং ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এ প্রতিবেদনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে পরিচালিত মানবিক সহায়তা কর্মসূচি, জরুরি সাড়া প্রদান কর্মসূচি এবং অন্যান্য প্রকল্প ও কর্মসূচিসমূহের ধারাবাহিক বর্ণনা ও বাস্তবায়ন প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচির অর্জিত ফলাফল এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যা অধিদপ্তরের পরিচিতিকে নি:সন্দেহে আরও প্রসারিত করবে এবং এ অধিদপ্তরের কার্যপরিধি সম্পর্কে অন্যরাও জানতে পারবেন।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এ প্রতিবেদন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিভিন্ন পর্যায়ের বিস্তারিত তথ্য কর্মসূচির আওতায় প্রণীত প্রকল্পের পরীক্ষা/নিরীক্ষা, প্রাক-জরিপ যাচাই, প্রকল্প পরিবীক্ষণ, কর্মোত্তর জরিপ যাচাই এবং জেলা ও উপজেলা হতে প্রাপ্ত সমাপনী প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও অনুবিভাগের এ উদ্যোগ প্রশংসার দাবী রাখে। এ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশনায় যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তাদেরও সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আশা করি আগামীতে বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নে এ প্রতিবেদন সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

আবু সৈয়দ মোহাম্মদ হাশিম
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা
ই-মেইল : dg@ddm.gov.bd

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু পরিবর্তন ও জনসংখ্যার আধিক্য ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, কালবৈশাখী, নদী-ভাঙ্গন, বজ্রপাত, ভূমিধস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রায়ই ঘটে থাকে। ভূ-প্রকৃতিগত কারণে বাংলাদেশ ভূমিকম্প ঝুঁকিতেও রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দুর্যোগের সংখ্যা ও তীব্রতা পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাকৃতিক, পরিবেশগত ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের কারণে উন্নয়নের ধারা বাধাগ্রস্ত হলেও বাংলাদেশের মানুষের সাহস ও কঠোর মনোবল তাদেরকে দুর্যোগ মোকাবিলা করার ক্ষমতাসম্পন্ন রেজিলিয়েন্ট জনগোষ্ঠীতে পরিণত করেছে।

দুর্যোগোত্তর জরুরি সাড়াদানের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কার্যক্রমের একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ত্রাণ ও মানবিক সহায়তা কর্মসূচি। এ ছাড়া দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে এবং দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য খাদ্য নিরাপত্তাসহ প্রাক-দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগোত্তর অবস্থা মোকাবিলা, প্রস্তুতি, ত্রাণ-সামগ্রী বিতরণ, পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ, গ্রামীণ এলাকায় ১৫ মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ ব্রিজ-কালভার্ট নির্মাণ কর্মসূচি, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, ব্যারাক হাউস নির্মাণ ও উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ এ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও সঠিক ব্যবহার এবং গৃহীত যাবতীয় কর্মকান্ড যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ১৯৮৩ সালে ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর এবং ১৯৯১ সালে প্রলয়ঙ্করী জলোচ্ছ্বাসের পর জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো সৃষ্টি করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে লক্ষ্যভিত্তিক, সমন্বিত ও শক্তিশালী করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং সাবেক ত্রাণ ও পুনর্বাসন অধিদপ্তর এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরোকে একত্রিত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সৃষ্টি করা করা হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক) দুর্যোগে ঝুঁকিহ্রাস করার লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নসহ সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান;

খ) সরকার কর্তৃক গৃহীত অবকাঠামো উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও দু:স্থ মানুষের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;

গ) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা), গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচি, ভিজিএফ সহায়তা, মানবিক সহায়তা কার্যক্রম এর মাধ্যমে দুর্যোগ হ্রাস করা ও খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে সহায়তা করা;

ঘ) গ্রামীণ সমতল ও পাহাড়ি এলাকায় ছোট ছোট ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, যাতায়াত সহজীকরণ এবং জাতীয় পর্যায়ে অবদান রাখতে পারে এরূপ স্থানীয় সম্পদ সৃষ্টি করা;

ঙ) দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন, দুর্যোগোত্তর ত্রাণ কার্যক্রম এবং পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা;

চ) প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগে সম্পদ ও জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারা দেশে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

প্রথম পরিচ্ছদ

প্রশাসন অনুবিভাগ

১.১ জনবল কাঠামো

একটি কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরি করার বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২তে নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর সৃষ্টি হওয়ার পর অধিদপ্তরের সংশোধিত জনবল কাঠামো তৈরির নিমিত্তে জনবল কাঠামোর একটি খসড়া দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। বর্তমানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, জেলা এবং উপজেলা কাঠামোতে সর্বমোট ২,৭১২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদ রয়েছে; তা নিম্নের ছকে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম ও শ্রেণি	পদের সংখ্যা
১.	মহাপরিচালক	০১
২.	পরিচালক	০৮
৩.	উপ-পরিচালক	১৯
৪.	নির্বাহী প্রকৌশলী	০২
৫.	কম্পিউটার প্রোগ্রামার	০২ (০১ জন অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রাপ্ত)
৬.	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	৬৮
৭.	সহকারী পরিচালক	১৩
৮.	কমিউনিকেশন মিডিয়া স্পেশালিস্ট	০১
৯.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	০১
১০.	গবেষণা কর্মকর্তা	০২
১১.	সহকারী প্রকৌশলী	০২
১২.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (১ম শ্রেণি)	২০০
১৩.	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (২য় শ্রেণি)	৩০৭
১৪.	তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী	১৩৮৯
১৫.	৪র্থ শ্রেণির সহায়ক কর্মচারী	৬৯৭
	সর্বমোট=	২,৭১২

১.২ বাজেট বরাদ্দ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ৪৯৩২ কোডে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেট পাওয়া যায়। প্রধান কার্যালয়, জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কার্যালয় ও উপজেলা কার্যালয়ের বাজেট বিভাজন নিম্নে দেয়া হলো :

১.২.১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (প্রধান কার্যালয়)

৪৯৩২ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর" খাতের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের প্রকৃত ও অব্যয়িত/উদ্বৃত্ত অর্থের হিসাব বিবরণী:

(হাজার টাকা)

কোড নম্বর ও খাত	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকৃত খরচ	২০১৭-১৮ অর্থবছরের অব্যয়িত/ উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ	২০১৭-১৮ অর্থবছরের অতিরিক্ত ব্যয়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৪৫০১-অফিসারদের বেতন	৫,১৭,৫৩	৪,১৯,১৯	৯৮,৩৪	-	
৪৬০১-প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৩,১৮,০৩	৩,০০,০৪	১৭,৯৯		
৪৭০০-ভাতাদি :					
৪৭০৫-বাড়ি ভাড়া ভাতা	৩,০০,০০	৩,০৭,১৯	০	৭,১৯	কর্মকতা/ কর্মচারীদের মূল বেতন বৃদ্ধি পাওয়ায় অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।
৪৭০৯-শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	২৫০০	১৩,১০	১১,৯০		
৪৭১৩-উৎসব ভাতা	১,২৫,০০	১,১৯,৭৭	৫,২৩		
৪৭১৪-বাংলা নববর্ষ ভাতা	১২,৪৫	১১,২২	১২৩		
৪৭১৭-চিকিৎসা ভাতা	৩৭,০০	৩৮,৬২	০	১,৬২	কর্মকতা/ কর্মচারীদের মূল বেতন বৃদ্ধি পাওয়ায় অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।
৪৭২৫-ধোলাই ভাতা	১,৬৫	৫৭	১,০৮	০	
৪৭৩৩-আপ্যায়ন ভাতা/ব্যয় নিয়ামক ভাতা	১,১০	২২	৮৮	০	
৪৭৩৭-দায়িত্বভার ভাতা	২,২০	১৮	২,০২	০	
৪৭৫৫-টিফিন ভাতা	৪,৪৮	৩,২৫	১,২৩	০	
৪৭৬৫-যাতায়াত ভাতা	৬,৭৩	৪,২৫	২,৪৮	০	
৪৭৬৯-অতিরিক্ত কাজের ভাতা	১,১০	-	১,১০	০	
৪৭৭৩-শিক্ষা ভাতা	১২,৬০	১২,৮০	০	২০	
৪৭৯৩-টেলিফোন ভাতা	১,৬৫	২০	১,৪৫	০	
৪৭৯৫-অন্যান্য ভাতা	১৫,৬০	১,৫৪	১৪,০৬	০	
উপ-মোট ভাতাদি=	৫,৪৬,৫৬	৫,১২,৯১	৪২,৬৬	৯০১	

কোড নম্বর ও খাত	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকৃত খরচ	২০১৭-১৮ অর্থবছরের অব্যয়িত/ উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ	২০১৭-১৮ অর্থবছরের অতিরিক্ত ব্যয়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
* ৪৮০০-সরবরাহ ও সেবা					
৪৮০১-ভ্রমণ ব্যয়	৬৬,৫০	৫২,৭৯	১৩,৭১		
* ৪৮০৫- ওভার টাইম	৮০,০০	৭৯,৭৮	২২		
* ৪৮১০-পৌরকর	৭৭০	০	৭৭০		
* ৪৮১১- ভুমি কর	১২,০০	৫৪	১১৪৬		
* ৪৮১৫- ডাক	৩,৩০	২,০০	১,৩০		
* ৪৮১৬- টেলিফোন/টেলিগ্রাম/ টেলিপ্রিন্টার	১৩,৫০	৬,৬২	৬,৮৮		
* ৪৮১৯- পানি	৮,২৫	৬,১৪	২,১১		
* ৪৮২১- বিদ্যুৎ	৩৫,২০	২৪৬৯	১০,৫১		
৪৮২৩- পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	১,১০,০০	১,২৭,৭০	০	১৭,৭০	
৪৮২৭- মুদ্রণ ও বাধাই	৯,১৪	৯,৭৬	০	৬২	
৪৮২৮- স্টেশনারি, সীল ও স্ট্যাম্প	১,৪০	৭	১,৩৩		
৪৮২৯- গবেষণা ব্যয়	১১,০০	১,৯৮	৯,০২		
৪৮৩১- বইপত্র ও সাময়িকী	২২০	৪৩	১৭৭		
* ৪৮৩৩-প্রচার ও বিজ্ঞাপন	২১৫০	১৬৩৭	৫১৩		
৪৮৩৬-ইউনিফর্ম	৩৭৮	৩৪০	৩৮		
* * ৪৮৪০- প্রশিক্ষণ ব্যয়	২,৫০,০০	১,৩৩,৭০	১,১৬,৩০		
* * ৪৮৪২- সেমিনার, কনফারেন্স	৬০,০০	১,২৭	৫৮,৭৩		
৪৮৪৫- আপ্যায়ন ব্যয়	১১,৬০	৯,৩৩	২,২৭		
৪৮৫১- শ্রমিক মজুরী	২১,৫০	১৯,১৫	২,৩৫		
৪৮৭৭- প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়	৩১,৮০	২৫,৩৫	৬৪৫		
৪৮৮২- আইন সংক্রান্ত ব্যয়	১৫,৯০	৪,৮৬	১১,০৪		
৪৮৮৩-সম্মানী ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক	২০,৯০	২৪,৪৫	-	৩,৫৫	
৪৮৮৮- কম্পিউটার সামগ্রী	১২০০	৩,০৪	৮,৯৬		
৪৮৯৯- অন্যান্য ব্যয়	৫২০০	২৬৬৮	২৫৩২		
উপ-মোট সরহরাহ ও সেবা =	৮৬১১৭	৫৮০১০	৩০২৯৪	২১৮৭	
৪৯০০- মেরামত ও সংরক্ষণ					
৪৯০১- মোটর যানবাহন মেরামত	২৫০০	২৫১৭	০	১৭	
৪৯০৬- আসবাবপত্র মেরামত	৩৫০	০০	৩৫০		
৪৯১১-কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	৩৫০	২২৫	১২৫		
৪৯২১-অফিস ভবন	৭৫০০	১৩৮২	৬১১৮		

কোড নম্বর ও খাত	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকৃত খরচ	২০১৭-১৮ অর্থবছরের অব্যয়িত/ উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ	২০১৭-১৮ অর্থবছরের অতিরিক্ত ব্যয়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৪৯৩১ অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	৩৬৩০০	০	৩৬৩০০		
উপ-মোট মেরামত ও সংরক্ষণ	৪৭০০০	৪১২৪	৪২৮৯৩	১৭	
৬৬০০- থোক বরাদ্দ					
৬৬০১-সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প	৩০৯৭৫	৩,০২,৩১	৭৪৪		
উপ-মোট থোক বরাদ্দ	৩,০৯,৭৫	৩,০২,৩১	৭,৪৪		
উপ-মোট অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	৩০,২৩,০৪	২১,৫৫,৭৯	৮,৯৮,৩০		
৬৮০০-সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়					
৬৮০৭-মোটর যান ক্রয়	৩,৮৫,০০	১,০৭,৩৬	২,৭৭,৬৪		
৬৮১৫- কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৩৫০	০	৩৫৮০		
৬৮১৯- অফিস সরঞ্জাম	৫,৫০	০	৫,৫০		
৬৮২১- আসবাবপত্র	৮,০০	২,৯৮	৫,০২		
৬৮৫৩-অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জাম	৩,৫০	১,৯০	১,৬০		
উপ-মোট সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়	৪,০৫,৫০	১,১২,২৪	২,৯৩,২৬		
উপ-মোট অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়	৪,০৫,৫০	১,১২,২৪	২,৯৩,২৬		
মোট-দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	৩৪,২৮,৫৪	২২,৬৮,০৩	১১,৯১,৫৬	৩১,০৫	

১.৩ জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তার কার্যালয়

(হাজার টাকা)

৪৫০১-অফিসারদের বেতন	৫৪৯৩৭	৪৪৯৩৭	১০০০০	০	
উপ-মোট-অফিসারদের বেতন	৫৪৯৩৭	৪৪৯৩৭	১০০০০		
৪৬০১-প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	৮৯৮৮৮	৭৯৮৮৮	১০০০০	০	
উপ-মোট-কর্মচারীদের বেতন	৮৯৮৮৮	৭৯৮৮৮	১০০০০	০	
৪৭০০-ভাতাদি					
৪৭০৫-বাড়িভাড়া ভাতা	৩৭২৭৫	৩৭২৭৫	০	০	
৪৭০৯-শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৩৪৬৭	১৪৬৪	২০০৩	০	
৪৭১৩-উৎসব ভাতা	২০৮০৪	২০৮০৪	০	০	
৪৭১৪-বাংলা নববর্ষ ভাতা	২০৮০	২০৮০	০	০	
৪৭১৭-চিকিৎসা ভাতা	৯৯৫৯	৯৯৫৯	০	০	
৪৭২১-পাহাড়ি ভাতা	৮৩২	৮৩২	০	০	
৪৭২৫-ধোলাই ভাতা	২৩৮	২৩৮	০	০	
৪৭৩৭-দায়িত্বভার ভাতা	১৬৫	১৬৫	০	০	
৪৭৫৫-টিফিন ভাতা	১১৬১	১১৬১	০	০	
৪৭৬৫-যাতায়াত ভাতা	১৯০	১৯০	০	০	
৪৭৭৩-শিক্ষা ভাতা	২৭৫০	২৭৫০	০	০	

কোড নম্বর ও খাত	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকৃত খরচ	২০১৭-১৮ অর্থবছরের অব্যয়িত/ উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ	২০১৭-১৮ অর্থবছরের অতিরিক্ত ব্যয়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৪৭৯৫- অন্যান্য ভাতা	৫৫০	৫৫০	০	০	
উপ-মোট ভাতাদি=	৭৯৪৭১	৭৭৪৬৮	২০০৩		
৪৮০০ সরবরাহ ও সেবা					
৪৮০১-ভ্রমণ ব্যয়	১১০০০	৯৪১৭	১৫৮৩	০	
৪৮০৫- ওভার টাইম	৯১০০	৯০৬৬	৩৪	০	
৪৮১১- ভুমি কর	২৮৮২০	২৮৬২১	১৯৯	০	
৪৮১৫- ডাক	৭১৫	৬৫৪	৬১	০	
৪৮১৬- টেলিফোন/টেলিগ্রাম/ টেলি-প্রন্টার	২৩৮৫	২১১১	২৭৪	০	
৪৮২১- বিদ্যুৎ	৩৫০	৩৫০	০	০	
৪৮২৩- পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট	৯০০০	৭০৪২	১৯৫৮	০	
৪৮৩৬-ইউনিফর্ম	৬৯০	৬৭৯	১১	০	
৪৮৮৩-সম্মানী ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক	৩১৫	১১	৩০৪	০	
৪৮৮৮- কম্পিউটার সামগ্রী	২০৯০	২০৮৯	১	০	
৪৮৯৯- অন্যান্য ব্যয়	৬৭৬৯	৬২১০	৫৫৯	০	
মোট সরবরাহ ও সেবা=	৭১২৩৪	৬৬২৫০	৪৯৮৪		
৪৯০০- মেরামত ও সংরক্ষণ					
৪৯০১- মোটর যানবাহন মেরামত	৪৪০০	৪৩২৩	৭৭	০	
৪৯০৬- আসবাবপত্র মেরামত	৮৮০	৭৩৮	১৪২	০	
৪৯১১-কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	২৬৪০	২৫২৬	১১৪	০	
উপ-মোট মেরামত ও সংরক্ষণ	৭৯২০	৭৫৮৭	৩৩৩	০	
উপ-মোট অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	৩০৩৪৫০	২৭৬১৩০	২৭৩২০	০	
৬৮০০- সম্পদ সংগ্রহ					
৬৮২১- আসবাবপত্র	২৭৫০	১৯৩১	৮১৯	০	
উপ-মোট সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়	২৭৫০	১৯৩১	৮১৯	০	
উপ-মোট অনুন্নয়ন মূলধন ব্যয়	২৭৫০	১৯৩১	৮১৯	০	
মোট-জেলা ত্রাণ কার্যালয় সমূহ	৩০৬২০০	২৭৮০৬১	২৮১৩৯	০	
মোট-জেলা ত্রাণ কার্যালয় সমূহ	৩০৬২০০	২৭৮০৬১	২৮১৩৯	০	

১.৪ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়

(হাজার টাকা)

৪৫০১-অফিসারদের বেতন	১৮২৫৮১	১৭৭৫৮১	৫০০০	০	
উপ-মোট-অফিসারদের বেতন	১৮২৫৮১	১৭৭৫৮১	৫০০০	০	

কোড নম্বর ও খাত	২০১৭-১৮ অর্থবছরের বরাদ্দ	২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রকৃত খরচ	২০১৭-১৮ অর্থবছরের অব্যয়িত/ উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ	২০১৭-১৮ অর্থবছরের অতিরিক্ত ব্যয়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৪৬০১-প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	১৫৫৫২৭	১৩৯৫২৮	১৫৯৯৯	০	
উপ-মোট-প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	১৫৫৫২৭	১৩৯৫২৮	১৫৯৯৯	০	
৪৭০০-ভাতাদি					
৪৭০৫-বাড়িভাড়া ভাতা	৯৭৬৭৯	৯৭৬৭৯	০	০	
৪৭০৯-শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	৮৮৯৭	৩৯৬৬	৪৯৩১	০	
৪৭১৩-উৎসব ভাতা	৫২৮৫২	৫২৮৫২	০	০	
৪৭১৪-বাংলা নববর্ষ ভাতা	৫২৮৬	৫২৮৬	০	০	
৪৭১৭-চিকিৎসা ভাতা	১৭৮২০	১৭৮২০	০	০	
৪৭২১-পাহাড়ি ভাতা	৩২৭৩	৩২৭৩	০	০	
৪৭৩৭-দায়িত্বভার ভাতা	১৬৫	১৬৫	০	০	
৪৭৫৫-টিফিন ভাতা	১২২৭	১২২৭	০	০	
৪৭৭৩-শিক্ষা ভাতা	৮২,৫০	৮২,৫০	০	০	
৪৭৯৫- অন্যান্য ভাতা	৬৬০	৬৬০	০	০	
উপ-মোট ভাতাদি =	১৯৬১০৯	১৯১১৭৮	৪৯৩১		
৪৮০০ সরবরাহ ও সেবা					
৪৮০১-ভ্রমণ ব্যয়	৫০০০০	৪৯৭৫৩	২৪৭		
৪৮১৫- ডাক	৮৩৫	৮৫৪	০	১৯	
৪৮১৬- টেলিফোন/টেলিগ্রাম/ টেলিপ্রিন্টার	৫১৬০	৫১০০	৬০	০	
৪৮২১- বিদ্যুৎ	৭৮৫০	৭৭৭৫	৭৫	০	
৪৮৫১-শ্রমিক মজুরী	১০৪৫০০	১০৪৫০০	০	০	
৪৮৮৩-সম্মানীভাতাদি/ফি/পারিশ্রামিক	৫০০	২০	৪৮০	০	
৪৮৯৯- অন্যান্য ব্যয়	৩৪০৮৭	৩১৯৮৬	২১০১	০	
উপ-মোট সরবরাহ ও সেবা=	২০২৯৩২	১৯৯৯৮৮	২৯৬৩	১৯	
৪৯০০- মেরামত ও সংরক্ষণ					
৪৯০১- মোটর যানবাহন মেরামত					
৪৯০৬- আসবাবপত্র মেরামত	৩৮০০	৩৭৯৪	৬	০	
৪৯১১-কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	১০৪০০	৮৮৩৬	১৫৬৪	০	
উপ-মেরামত ও সংরক্ষণ =	১৪২০০	১২৬৩০	১৫৭০	০	
উপ-মোট অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	৭৫,১৩,৪৯	৭২,০৯,০৫	৩,০৪,৬৩	১৯	
৬৮০০-সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়					
৬৮২১- আসবাবপত্র ক্রয়	৯০৫০	৯০৪৫	৫	০	
উপ-মোট সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়=	৯০৫০	৯০৪৫	৫	০	
মোট-উপজেলা ত্রাণ কার্যালয় সমূহ	৭৬০৩৯৯	৭২৯৯৫০	৩০৪৬৮	১৯	

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ

কাবিখা অনুবিভাগ

২. কাবিখা কার্যক্রম

২.১ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা- খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচির নির্দেশিকা

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ নির্দেশিকা জারি করেছেঃ-

২.২ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) কর্মসূচির উদ্দেশ্য : সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের জন্য-

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ;
২. স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য এই কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়ন। এবং
৩. নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের জন্য সোলার প্যানেল ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন।

(খ) কর্মসূচির মূল লক্ষ্য: গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনে সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে সহায়তার জন্য–

১. গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
২. গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধি;
৩. দেশের সর্বত্র খাদ্য সরবরাহের ভারসাম্য আনয়ন:
৪. দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি এবং
৫. নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জৈব জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমানো, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামগ্রিকভাবে জীবনমানের উন্নয়ন।

(গ) **কর্মসূচির উপকারভোগী বাছাই :** এই কর্মসূচির আওতায় নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তিগণকে উপকারভোগী হিসেবে বাছাই করা যাবেঃ

১. সর্বোচ্চ ০.৫০ একর পর্যন্ত জমির মালিকানাসম্পন্ন ব্যক্তি।
২. নদী ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন ব্যক্তি।

২.৩ খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রক্রিয়া

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা এক বা একাধিক কিস্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বরাবর ন্যস্ত করবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এই খাদ্যশস্য/নগদ টাকা জেলা প্রশাসক বরাবর ৪০% জনসংখ্যা, ৩০% দুঃস্থতা এবং ৩০% আয়তনের ভিত্তিতে থোক বরাদ্দ প্রদান করবে।

(খ) জেলা প্রশাসক উপরের ২ (ক) অনুচ্ছেদে বর্ণিত আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুসারে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা পৌরসভা ও উপজেলাওয়ারি বরাদ্দ করবেন। উপজেলা কমিটি বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ অর্থের ২০% রিজার্ভ রেখে অবশিষ্ট খাদ্যশস্য/নগদ অর্থের ৫০% জনসংখ্যা এবং ৫০% আয়তনের ভিত্তিতে পৌরসভা/ইউনিয়ন ভিত্তিক পুনবরাদ্দ করিয়া প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

(গ) উক্ত রিজার্ভ ২০% খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ দ্বারা উপজেলা কমিটি সরাসরি এমনভাবে পর্যায়ক্রমে প্রকল্প গ্রহণ

করবে যেন অব্যাহতভাবে কোন ইউনিয়ন বঞ্চিত না হয়। এ ক্ষেত্রে কমিটি আন্তঃইউনিয়নব্যাপী প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার দিতে পারবে।

(ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিশেষ বিবেচনায় মাননীয় সংসদ সদস্য অথবা গণ্যমাণ্য ব্যক্তিদের নিকট হতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ করতে পারবে।

(ঙ) এই মন্ত্রণালয় হতে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার (সংরক্ষিত মহিলা আসন ব্যতীত) অনুকূলে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বিশেষ/থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাবে। তবে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যদের অনুকূলে কেবল মাত্র গ্রামীণ নারী উন্নয়নমূলক প্রকল্পের খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বিশেষ/থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাবে।

(চ) এই মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন বাহিনী/ সংস্থার অনুকূলে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা যাবে।

(ছ) উপজেলা এবং সংসদীয় এলাকাভিত্তিক প্রতি বছর আগস্ট মাসের মধ্যে সারা বছরের সম্ভাব্য (Notional Allotment)বরাদ্দ জারী করতে হবে।

(জ) বরাদ্দপ্রদানকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বরাদ্দ প্রাপকের নিকট বরাদ্দপত্র পৌঁছানো নিশ্চিত করবেন।

(ঝ) ইউনিয়নে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ওয়ার্ড যাহাতে অব্যাহতভাবে বঞ্চিত না হয় তাহা নিশ্চিত করতে হবে। সম্ভব হলে ওয়ার্ডের কাঁচা রাস্তার পরিমাণ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা/সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে প্রাপ্তব্য খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ওয়ার্ড ভিত্তিক বিভাজন করা যেতে পারে।

২.৪. প্রকল্পের কাজের ধরন/পরিধি

(ক) এই কর্মসূচিতে পুকুর/খাল খনন/পুনখনন, রাস্তা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, রাস্তা-বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য নালা ও সেচ নালা খনন/পুনঃখনন, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠে মাটি ভরাট, মাটির কিল্লা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, উপাসনালয়, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ইউনিয়ন পরিষদভবনসহ জনসমাগম হয় এমন প্রতিষ্ঠান/স্থানে ও দু:স্থ পরিবার পর্যায়ে সোলার সিস্টেম হোম সোলার, সোলার স্ট্রিট লাইট ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে;

(খ) ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বিরোধপূর্ণ জমিতে উপরে উল্লিখিত প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না;

(গ) ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর যার পানি জনগণ অবাধে ব্যবহার করতে পারে বা পুকুর সংস্কার করার পরও তা অব্যাহত থাকবে এমন নিশ্চয়তা পাওয়া গেলে প্রকল্পটি গ্রহণের বিষয়ে উপজেলা কমিটি বিবেচনা করতে পারে;

(ঘ) সম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত সনদপত্র সংশ্লিষ্ট জমির মালিক/ওয়ারিশ, ইউপি চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের প্রতিস্বাক্ষরসহ প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে আবশ্যিকভাবে দাখিল করতে হবে;

(ঙ) বর্ষণের ফলে নির্মিত রাস্তার মাটি যাতে সরে যেতে না পারে তার জন্য রাস্তার উভয় দিকে পাকা ওয়াল (রাস্তার উচ্চতার সমান অথবা যে উচ্চতা পর্যন্ত নির্মাণ করা হলে রাস্তার মাটি ধরে রাখা সম্ভব হবে সে উচ্চতা পর্যন্ত) নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে। এরূপ মাটির কাজের প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৬০% পর্যন্ত খাদ্যশস্য নগদায়ন করে নগদ টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা করা যাবে;

(চ) মাটির কাজের প্রকল্পের অংশ হিসাবে প্রয়োজনে Herring Bone Bond (HBB) ইটের রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে;

(ছ) নির্মাণাধীন রাস্তায় ও নির্মাণাধীন/সংস্কারাধীন সরকারি পুকুর/জলাশয়ে অবৈধ দখলরোধে প্রয়োজনীয় সীমানা পিলার স্থাপন করা যাবে;

(জ) নির্মাণাধীন রাস্তার সীমানা এবং খননাধীন পুকুর/জলাশয়ের পাড় বরাবর খাঁচা স্থাপনসহ বৃক্ষ রোপণ করা যাবে;

(ঝ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, উপাসনালয়, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ ভবনসহ জনসমাগম হয় এমন প্রতিষ্ঠান/স্থানে ও দু:স্থ পরিবার পর্যায়ে সোলার সিস্টেম হোম সোলার, সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন এবং বায়োগ্যাস প্রকল্প বাস্তবায়ন। এরূপ প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দের ৫০% খাদ্যশস্য ব্যয় করতে হবে।

২.৫ প্রকল্প গ্রহণ/বাছাই পদ্ধতি

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়য়ের আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহ বাছাইপূর্বক এর তালিকা এই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। উপজেলা, জেলা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে এই তালিকা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রাখতে হবে। তা ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপডেট অবস্থায় আপলোড রাখতে হবে।

(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রকল্প বাছাই ও অনুমোদনপূর্বক বরাদ্দ ছাড়ের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

(গ) Notional Allotment প্রাপ্তির পর স্ব-স্ব কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহের একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে ও অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে। উক্ত অগ্রাধিকার তালিকার বাইরে কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না উপজেলা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা দাখিলে ব্যর্থ হলে জেলা কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য বরাদ্দ বাতিল করে অন্য উপজেলা/ইউনিয়নে উপ-বরাদ্দ করতে পারবে;

(ঘ) উপজেলা কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ণের পূর্বে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ প্রাক-জরিপ গ্রহণ করবে। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হয়ে রাস্তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপকারভোগী জনসংখ্যা, আন্তঃগ্রাম/আন্তঃইউনিয়ন যোগাযোগ রক্ষায় তা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ,সরকারি/বেসরকারি/সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় তা কতটা অবদান রাখবে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে;

(ঙ) সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে যদি কোন প্রকল্প কারিগরি ত্রুটিযুক্ত (আনফিজিবল) হয়, তবে বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করা যাবে। এ ছাড়াও যে সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য নগদায়ন হবে সে ক্ষেত্রে যুক্তি সহকারে নগদায়নের পরিমাণ উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমনঃ বন্যা, অতিবর্ষণজনিত কারণে রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হলে সেসব রাস্তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করা যাবে;

(চ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ইউনিয়ন কমিটির নিকট হতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের প্রাক-জরিপ ও প্রাক্কলন সমাপ্তির পর উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন। উপজেলা কমিটি তা পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদন করবে এবং সুপারিশসহ জেলা কর্ণধার কমিটি বরাবর প্রেরণ করবে;

(ছ) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটির সভায় উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে উপস্থাপিত প্রকল্পসমূহ চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করতে হবে;

(জ) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটি এলাকার গুরুত্ব অনুসারে অগ্রাধিকার তালিকার ভিত্তিতে প্রাপ্তব্য খাদ্যশস্য/নগদ টাকায় প্রকল্প গ্রহণ করবে;

(ঝ) উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ অনুমোদিত প্রকল্প তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা কর্ণধার কমিটির সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে;

(ঞ) এই কর্মসূচির আওতায় এই মন্ত্রণালয় হতে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের অনুকূলে নির্বাচনী এলাকায় উন্নয়নের জন্য নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক বিশেষ/থোক বরাদ্দের (খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প তালিকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করতে হবে। মাননীয় সংসদ সদস্য প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিবেচনায় 'খ' ও 'গ' শ্রেণিভূক্ত পৌরসভা এলাকায় এই কর্মসূচির প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবেন। এই নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক বরাদ্দের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যের পরামর্শক্রমে অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের পিআইসি গঠন ও অনুমোদন করবেন। তবে পিআইসি গঠন প্রক্রিয়ায় ক্ষেত্র বিশেষে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিকে সভাপতি পদে বিবেচনা করা যাবে;

(ট) সরকার প্রয়োজনবোধে বিশেষ বিবেচনায় 'খ' এবং 'গ' শ্রেণির পৌরসভায় এই কর্মসূচির প্রকল্প গ্রহণ করতে পারবে;

(ঠ) ২ (ঘ), ২ (ঙ) এবং ৪ (ঞ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রকল্পসমূহ পিআইসি গঠন ও অনুমোদনসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার সহায়তায় পরিপত্র অনুসারে বাস্তবায়ন করবেন। বিশেষ প্রকল্পসমূহের পিআইসি গঠন ও অনুমোদনের ক্ষেত্রেও সাধারণ প্রকল্পের বিধান প্রযোজ্য হবে;

(ড) জেলা কর্ণধার কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে বরাদ্দ পাওয়ার পর উপজেলা হতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে এবং ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রকল্পের বিপরীতে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ প্রদান করবে;

(ঢ) প্রকল্প প্রণয়নকালে উপজেলা কমিটি গৃহীত প্রকল্পটি অন্য কোন সংস্থা/এজেন্সি কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়নি মর্মে নিশ্চিত হবে;

(ণ) ইউনিয়ন হতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ যাচাই-বাছাই ও প্রত্যয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনবোধে উপজেলা নির্বাহী অফিসার একটি উপ-কমিটি গঠন করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে তাহা জেলা কর্ণধার কমিটিতে পেশ করতে হবে;

২.৬ যাচাই-বাছাই উপ কমিটি

উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	সভাপতি
উপজেলা প্রকৌশলী	-	সদস্য
পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি (যদি থাকে)	-	সদস্য
জেলা পরিষদের প্রতিনিধি	-	সদস্য
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	-	সদস্য
এনজিও প্রতিনিধি (যদি থাকে)	-	সদস্য
সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান	-	সদস্য
ফিল্ড সুপারভাইজার	-	সদস্য
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	-	সদস্য সচিব

(ত) প্রস্তাবিত প্রকল্প কারিগরি ত্রুটিমুক্ত, অন্যকোন সংস্থা বা কর্মসূচির আওতায় তা বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত হয়নি এবং প্রকল্পের নগদায়ন অংশের (যদি থাকে) প্রাক্কলন যথাযথভাবে করা হয়েছে মর্মে কমিটিকে প্রত্যয়ন করতে হবে;

(থ) চূড়ান্ত অনুমোদিত তালিকা ব্যাপক প্রচারের জন্য সকল ইউপি মেম্বার, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রমুখকে প্রদান করা যেতে পারে এবং ইউপি নোটিশবোর্ডে প্রচার করা যেতে পারে;

(দ) ইউনিয়ন গ্রোথ সেন্টারে সাইনবোর্ডে প্রকল্প তালিকা প্রচার করা যেতে পারে;

(ধ) ইউনিয়ন কমিটির সভায় প্রকল্প বাছাই এবং প্রকল্পের অগ্রগতি মনিটর করতে হবে;

(ন) যে সকল নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্যের পদ শূন্য বা মাননীয় সংসদ সদস্য বহিঃবাংলাদেশ ছুটি ভোগরত বা মামলায় জড়িত থেকে পলাতক বা জেল হাজতে আছেন, সে সকল নির্বাচনী এলাকার অনুকূলে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক পরিপত্র অনুসরণে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট হতে প্রকল্প তালিকা সংগ্রহ করে একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতক্রমে জেলা কর্ণধার কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন। এবং

(প) মাটির কাজের প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে আরও যে সকল বিষয় গুরুত্ব প্রদান করতে হবে তা হল,

(১) পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রেখে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে;
(২) জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে এমন কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না;
(৩) সরকারি খাস জমি বা রাস্তার পার্শ্বস্থিত খাল খনন/পুনঃখননের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে;

(৪) পুকুর/জলাশয় ভরাটের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা যাবে না; এবং
(৫) বন্যার ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে বাঁধ নির্মাণ/সংস্কারে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(ফ) সোলার প্যানেল স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে তা হলঃ

(১) পর্যাপ্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা নাই এমন প্রতিষ্ঠানেও ঐ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে;
(২) আদর্শ গ্রাম/আশ্রয়ণ প্রকল্পে এই ধরনের প্রকল্প গ্রহণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে;

(ব) নিবন্ধিত এতিমখানা, ছাত্রাবাস ইত্যাদি স্থানে প্রয়োজনীয় উপকরণের যোগান থাকলে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে।

২.৭ প্রকল্প প্রতি খাদ্যশস্য/নগদ টাকার বরাদ্দসীমা

(ক) মাটির কাজের ক্ষেত্রে একটি প্রকল্পের জন্য সর্বনিম্ন বরাদ্দ হবে ০৮ (আট) মে. টন চাউল অথবা ০৯ (নয়) মে. টন গম অথবা ০৮ (আট) মে. টন চালের অর্থনৈতিক মূল্যের সমপরিমাণ টাকা, গম এবং চাউলের অর্থনৈতিক মূল্য অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত হবে। উল্লেখ্য যে, ইউনিয়নওয়ারি বিভাজনে কোন ইউনিয়ন সর্বনিম্ন সিলিং ০৮ (আট) মে. টন চাউল অথবা ০৯ (নয়) মে. টন গম অথবা ০৮ (আট) মে. টন চালের অর্থনৈতিক মূল্যের সমপরিমান টাকা অপেক্ষা কম পরিমাণ খাদ্যশস্য প্রাপ্ত হলেও সর্বনিম্ন হারে অন্তত ১টি প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে;

(খ) মাটির কাজের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য দ্বারা গৃহীত প্রকল্পের মাটির কাজের সাথে অন্যান্য নির্মাণ/মেরামতের কাজের যেখানে নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের প্রয়োজন হবে সে সকল কাজে যেমন- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, পাইপ কালভার্ট, ব্রিজ এপ্রোচ মেরামত ইত্যাদির জন্য গম/চাউল নগদায়ন করা যাবে। এক্ষেত্রে ৪(ঙ) অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হবে। তবে এ কাজের জন্য বিক্রিত গম/চালের মূল্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অর্থনৈতিক মূল্যের কম হতে পারবে না।

(গ) সোলার সিস্টেম ও বায়োগ্যাস প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য সম্পূর্ণ বিক্রয় করে নগদায়ন করতে হবে।

২.৮ প্রকল্পের ডিজাইন/নমুনা

২.৮.১. রাস্তা/রাস্তা-কাম বাঁধের ডিজাইন/নমুনা রাস্তা/রাস্তা-কাম বাঁধের ডিজাইন/নমুনা নিম্নোক্তভাবে অনুসরণ করতে হবে,

ক) উপরিভাগের প্রস্থ : রাস্তার উপরিভাগের প্রস্থ হবে সর্বনিম্ন ২.৫ মিটার;

খ) রাস্তার উচ্চতা : রাস্তার উচ্চতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐ অঞ্চলের সর্বোচ্চ বন্যার (Flood Level) স্তরের উপর কমপক্ষে .৭৫ মিটার হতে হবে। স্থানীয় পরিস্থিতি ও ভৌগোলিক অবস্থাভেদে ইহা শিথিলযোগ্য হবে,

গ) সাইড স্লোপ : সর্বোচ্চ সাইড স্লোপ মাটির প্রকারভেদের উপর নির্ভর করবে। নিম্নে মাটির প্রকারভেদ হিসাবে সাইড স্লোপ উল্লেখ করা হল :

১. কাদা মাটি	:	১:৩
২. পলিযুক্ত কাদা মাটি	:	১:১.৫
৩. কাদামুক্ত পলিপাটি	:	১: ১.৫
৪. পলিমাটি	:	১:২
৫. বালিমাটি	:	১:৩

ঘ) বার্ম : প্রয়োজনে রাস্তার প্রকারভেদে রাস্তার তলদেশের উভয় পার্শ্বে ন্যূনতম ৩-৫ ফুট (০.৭৫-১.৫ মিটার) বার্ম রাখতে হবে।

ঙ) মাটির ভরাট প্রকল্পের ক্ষেত্রে নিকটবর্তী স্থায়ী সমতলকে Reference Level (RL)ধরে প্রাক ও কর্মোত্তর জরিপ হিসাব করতে হবে;

চ) মাটির প্রাপ্যতা বিবেচনায় লিডের সংখ্যা ১০ টি পর্যন্ত অনুমোদন করা যাবে;

ছ) হাওর, বাওর ও উপকূলবর্তী এলাকার বাঁধ, রাস্তা, খাল ও পুকুর ইত্যাদি প্রকল্পের মাটির কাজের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত ম্যানুয়্যাল অনুসরণ করতে হবে।

২.৮.২. সোলার সিস্টেম এর ডিজাইন/নমুনা

ক) সোলার সিস্টেম স্থাপনের ক্ষেত্রে মানসম্মত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে;

খ) বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও ডিজাইন সম্পন্ন সোলার সিস্টেম হোম সোলার, সোলার স্ট্রিট লাইট স্থাপন করতে হবে।

২.৯ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কমিটিসমূহ

ক) জেলা কর্ণধার কমিটি

১।	জেলার সকল মাননীয় সংসদ সদস্য	উপদেষ্টা
২।	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
৩।	পুলিশ সুপার	সদস্য
৪।	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল)	সদস্য
৫।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	সদস্য
৬।	পৌরসভার মেয়র (সকল)	সদস্য
৭।	উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৮।	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৯।	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
১০।	জেলা দূর্নীতি দমন কর্মকর্তা (উপ পরিচালক/সহকারী পরিচালক পর্যায়)	সদস্য
১১।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
১২।	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
১৩।	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	সদস্য
১৪।	উপপরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর	সদস্য
১৫।	উপপরিচালক, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
১৬।	জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	সদস্য
১৭।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (সকল)	সদস্য
১৮।	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

২.৯.১ জেলা কর্ণধার কমিটির কর্মপরিধি

(ক) উপজেলা পর্যায়ে প্রণীত সকল গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির প্রকল্প পর্যালোচনা ও অনুমোদন; অনুমোদিত প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে খাদ্যশস্য/ নগদ টাকার বরাদ্দ আদেশ জারী করণ; জেলাধীন গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও উহার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার ব্যবস্থাকরণ;

(খ) উপজেলা কর্তৃক প্রকল্পের বিপরীতে ছাড়কৃত খাদ্যশস্য/ নগদ টাকার সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কিনা এবং শ্রমিকদেরকে তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করা হচ্ছে কিনা এর নিশ্চয়তা বিধান;

(গ) উপরোক্ত কোন প্রতিবন্ধকতা বা ত্রুটি নজরে আসলে প্রতিবিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে প্রয়োজনে উপযুক্ত পদক্ষেপ প্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান;

(ঘ) এই কর্মসূচির আওতায় মঞ্জুরীকৃত সম্পদের আত্মসাৎ/অপচয় রোধ করার জন্য সতর্ক থাকা এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিটি অভিযোগের তদন্ত করে এর উপর অতিসত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঙ) বিচারাধীন মামলাসমূহের বিচার ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি,পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার বৈঠকে বসা এবং মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ;

(ছ) অন্যান্য সভার সাথে একত্রে এই সভা অনুষ্ঠিত না করে যথেষ্ট সময় নিয়ে পৃথকভাবে সভা অনুষ্ঠিত করা;

(জ) সকল প্রকার তালিকা প্রাপ্তির পর সভা অনুষ্ঠানের প্রবণতা পরিহার করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যেসব প্রকল্প তালিকা পাওয়া যাবে তাহা নিয়ে সভা অনুষ্ঠান করে প্রকল্প অনুমোদন করা;এবং

(ঝ) দুই সভার মধ্যবর্তী সময়ে উপজেলা হতে প্রকল্প তালিকা পেলে পরবর্তী সভার অনুমোদন সাপেক্ষে তা অনুমোদন করা।

খ) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি

১।	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য	উপদেষ্টা
২।	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	সভাপতি
৩।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সহ সভাপতি
৪।	উপজেলা পরিষদ ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য
৫।	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য
৬।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৭।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৮।	উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা	সদস্য
৯।	উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	সদস্য
১০।	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
১১।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
১২।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জ.স্বা.প্র)	সদস্য
১৩।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
১৪।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য
১৫।	উপজেলার ২জন গণ্যমান্য ব্যক্তি,১জন শিক্ষক ও ১জন মহিলাসহ সর্বমোট ৪জন (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৬।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

২.৯.২ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত উপজেলা কমিটির কর্মপরিধি

১. অর্থ বছরের শুরুতে নির্ধারিত সময়ে ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে জেলা কর্ণধার কমিটিতে প্রেরণ;

২. প্রাপ্ত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা নির্ধারিত অনুপাতে ইউনিয়ন ভিত্তিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা;

৩. সম্পদ/নগদ টাকার সুষ্ঠু ব্যবহার, যাবতীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রাপ্ত ও ব্যয়িত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার হিসাব সংরক্ষণ নিশ্চিত করা;

৪. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও তদারকির মাধ্যমে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা;

৫. সরকারি কর্মকর্তাগণের পরিবীক্ষণ ও তদন্ত প্রতিবেদন এবং সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করা এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;

৬. কাজের মৌসুমে প্রতিমাসে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা জেলা প্রশাসক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা;

৭. কমিটি সভায় মাননীয় উপদেষ্টাসহ সকল সদস্যকে উপস্থিত থাকবার জন্য আমন্ত্রণ পত্র/নোটিশ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;

৮. সকল প্রকল্প তালিকা প্রাপ্তির পর সভা অনুষ্ঠানের প্রবণতা পরিহার করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যে সকল প্রকল্প তালিকা পাওয়া যাবে তা নিয়ে সভা অনুষ্ঠান করে প্রকল্প অনুমোদন করা;

৯. দুই সভার মধ্যবর্তী সময়ে ইউনিয়ন হতে প্রকল্প তালিকা পেলে পরবর্তী সভার অনুমোদন সাপেক্ষে তা অনুমোদন করা;

১০. ইউনিয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলা কমিটির প্রতিনিধি ইউনিয়ন কমিটির সভায় থাকার ব্যবস্থা করা এবং

১১. পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরণ করে পিআইসি গঠিত হয়েছে কিনা তাহা নিশ্চিত হয়ে পিআইসি অনুমোদন করা।

গ) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত ইউনিয়ন কমিটি

১. চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ	সভাপতি
২. ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্য/সদস্যা	সদস্য
৩. ইউনিয়ন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৪. ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক	সদস্য
৫. বিআরডিবি মাঠ সহকারী	সদস্য
৬. ইউনিয়নের ১ জন শিক্ষক, ১ জন মহিলা প্রতিনিধি, সংরক্ষিত মহিলা ওয়ার্ডের ৩ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৭. ইউনিয়ন পরিষদ সচিব	সদস্য সচিব

২.৯.৩. গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার সংক্রান্ত ইউনিয়ন কমিটির কর্মপরিধি

১. ইউপি সদস্য/সদস্যা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নপূর্বক সুপারিশসহ তা উপজেলা কমিটিতে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা। সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রণীত তালিকা ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে প্রচার করা;

২. প্রকল্পসমূহের বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা;

৩. প্রতিমাসে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করে উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা;

৪. বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের সমাপ্তি প্রতিবেদন উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা;

৫. প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হয়ে কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা;

৬. প্রত্যেক সভার নোটিশ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করে উপজেলা কমিটির প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ জানানো;

৭. প্রকল্পের কাজ শুরুর পূর্বেই প্রতিটি প্রকল্পের সাইন বোর্ড স্থাপন নিশ্চিত করা এবং

৮. সর্বাধিক জনগণের সমাগম হয় এমন ইউনিয়ন গ্রোথ সেন্টারে সকলের অবগতির জন্য ইউনিয়নের সকল প্রকল্পের তালিকার সাইন বোর্ড স্থাপন।

ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি

১. অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে;

২. সাধারণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করতে হবে এবং অনুমোদনের জন্য সভার কার্যবিবরণীসহ উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কমিটির নিকট দাখিল করতে হবে। উপজেলা কমিটি দাখিলকৃত প্রকল্প কমিটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করবে। কোন বিষয়ে দ্বিমত সৃষ্টি হলে উপজেলা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে

৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সকল সদস্যকে অবশ্যই ইউনিয়নের অধিবাসী হতে হবে। প্রত্যেক কমিটিতে অন্তত:পক্ষে একজন মহিলা সদস্য থাকবেন। চেয়ারম্যানসহ কমিটির সদস্য সংখ্যা ০৫ জন হবে। স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার, সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের মহিলা মেম্বারগণের মধ্য হতে প্রকল্প চেয়ারম্যান মনোনীত হবেন। তবে কোন কারণে সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান/মেম্বার অনুপস্থিত থাকলে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অন্য কোন মেম্বারকে প্রকল্প চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া যেতে পারে

৪. কমিটিতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নিকটবর্তী কোন ওয়ার্ডের যে কোন একজন নির্বাচিত সদস্য, স্কুল শিক্ষক(বেসরকারি) ও আনসার ভিডিপির সদস্য থাকবেন;

৫. জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৫ সদস্যের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করতে হবে। এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে বা অন্য কোন সদস্যকে প্রকল্প কমিটির সভাপতি করা যাবে। অন্য ৪ সদস্য পরিচালনা কমিটি নির্বাচন করবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতি করা যাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতি করা হলে অন্য কোন শিক্ষককে সদস্য সচিব করা যাবে, তবে উভয় ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে;

৬. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে সম্মতি আছে কিনা এর প্রমাণস্বরূপ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির প্রস্তাব ফরমে (সংলগ্নী-১) সকলের স্বাক্ষর থাকবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি এবং সদস্য সচিবের ছবি এবং ভোটার আইডি কার্ডের ফটোকপি এই ফরমের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। উক্ত ফরম একই সাথে সদস্যদের নমুনা স্বাক্ষরের ফরম হিসাবে বিবেচিত হবে।

৭. প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একটি করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করতে হবে। কিন্তু কোন একটি প্রকল্প যদি একাধিক ইউনিয়ন অতিক্রম করে তবে একটি প্রকল্পের একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি অর্থাৎ প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য একটি করে কমিটি গঠন করা যাবে। একাধিক ইউনিয়ন ব্যাপী প্রকল্পের ক্ষেত্রে কোন ইউনিয়নের অংশে খাদ্যশস্যের পরিমাণ ৫০.০০০ মে. টনের বেশি হলে সে ইউনিয়ন অংশের জন্য জেলা কর্ণধার কমিটির অনুমোদনক্রমে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা যাবে। একই ইউনিয়নাধীন কোন একটি প্রকল্পের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যের বরাদ্দের পরিমাণ ৫০.০০০ মে: টনের বেশি হলে সে প্রকল্পের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা কর্ণধার কমিটির অনুমোদনক্রমে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা যাবে।

৮. একই অর্থ বছরে কোন ইউনিয়নে ৩ টির অধিক গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার প্রকল্প থাকলে কমপক্ষে একটি প্রকল্পের চেয়ারম্যান মহিলা চেয়ারম্যান বা সদস্যাদের মধ্য হতে হবে।

৯. কোন অবস্থাতেই এক ব্যক্তি ২ (দুই) টির বেশি গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির প্রকল্প চেয়ারম্যান হতে পারবেন না এবং কোন সরকারি কর্মচারী প্রকল্প কমিটির অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারবেন না। তবে কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ করা হলে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রধান/মনোনীত প্রতিনিধি প্রকল্প কমিটির সদস্য-সচিব হতে পারবে।

১০. ইতোপূর্বে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণ/ভিজিডি/ভিজিএফ কর্মসূচির, খাদ্যশস্য, ত্রাণ সামগ্রী বা অর্থ ও মালামালসহ কোন প্রকার সরকারি সম্পদ আত্মসাতের অপরাধে যাদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে অথবা অভিযুক্ত হিসাবে যাদের বিরুদ্ধে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কিংবা দূর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক তদন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে অথবা সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত তদন্তে জনগণের সম্পত্তি অপব্যবহার বা আত্মসাত করেছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে তাদেরকে এ কমিটিতে কোনক্রমেই প্রকল্প চেয়ারম্যান/সদস্য হিসাবে মনোনীত করা যাবে না।

১১. যদি কেহ পূর্ববর্তী বৎসরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির প্রকল্পে ব্যয়িত খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার হিসাব অর্থাৎ মাস্টাররোল/বিল ভাউচারসহ অন্যান্য কাগজপত্রাদি দাখিল না করে থাকেন অথ বা ব্যয়িত খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজের হিসাব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট বুঝাতে অসমর্থ হয়ে থাকেন তবে তাহাকে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান/সদস্য হিসাবে মনোনীত করা যাবে না।

১২. যদি কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন উপরোক্ত নিয়মের পরিপন্থী হয় তাহা হলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল করা যেতে পারে।

১৩. প্রকল্প তালিকা উপজেলায় প্রেরণের সময় পিআইসি গঠন করে প্রেরণ করতে হবে।

১৪. সোলার সিস্টেম/বায়োগ্যাস কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

২.১০ সর্দার ও সুপারভাইজারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

(১) খাদ্যশস্য/নগদ টাকা প্রকল্পের ক্ষেত্রে সর্দার বলতে কর্মরত শ্রমিক সর্দারকে বুঝাবে। তিনি দলীয় শ্রমিকদের দ্বারা মনোনীত হবেন, প্রকল্প কমিটি কর্তৃক নয়। তিনি শ্রমিকদের সাথে মাটির কাজ করলে মজুরীর অংশ পাবেন। অন্যথায় তিনি শুধুমাত্র সর্দারি প্রাপ্য হবেন।

(২) সুপারভাইজার বলতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক সাময়িকভাবে নিয়োজিত ব্যক্তিকে বুঝাবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির প্রথম সভায় এই সুপারভাইজার নিয়োগ অনুমোদনপূর্বক সুপারভাইজারের নাম ও ঠিকানা কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করতে হবে। সর্দারসহ প্রায় ১০০ জন শ্রমিকের একটি দলের কাজ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সাধারণত একজন সুপারভাইজারের উপর ন্যস্ত থাকবে।

২.১১ সুপারভাইজারের দায়িত্ব নিম্নরূপ

১. শ্রমিকদের পরিচালনা করা,
২. প্রকল্প কমিটিকে মাল গ্রহণে সহায়তা করা,
৩. নির্ধারিত ডিজাইন ও নির্দেশ মোতাবেক কাজের নিশ্চয়তা বিধান,
৪. শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের সময় উপস্থিত থাকা,
৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা,
৬. সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করলে তিনি পারিশ্রমিক পাবেন না।

২.১২ মাটির কাজের ক্ষেত্রে মাপ ও মজুরি

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির অধীনে শ্রমিকদের মজুরির হার প্রতি ৭ (সাত) ঘন্টা কাজের বিনিময়ে ৮ (আট) কেজি চাল/গম ধার্য করা হয়েছে।

(ক) মাটির কাজের প্রকল্প প্রণয়নে দর তফশিল গম/চাল/নগদ টাকা দ্বারা গৃহীত মাটির কাজের প্রকল্প প্রণয়নে নিম্নবর্ণিত দর তফসিল অনুসরণ করতে হবে।

ক্র.নং	আইটেমের বিবরণ	একক	চাল/ সমমূল্যের গম (কেজি)	নগদ টাকার ক্ষেত্রে
০১	মূল মাটির কাজ স্বাভাবিক সব ধরনের রাস্তা, বাঁধ ইত্যাদি (প্রাথমিক লিড ৩০ মিটার এবং লিফট ১.৫০ মিটার) মাটি কাটা, উত্তোলন, বহন এবং ১৫০ মিমি স্তরে বিছানো পার্শ্ব ঢাল ও নির্ধারিত নির্দেশ মত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	২.৪৮৯	চালের সমমূল্যের টাকা
০২	অতিরিক্ত লিফট ১.৫০ মিটারের উর্ধ্বে প্রতি ১.০০ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (০.৩০ মিটারের কম নহে) জন্য।	ঘনমিটার	০.৩৭৩	চালের সমমূল্যের টাকা
০৩	অতিরিক্ত লিডঃ ৩০ মিটারের ঊর্ধ্বে প্রতি ১৫ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (৫.০০ মিটারের কম নহে) জন্য। সর্বোচ্চ ১০টি।	ঘনমিটার	০.৪৯৮	চালের সমমূল্যের টাকা
০৪	ম্যানুয়্যাল কম্প্যাকশন (মাটি দৃঢ়করণ) কাঠে হাতুড়ি, বাঁশের গুড়লি অথবা দুরমুজ দ্বারা ১৫০ মিমি স্তরে ঢেলা সরবরাহ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশমত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	০.৮০৯	চালের সমমূল্যের টাকা
০৫	লেভেলিং, ড্রেসিং, ক্যাম্বারিং, পার্শ্ব ঢাল ঠিককরণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশ মত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	০.৪৩৬	চালের সমমূল্যের টাকা
০৬	টার্ফিং: কমপক্ষে ২২৫ বর্গ মিমি আয়তনের ঘাসের চাপড়া সরবরাহ করিয়া রাস্তা, বাঁধ ইত্যাদির পার্শ্ব ঢাল এবং উপরিভাগে স্থাপন করা এবং গজাইয়া না উঠা পর্যন্ত পানি সেচসহ যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশ মত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	০.৬২২	চালের সমমূল্যের টাকা
০৭	পানি সেচ: প্রয়োজন অনুযায়ী মাটি কাটার স্থান হতে পানি নিস্কাশন এবং নিরাপদ দুরত্বে সরানোসহ যাবতীয় কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশমত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	১.২৪৫	চালের সমমূল্যের টাকা
০৮	মূল মাটির কাজ: স্বাভাবিক মাটির পুকুর, নালা ও সেচনালা ইত্যাদি মাটিকাটা প্রয়োজনীয় দুরত্বে সরানো, সরানো মাটি লেভেলিং, ড্রেসিং করা (প্রাথমিক লিড ২০ মিটার এবং লিফট ২.০০ মিটার) ইত্যাদি সকল কাজ নিয়োজিত কর্মকর্তার নির্দেশ মত সম্পন্নকরণ।	ঘনমিটার	৩.১২২	চালের সমমূল্যের টাকা
০৯	অতিরিক্ত লিফট: ২.০০ মিটারের উর্ধ্বে প্রতি ১.০ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (০.৩০ মিটারের কম নহে) জন্য।	ঘনমিটার	০.৪৯৮	চালের সমমূল্যের টাকা

ক্র.নং	আইটেমের বিবরণ	একক	চাল/ সমমূল্যের গম (কেজি)	নগদ টাকার ক্ষেত্রে
১০	অতিরিক্ত লিড: ২০ মিটারের উর্ধ্বে প্রতি ১০ মিটার অথবা তার অংশ বিশেষের (৩.০০ মিটারের কম নহে) জন্য।	ঘনমিটার	০.৬২২	চালের সমমূল্যের টাকা
১১	শক্ত, কাদা, বালি মাটির জন্য অতিরিক্ত।	ঘনমিটার	০.২৪৯	
১২	সুপারভিশন (তদারকি) এর জন্য।	ঘনমিটার	১%	১%
১৩	সর্দারের মজুরির জন্য।	ঘনমিটার	১%	১%

২.১৩ মাটির সংকোচন/ক্ষয়ক্ষতির হার

প্রকল্প সমাপনান্তে ২ (দুই) মাসের মধ্যে মাপ গ্রহণকালে মোট কর্তিত মাটির ১৫% হারে এবং পরবর্তী বৎসর আরো ১০% হারে হ্রাস যোগ করে মাটির সংকোচন ও ক্ষতির হার বিবেচনা করতে হবে। মাটির কাজের ম্যানুয়াল অনুযায়ী জলাভূমি/হাওর এলাকায় সম্পাদিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ৫% হ্রাস যোগ হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য বর্ণিত হার ক্ষতির মাত্রা অনুযায়ী বৃদ্ধি পাবে। সংশ্লিষ্ট জেলা কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে তাহা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এই মাত্রা নির্ণয় করতে পারবে।

২.১৪ প্রকল্পের সাইন বোর্ড

মাটির কাজের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রকল্প এলাকায় নিম্নোক্ত তথ্যাদি সম্বলিত ১.৫২৪ মিটার×০.৯১৪ মিটার (৫ ফুট×৩ ফুট) আকারের বাংলায় লিখিত একটি সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে। উপজেলা কমিটি এবং ইউনিয়ন পরিষদকে এর নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

২.১৫ বাস্তবায়ন সময়সূচি

(ক) এই কর্মসূচির অধীনে গৃহিত প্রকল্পসমুহে মহাপরিচালক,দুর্যোগ ব্যবস্থপনা অধিদপ্তরের বরাদ্দ আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হবে;

(খ) জেলা প্রশাসক বরাদ্দ পাওয়ার ১০দিনের মধ্যে জেলা কর্ণধার কমিটির সভায় উপজেলা হতে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার তালিকা চুড়ান্ত ও প্রকল্প ভিত্তিক সম্পদ/নগদ টাকা বরাদ্দ করে উপজেলা সমূহে উপ বরাদ্দ নিশ্চিত করবে;

(গ) জেলা কর্ণধার কমিটির অনুমোদন পাওয়ার ৫০ (পঞ্চাশ) দিনের মধ্যে উপজেলা কমিটি/ক্ষেত্র বিশেষ উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করবে ও সম্পদ/নগদ টাকা উত্তোলন শেষ করবে ;

(ঘ) বাস্তবায়ন সময়সীমা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে;

(ঙ) সরকারের ভিন্ন কোন নির্দেশ না থাকলে খাদ্যশস্য এবং নগদ টাকার প্রকল্পের ক্ষেত্রে নগদ টাকা দ্বারা মজুরি প্রদান করতে হবে;

(চ) প্রয়োজনে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময়সীমা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বাড়াতে ও কমাতে পারবে এবং

(ছ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবয়ন করা না হলে জারিকৃত বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।

২.১৬ বিভাগ ওয়ারি গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার(কাবিখা/কাবিটা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচির চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ শিট :

২.১৬.১. ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিভাগওয়ারি গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচির সমাপ্তি প্রতিবেদনের সারাংশ শিট:

ক্র. নং	বিভাগের নাম	জেলার সংখ্যা	প্রকল্পের ধরণ	মোট বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ (খাদ্যশস্য/নগদ টাকা)	উত্তোলিত (খাদ্যশস্য/নগদ টাকা)	ব্যয়িত (খাদ্যশস্য/নগদ টাকা)	সুফ-লভোগীর সংখ্যা	অগ্রগতির হার (%)
১	২	৩	৪	৫		৬	৭	৮	৯
১.	ঢাকা	১৩ টি	উন্নয়ন	৩১৭৮	৯৯৮৩৪৪৬২৯.৪৮	৯৯৮০৯৪৫২৭.৪৮	৯৮৬৪৬৪৩৯৫.৩৭	৩৯৪৬৯০২	৯৯%
			সোলার	১২৩৯৭	২৬৩০০২৩২৯৩.৫১	২৬২৫৮৭০৯৬২.৩৬	২৬২২০৩৪৩৪২.৩৬	৩০৫৯৬৩৭	৯৮.৫০%
২.	ময়মনসিংহ	০৪ টি	উন্নয়ন	১৫৫৩	২৭১৩১৭৫১০.০০	২৭১৩১৭৫১০.০০	২৭১৩১৭৫১০.০০	১৭৯৫৫৬৫	১০০%
			সোলার	৮৩৮৬	৫১১০০৯৯৩৩.০০	৫১১০০৯৯৩৩.০০	৫১১০০৯৯৩৩.০০	১৭৫১৮৪	১০০%
৩.	চট্টগ্রাম	১১ টি	উন্নয়ন	২৯৩৭	৬৬৬০৪১৯৫৪.৯৩	৬৬৫৭৪১৯৫৪.৯৩	৬৬৫৭৪১৯৫৪.৯৩	৫০৭৯৮৮৯	১০০%
			সোলার	৫২৮২	১১৫৭৮৫০৪২০	১১৫৭৮৩৯৬৪৮	১১৫৭৮৩৯৬৪৮	৪৬৩৩১৩৫	১০০%
৪.	খুলনা	১০ টি	উন্নয়ন	১৯০৭	৩৮১৩৫০৭৯৮.৮৬	৩৭৫৮৩৫৮৯২.৯৬	৩৭৫৭৯১৩৪২.৯৬	৩৩৩০৬০৫	৯৮.৮৮%
			সোলার	৭২০৩	৭২৭১২৬৮৭১.৯৫০	৬৯৪৭১৬৯৪৬.৯২৯	৬৮৪৮১৪৮৫০.৬২৯	৪০৪৭৮৯১	৯৪.৩১%
৫.	রাজশাহী	০৮ টি	উন্নয়ন	৫৭২৮	৪২৫১৩৮৯০৬.১৮	৪২৫১৩৮৯০৬.১৮	৪২৫১৩৮৯০৬.১৮	২৩৯০২৮	১০০%
			সোলার	৩০০৭	৭৫৩৭৫৫৪৮০.৮২	৭৫৩৭৫৫৪৮০.৮২	৬৫৬২৫৬৬৫৪.০০	২১৩৯৬৯১	১০০%
৬.	রংপুর	০৮ টি	উন্নয়ন	২৬২৭	৩২৭৫৭৫০৩৮.২৬	৩২৭৫৭৫০৩৮.২৬	৩২৭৫৭৫০৩৮.২৬	২৬৯২২৪৪	১০০%
			সোলার	৫১১৮	৭৩১৯২৩৫০২.৭৩	৭৩১৯২৩৫০২.৭৩	৭৩০২০৬৭১৩.৭৩	১২৭২৭৫০	৯৮.৫০%
৭.	বরিশাল	০৬ টি	উন্নয়ন	১০১০	২৪৪৯৬২০৯০.৮০	২৩৯২৬৩২৩০.৪০	২৩৯২৬৩২৩০.৪০	৪৬১৮৭১	৯৯%
			সোলার	৬২০৪	৪০১৭৯২১৬২.৮	৪০১৭৯২১৬২.৮	৪০১৭৯২১৬২.৮	২৮১৯৮৫	১০০%
৮.	সিলেট	০৪ টি	উন্নয়ন	১৩১২	২০৬১১৩২৬১.৮১	২০৬০১৩২৬১.৮১	১৩৩৩৯৫৮৬৮.১০	১১১২৩৬৮	৯৯.৩৭%
			সোলার	১৬২৭	৩৯৪০৭০৯৭৪.৮৫	৩৯৪০৭০৯৭৪.৮৫	৩৯৪০৭০৯৭৪.৮৫	৫৪৪০৯১	১০০%
সবমোট -		৬৪ টি	উন্নয়ন	২০২৫২	৩৫২০৮৪৪১৯০.৩০	৩৫০৮৯৮০৩২২.০২	৩৪২৪৬৮৮২৪৬.২০	১৮৬৫৮৪৭২	৯৯%
			সোলার	৪৯২২৪	৭৩০৭৫৫২৬৪০	৭২৭০৯৭৯৬১১	৩০৭৫৬৩৪৩৭৯.২০	১৬১৫৪৩৬৪	১০০%

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিভাগওয়ারি গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির সমাপ্তি প্রতিবেদনের সারাংশ সীট :

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	জেলার সংখ্যা	মোট বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ (খাদ্যশস্য/নগদ টাকা)	উত্তোলিত (খাদ্যশস্য/নগদ টাকা)	ব্যয়িত (খাদ্যশস্য/নগদ টাকা)	সুফলভোগীর সংখ্যা	অগ্রগতির হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	ঢাকা	১৩ টি	৩২০২	২০৪৩৮.২৬২২	২০৪৩১.৫১২২	২০৪৩০.৬৬১২	৩৭৪১৮৬৭	৯৯.৪৫%
২.	ময়মনসিংহ	০৪ টি	১৫৩৯	৮৩১৯.২৮৩৮	৮৩০৬.২৮৩৮	৮৩০৬.২৮৩৮	১৮৬৯৭২২	৯৯.৭৮%
৩.	চট্টগ্রাম	১১ টি	২৬৪৭	২৩০৮৭.৪১৭৯	২৩০১৯.২৮১৯	২২৯৮৩.১৩১৯	৪৮৭০৫৪১	৯৯.২৫%
৪.	খুলনা	১০ টি	১৮৬২	১৪৭১৪.৩৮৮	১৪৬৯৩.৩৮৮	১৪৬৮৪.৩৮৮	৬৯০৩৭৭০	৯৯.৯২%
৫.	রাজশাহী	০৮ টি	২০৩৪	১৫২১৭.৮২৮	১৫২১৭.৮২৮	১৫২১৭.৮২৮	২৩৭৭৭০৫	১০০%
৬.	রংপুর	০৮ টি	২০৩৪	১০৯৭৯.৪৪২৭	১০৯৭৯.৪৪২৭	১০৯৭৯.৪৪২৭	২৫৫১৩৮২	১০০%
৭.	বরিশাল	০৬ টি	৯০১	৭১৪৮.২১৩২	৬৫৫৮.০৬৭৭	৬৫৫৮.০৬৭৭	১২৯৯৩৭৬	৯৮.৫০%
৮.	সিলেট	০৪ টি	১২৬৫	৬০১৪.৭২৫৬	৫৯৮৭.৪৫৮	৫৯৭৪.০৫৮	১০৭৮১৬৮	৯৯.৫০%
সবমোট		৬৪ টি	১৫৪৮৮	১০৫৯২৪.৫৬১৪	১০৫১৯৩.২৬২৩	১০৫১৩৯.৮৬১৩	২৪৬৯২৫৩৮	৯৯.৫০%

২.১৬.২. ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে জেলাওয়ারি গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচির সমাপ্তি প্রতিবেদনের সারাংশ শিট:

ক্র: নং	জেলার নাম	উন্নয়ন প্রকল্পের মোট বরাদ্দের পরিমাণ	বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত খাদ্যশস্য (টাকায়)	ব্যয়িত খাদ্যশস্য (টাকায়)	অব্যয়ি-তখাদ্যশস্য (টাকায়)	সুফল ভোগীর সংখ্যা	অগ্রগতিরহার (%)
১	ঢাকা	৫২৭০০৩২৫.৮০	৩৬৩	৫২৭০০৩২৫.৮০	৫২৭০০৩২৫.৮০	০	৫৫৮৯৮৩	১০০%
২	গোপালগঞ্জ	৩৯৯০২২৭১.৯৮	১৩৮	৩৯৮৩২২৭১.৯৮	৩৯৮৩২২৭১.৯৮	০	৫১১২৮	৯৯.৭৯%
৩	মুন্সীগঞ্জ	৩২৩১৬৬৬৩.৪৫	২৬৮	৩২৩১৬৬৬৩.৪৫	৩২৩১৬৬৬৩.৪৫	০	২০৬২০০	১০০%
৪	নরসিংদী	৪৪৮২৬২৯১.০০	২৭১	৪৪৮২৬২৯১.০০	৪৪৮২৬২৯১.০০	০	৪৪২৬৪০	১০০%
৫	রাজবাড়ী	২৭২০৩৭৮৯.৬৮	২২৯	২৭২০৩৭৮৯.৬৮	২৭২০৩৭৮৯.৬৮	০	১০০৯২০	১০০%
৬	ফরিদপুর	৪৭৮১৩২২৫১.৫৮	৩০২	৪৭৮১৩২২৫১.৫৮	৪৭৮১৩২২৫১.৫৮	০	১০৫৫৭৯	৯৯.৯৯%
৭	টাংগাইল	৮৪৯৪৬৬০০.৪২	৩০২	৮৪৯৪৬৬০০.৪২	৭৩৩১৬৪৬৮.৬৭	০	৪৪২৬৯৩	৯৯.৭৬%
৮	কিশোরগঞ্জ	৬৭৭৯৬৬৮৪.০৮	২৩০	৬৭৭৯৬৬৮৪.০৮	৬৭৭৯৬৬৮৪.০৮	০	৩৪৮০০	১০০%
৯	নারায়ণগঞ্জ	৪২৫৬৪০৩০.৩৬	২৪৭	৪২৫৬৪০৩০.৩৬	৪২৫৬৪০৩০	০	৭৫৬৮৬৭	৯৯.৩৮%
১০	মানিকগঞ্জ	৩০০৫৪৮৪৯.০০	১৩২	২৯৮৭৪৮৪৯.০০	২৯৮৭৪৮৪৯.০০	০	২৬৪০০	১০০%
১১	শরিয়তপুর	৩৮৫৭৮৩৮৫.৯৭	২৮৬	৩৮৫৭৮২৮৩.৯৭	৩৮৫৭৮২৮৩.৯৭	১০২.০০	২৯২৯৪২	১০০%
১২	মাদারীপুর	৩০৬৯৫২৩১.২৭	২১৮	৩০৬৯৫২৩১.২৭	৩০৬৯৫২৩১.২৭	০	৪০২৯৫০	১০০%
১৩	গাজীপুর	২৮৬২৭২৫৪.৮৯	১৯২	২৮৬২৭২৫৪.৮৯	২৮৬২৭২৫৪.৮৯	০	৫২৪৮০০	১০০%
১৪	ময়মনসিংহ	১১৫৭৩৩২৫১.১৩	৭০৬	১১৫৭৩৩২৫১.১৩	১১৫৭৩৩২৫১.১৩	০	১৫৩৪৩২৫	১০০%
১৫	নেত্রকোনা	৫৯৪৪৮৯৪৮.২৩	৩৮৭	৫৯০১২৬৪৩.২৩	৫৯০১২৬৪৩.২৩	০	১২৭০৬০	১০০%
১৬	শেরপুর	৪২৭৯০১১৩.৮৩	২৯৬	৪২৭৯০১১৩.৮৩	৪২৭৯০১১৩.৮৩	০	১২৭০৬০	১০০%
১৭	জামালপুর	৫৩৩৪৫১৯৬.৮১	১৬৪	৫৩৩৪৫১৯৬.৮১	৫৩৩৪৫১৯৬.৮১	০	৭১২০	১০০%
১৮	রাজশাহী	২২২৪৭১৭১.১৬	৩৫২	২২২৪৭১৭১.১৬	২২২৪৭১৭১.১৬	০	৫৯৮৮১৮	১০০%
১৯	নওগাঁ	৫৭৬৩৩১৭১.২৭	৪৪৯	৫৭৬৩৩১৭১.২৭	৫৭৬৩৩১৭১.২৭	০	৮০৮৭০৮	১০০%

ক্র: নং	জেলার নাম	উন্নয়ন প্রকল্পের মোট বরাদ্দের পরিমাণ	বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত খাদ্যশস্য (টাকায়)	ব্যয়িত খাদ্যশস্য (টাকায়)	অব্যয়ি-তখাদ্যশস্য (টাকায়)	সুফল ভোগীর সংখ্যা	অগ্রগতিরহার (%)
২০	চাপাইনবাবগঞ্জ	৩০৯৫৪৩৪৫.১৪	২২৪	৩০৯৫৪৩৪৫.১৪	৩০৯৫৪৩৪৫.১৪	০	২৩৮৯৩৮	১০০%
২১	নাটোর	৪১৫৮৬৪৭৪.৩০	২৪৫	৪১৫৮৬৪৭৪.৩০	৪১৫৮৬৪৭৪.৩০	০	১৮৮৩৮০	১০০%
২২	বগুড়া	৬৫০৮০৬৬৯.৬১	২১৮	৬৫০৮০৬৬৯.৬১	৬৫০৮০৬৬৯.৬১	০	১৯৬৯৩৬	১০০%
২৩	সিরাজগঞ্জ	১০৪০৮৩০৮৬.১৭	৩৭৯	১০৪০৮৩০৮৬.১৭	১০৪০৮৩০৮৬.১৭	০	১৫৭৯৯৮	১০০%
২৪	পাবনা	৫২১১২২০০.৭৩	৩৭৯৯	৫২১১২২০০.৭৩	৫২১১২২০০.৭৩	০	১৪৬৭৬০	১০০%
২৫	জয়পুরহাট	২১৪৪১৪৮৭.৮০	৬২	২১৪৪১৪৮৭.৮০	২১৪৪১৪৮৭.৮০	০	৫৯৬৭০	১০০%
২৬	রংপুর	৬১৯৭০১৬৫.৭০	৩৯৬	৬১৯৭০১৬৫.৭০	৬১৯৭০১৬৫.৭০	০	১৭০৫০০০	১০০%
২৭	দিনাজপুর	৭৯৮০৩১২৪.৮৫	২২২	৭৯৮০৩১২৪.৮৫	৭৯৮০৩১২৪.৮৫	০	১৮৭৫০০	১০০%
২৮	নীলফামারী	৪৩৫৭১৩০৩.৯৮	২৭৬	৪৩৫৭১৩০৩.৯৮	৪৩৫৭১৩০৩.৯৮	০	১৫৮০০	১০০%
২৯	কুড়িগ্রাম	৫৭১৯৭২৭৩.২৮	২৪৬	৫৭১৯৭২৭৩.২৮	৫৭১৯৭২৭৩.২৮	০	২৭৫৪৬৪	১০০%
৩০	লালমনিরহাট	৩২৫৭০৫৫৬.০৭	২২১	৩২৫৭০৫৫৬.০৭	৩২৫৭০৫৫৬.০৭	০	২৬৯৫৪০	১০০%
৩১	গাইবান্ধা	৫৬৫০৪৪৫.৮৮	৩৮৯	৫৬৫০৪৪৫.৮৮	৫৬৫০৪৪৫.৮৮	০	১৪১২৬	১০০%
৩২	পঞ্চগড়	২৩৮৩১১০৬.১৪	৭৭১	২৩৮৩১১০৬.১৪	২৩৮৩১১০৬.১৪	০	৬৬৮১০	১০০%
২০	ঠাকুরগাঁও	৩২৯৯১০৬২.৩৮	১৪৬	৩২৯৯১০৬২.৩৮	৩২৯৯১০৬২.৩৮	০	১৬০৩৩০	১০০%
৩৪	চট্টগ্রাম	১০৭৩৮৭৭৪৯.৩৮	৪৯০	১০৭৩৮৭৭৪৯.৩৮	১০৭৩৮৭৭৪৯.৩৮	০	৮৪৮৯৪০	১০০%
৩৫	কক্সবাজার	৪৭৮১৭৫৬১.০০	১৬১	৪৭৮১৭৫৬১.০০	৪৭৮১৭৫৬১.০০	০	১৬১২২৩	১০০%
৩৬	রাংগামাটি	৩৪১৪৫৮৯৮.৫৪	৯৬	৩৪১৪৫৮৯৮.৫৪	৩৪১৪৫৮৯৮.৫৪	০	১৭৫১০৫	১০০%
৩৭	খাগড়াছড়ি	২৩২৬০৯৩৪.৫৫	১৪৭	২৩২৬০৯৩৪.৫৫	২৩২৬০৯৩৪.৫৫	০	৫৮১৫২	১০০%
৩৮	বান্দরবান	২৯২৩৬৩৭৮.৪১	১৬৪	২৯২৩৬৩৭৮.৪১	২৯২৩৬৩৭৮.৪১	০	১৫৬৬৫০	১০০%
৩৯	কুমিল্লা	১৪০৮৯০৭৫৯.৮০	৫৪০	১৪০৮৯০৭৫৯.৮০	১৪০৮৯০৭৫৯.৮০	০	৭৩৪৬৩৩	৯৯.৬২%
৪০	চাঁদপুর	৫৪৮১৯২০২.০৩	৩৯৩	৫৪৮১৯২০২.০৩	৫৪৮১৯২০২.০৩	০	৯৫৯৭৫৩	১০০%
৪১	বি-বাড়ীয়া	৫৭৮১১৩৪৬.০৫	৩৭৩	৫৭৫১১৩৪৬.০৫	৫৭৫১১৩৪৬.০৫	০	৩২৭৪৩৯	১০০%
৪২	নোয়াখালী	৫৮৪০১৯২৪.৭৭	২২৭	৫৮৪০১৯২৪.৭৭	৫৮৪০১৯২৪.৭৭	০	৯৯১৬২৮	১০০%
৪৩	লক্ষীপুর	৩৯২৭২২২২.২৬	১৪৬	৩৯২৭২২২২.২৬	৩৯২৭২২২২.২৬	০	৩৫৬১০৬	১০০%
৪৪	ফেনী	৬৬৬০৪১৯৫৪.৯৩	২০০	৬৬৫৭৪১৯৫৪.৯৩	৬৬৫৭৪১৯৫৪.৯৩	০	৫০৭৯৮৮৯	৯৯%
৪৫	খুলনা	৫৩৫৩০২১৬.০৪	২০৯	৫৩৫৩০২১৬.০৪	৫৩৫৩০২১৬.০৪	০	১২৩১০০০	১০০%
৪৬	বাগেরহাট	৫৪৭৭০৪৯৯.৮৭	৪০৫	৫৪৭৭০৪৯৯.৮৭	৫৪৭২৫৯৪৯.৮৭	৪৪৫৫০.০০	৬০৯৮৯০	৯৯.৮১%
৪৭	সাতক্ষীরা	৪৬১২৯২৬৮.৬৮	১৪৯	৪০৬১৪৩৬১.৭৮	৪০৬১৪৩৬১.৭৮	৫৫১৪৯০৭	১৩১৯০০	৮৮.৯৭%
৪৮	যশোর	৬০৮০৯৭২৭.৩২	৩৬৭	৬০৮০৯৭২৭.৩২	৬০৮০৯৭২৭.৩২	০	১০০১২৫	১০০%
৪৯	ঝিনাইদহ	৩৬৭৪১৮৬৯.০৩	১৪১	৩৬৭৪১৮৬৯.০৩	৩৬৭৪১৮৬৯.০৩	০	৫২৯০০০	১০০%
৫০	নড়াইল	২০০২৯৫৩২.৫৭	৯৮	২০০২৯৫৩২.৫৭	২০০২৯৫৩২.৫৭	০	১৬৩৭২	১০০%
৫১	মাগুরা	২৫৫২০২৩৪.২৯	১০৯	২৫৫২০২৩৪.২৯	২৫৫২০২৩৪.২৯	০	৪৮৫০	১০০%
৫২	চুয়াডাংগা	২২৫৯১১৮৯.০৫	৭২	২২৫৯১১৮৯.০৫	২২৫৯১১৮৯.০৫	০	১১১২৪৮	১০০%
৫৩	কুষ্টিয়া	৪৩২০১১৬৩.৬৯	২৭৭	৪৩২০১১৬৩.৬৯	৪৩২০১১৬৩.৬৯	০	১৬৬২২০	১০০%
৫৪	মেহেরপুর	১৮০২৭০৯৮.৩২	৮০	১৮০২৭০৯৮.৩২	১৮০২৭০৯৮.৩২	০	৪৩০০০০	১০০%
৫৫	সিলেট	৬২৯০১১৭৫.৮৩	২৫৯	৬২৯০১১৭৫.৮৩	৬২৯০১১৭৫.৮৩	০	২১০৯০০	১০০%
৫৬	মৌলভীবাজার	৪৪১২৪৭০৩.০৫	৩২৮	৪৪১২৪৭০৩.০৫	৪৪১২৪৭০৩.০৫	০	১৬৬২২০	১০০%

ক্র: নং	জেলার নাম	উন্নয়ন প্রকল্পের মোট বরাদ্দের পরিমাণ	বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত খাদ্যশস্য (টাকায়)	ব্যয়িত খাদ্যশস্য (টাকায়)	অব্যয়ি-তখাদ্যশস্য (টাকায়)	সুফল ভোগীর সংখ্যা	অগ্রগতিরহার (%)
৫৭	হবিগঞ্জ	৪৫৭৫৭৭৮৮.০০	৩৫৭	৪৫৬৫৭৭৮৮.০০	৪৫১৪৬৪৬২.০০	৫১১৩২৬.০০	৪২৫১৪৮	৯৮.৫%
৫৮	সুনামগঞ্জ	৫৩৩২৯৫৯৪.৯৩	৩৬৮	৫৩৩২৯৫৯৪.৯৩	৫৩০২৯৫৯৪.৯৩	৩০০০০০	৩১০১০০	৯৯%
৫৯	বরিশাল	৬৬৯৩৯৯২৫.৬০	২১৬	৬৬৯৩৯৯২৫.৬০	৬৬৯৩৯৯২৫.৬০	০	১০০৯৭৭	১০০%
৬০	ঝালকাঠি	২১২৫৭৭০৭.৫৯	৮২	২০৫৪৩৮৪৫.৫৯	২০৫৪৩৮৪৫.৫৯	৭১৩৮৬২.০০	২০২৩৩	৯৬.২৫%
৬১	ভোলা	৪৯৩২৩৫৩৬.৪৫	১৩৫	৪৯৩২৩৫৩৬.৪৫	৪৯৩২৩৫৩৬.৪৫	০	২০৬০০০	১০০%
৬২	পিরোজপুর	৩৫৯৮৭৮৪৭.৯৮	১২২	৩১০০২৮৪৯.৫৮	৩১০০২৮৪৯.৫৮	৪৯৮৪৯৯৮.৪০	৮৫০০	৯৬.২১
৬৩	পটুয়াখালী	৪৫৯৮৫১৩৭.২৫	৩৫৮	৪৫৯৮৫১৩৭.২৫	৪৫৯৮৫১৩৭.২৫	০	৬৫৬৫৬	৯৯.৭৯%
৬৪	বরগুনা	২৫৪৬৭৯৩৫.৯১	৯৭	২৫৪৬৭৯৩৫.৯১	২৫৪৬৭৯৩৫.৯১	০	৬০৫০৫	১০০%
সর্বমোট		৪০৯৩৮৯৭৮৬৭.১১	২০২৯২	৪০৮১২৯৭৬৯২.৮১	৪০৬৮৮১১৬৮৪.৭০	১৩০৯০৪৮০.২০	২৫৫৮৭৬০৭	

খাদ্যশস্য

ক্র: নং	জেলার নাম	উন্নয়ন প্রকল্পের মোট বরাদ্দের পরিমাণ	বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত খাদ্যশস্য (মেট্রিকটন)	ব্যয়িত খাদ্য শস্য (মেট্রিকটন)	অব্যয়ি-তখাদ্যশস্য (মেট্রিকটন)	সুফল ভোগীর সংখ্যা	অগ্রগতিরহার (%)
১	ঢাকা	১৬৪৯.০২৭৬	৩৬৩	১৬৪৯.০২৭৬	১৬৪৯.০২৭৬	০	৫৫৮৯৮৩	১০০%
২	গোপালগঞ্জ	১৬৫১.৩৮৪৩	১৬৮	১৬৫১.৩৮৪৩	১৬৫১.৩৮৪৩	০	৯১৯৪৪	১০০%
৩	মুন্সীগঞ্জ	৮২৮.৮৫২৯	২৬৮	৮২৮.৮৫২৯	৮২৮.৮৫২৯	০	২০৬২০০	১০০%
৪	নরসিংদী	১১৯১.৩৮৭৩৬	২৭১	১১৯১.৩৮৭৩৬	১১৯১.৩৮৭৩৬	০	৪৪২৬৪০	১০০%
৫	রাজবাড়ী	২৭৬০.৫৫২৫	২২৯	২৭৬০.৫৫২৫	২৭৬০.৫৫২৫	০	১০০৯২০	১০০%
৬	ফরিদপুর	১৮১২.৫৬৬৫	৩০২	১৮১২.৫৬৬৫	১৮১১.৭১৫৫	০.৮৫১	১০৫৫৭৯	৯৯.৯৯%
৭	টাংগাইল	২৫২৭.৯৯৯৯	২৮১	২৫২৭.৯৯৯৯	২৫২৭.৯৯৯৯	০	১৯৪০৪২	১০০%
৮	কিশোরগঞ্জ	১৬৬১.৯৪	২৩১	১৬৬১.৯৪	১৬৬১.৯৪	০	৩৪৮০০	১০০%
৯	নারায়নগঞ্জ	১১২৮.৩৫৬১	২৪৭	১১২১.৬০৬১	১১২১.৬০৬১	৬.৭৫০	৭৫৬৮৬৭	৯৯.৩৮%
১০	মানিকগঞ্জ	১৬২৪.৭১	১৪৬	১৬২৪.৭১	১৬২৪.৭১	০	২৯২০০	১০০%
১১	শরিয়তপুর	১১২৯.৫৮৭৫	২৮৬	১১২৯.৫৮৭৫	১১২৯.৫৮৭৫	০	২৯২৯৪২	১০০%
১২	মাদারীপুর	১৬৬৯.৯৮৮১	২১৮	১৬৬৯.৯৮৮১	১৬৬৯.৯৮৮১	০	৪০২৯৫০	১০০%
১৩	গাজীপুর	৮০১.৯০৯৪	১৯২	৮০১.৯০৯৪	৮০১.৯০৯৪	০	৫২৪৮০০	১০০%
১৪	ময়মনসিংহ	২৯০৯.৯৬	৭০৬	২৯০৯.৯৬	২৯০৯.৯৬	০	১৫৩৪৩২৫	১০০%
১৫	নেত্রকোনা	১৭৯৭.১১৪৬	৩৮৭	১৭৮৪.১১৪৬	১৭৮৪.১১৪৬	১৩.০০০	২০২২৫৭	৯৯.১৩%
১৬	শেরপুর	৯৯৯.১২৬৬	২৯৬	৯৯৯.১২৬৬	৯৯৯.১২৬৬	০	১২৭০৬০	১০০%
১৭	জামালপুর	২৬১৩.০৮২৬	১৫০	২৬১৩.০৮২৬	২৬১৩.০৮২৬	০	৬০৮০	১০০%
১৮	রাজশাহী	১৪১৫.০৩৮২	৩৫২	১৪১৫.০৩৮২	১৪১৫.০৩৮২	০	৫৯৮৮১৮	১০০%
১৯	নওগাঁ	২১৪৭.৮৩৪	৪৪৯	২১৪৭.৮৩৪	২১৪৭.৮৩৪	০	৮০৮৭০৮	১০০%
২০	চাপাইনবাবগঞ্জ	৯৭৪.২৮৩৯	২২৪	৯৭৪.২৮৩৯	৯৭৪.২৮৩৯	০	২৩৮৯৩৮	১০০%
২১	নাটোর	১৫১০.৯৭৭২	২৪৫	১৫১০.৯৭৭২	১৫১০.৯৭৭২	০	১৮৮৩৮০	১০০%
২২	বগুড়া	১৯০১.৪৪৭	১৯৫	১৯০১.৪৪৭	১৯০১.৪৪৭	০	১৭১২৮০	১০০%
২৩	সিরাজগঞ্জ	৪১০১.৮২১১	৩৭৯	৪১০১.৮২১১	৪১০১.৮২১১	০	১৫৭৯৯৮	১০০%

ক্রঃ নং	জেলার নাম	উন্নয়ন প্রকল্পের মোট বরাদ্দের পরিমাণ	বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত খাদ্যশস্য (মেট্রিকটন)	ব্যয়িত খাদ্য শস্য (মেট্রিকটন)	অব্যয়ি-তখাদ্যশস্য (মেট্রিকটন)	সুফল ভোগীর সংখ্যা	অগ্রগতিরহার (%)
২৪	পাবনা	২৬১৮.২১২৫	৩৭৯	২৬১৮.২১২৫	২৬১৮.২১২৫	০	১৪৬৭৬০	১০০%
২৫	জয়পুরহাট	৫৪৮.২১৪১	৬৫	৫৪৮.২১৪১	৫৪৮.২১৪১	০	৬৬৮২৩	১০০%
২৬	রংপুর	১৫৮১.৬৬০৬	১৯৯	১৫৮১.৬৬০৬	১৫৮১.৬৬০৬	০	১৭০৫০০০	১০০%
২৭	দিনাজপুর	২০০৪.৭৫৪৩	২১৮	২০০৪.৭৫৪৩	২০০৪.৭০৯৩	.০৪৫	১৫৮০০০	১০০%
২৮	নীলফামারী	১০৪৯.৫৪৬৭	২৭৬	১০৪৯.৫৪৬৭	১০৪৯.৫৪৬৭	০	১৫৮০০	১০০%
২৯	কুড়িগ্রাম	১৯৯২.৪৬	৩৩১	১৯৯২.৪৬	১৯৯২.৪৬	০	২২২৫৪৬	১০০%
৩০	লালমনিরহাট	১০৩২.৭৯৪৪	২২১	১০৩২.৭৯৪৪	১০৩২.৭৯৪৪	০	২৬৯৫৪০	১০০%
৩১	গাইবান্ধা	১৭৯০.৪৪৪৪	৩৮৯	১৭৯০.৪৪৪৪	১৭৯০.৪৪৪৪	০	০	১০০%
৩২	পঞ্চগড়	৫৮৪.২৯৩	৭২	৫৮৪.২৯৩	৫৮৪.২৯৩	০	৩২৯৭৬	১০০%
২০	ঠাকুরগাঁও	৯৪৩.৪৮৯৩	১৩১	৯৪৩.৪৮৯৩	৯৪৩.৪৮৯৩	০	১৩৫৭২০	১০০%
৩৪	চট্টগ্রাম	২৭৫৯.৪৬২৪	৩৮৯	২৭৫৯.৪৬২৪	২৭৫৯.৪৬২৪	০	৭১৩৯৩০	১০০%
৩৫	কক্সবাজার	২০৩২.৫৭০১	১২৭	২০৩২.৫৭০১	২০৩২.৫৭০১	০	২৫৪০৬৮	১০০%
৩৬	রাংগামাটি	৮৭২.৭৭৭৪	৮৪	৮৭২.৭৭৭৪	৮৭২.৭৭৭৪	০	২১৮১৯৪	১০০%
৩৭	খাগড়াছড়ি	৫৮২.৪৫২	১৪৭	৫৮২.৪৫২	৫৮২.৪৫২	০	৫৮২৪৫	১০০%
৩৮	বান্দরবান	৭৪৬.০৭৫৬	১৬৪	৭৪৬.০৭৫৬	৭৪৬.০৭৫৬	০	১৫৬৬৫০	১০০%
৩৯	কুমিল্লা	৩৭২১.২১৭	৪০৫	৩৭২১.২১৭	৩৬৮৫.০৬৭	৩৬.১৫০	৭০৩৬৭১	৯৮%
৪০	চাঁদপুর	৩০৭২.২৩৫৭	৩৯৩	৩০২২.৪৮৫৭	৩০২২.৪৮৫৭	০	৯৫৯৭৫৩	৯৯.২৫%
৪১	বি-বাড়ীয়া	২৩১০.৪৫৯৭	৩৭৩	২৩১০.৪৫৯৭	২৩১০.৪৫৯৭	০	৩২৭৪৩৯	১০০%
৪২	নোয়াখালী	৫১১৭.৮১৯১	৩৪২	৫১১৭.৮১৯১	৫১১৭.৮১৯১	০	৯৯১৬২৮	১০০%
৪৩	লক্ষ্মীপুর	১০৬০.০৪৪২	১৩২	১০৪১.৬৫৮২	১০৪১.৬৫৮২	০	৩৮২৯৬৩	৯৯%
৪৪	ফেনী	৮১২.৩০৪৭	৯১	৮১২.৩০৪৭	৮১২.৩০৪৭	০	১০৪০০০	১০০%
৪৫	খুলনা	১৩০২.৭৩২৮	১৬৩	১২৯৯.৭৩২৮	১২৯৯.৭৩২৮	৩.০০০	৪৫৯০০০০	১০০%
৪৬	বাগেরহাট	১৮৯১.১৩১১	৪০৫	১৮৯১.১৩১১	১৮৮২.১৩১১	৯.০০	৬০৯৮৯০	৯৯.৮১%
৪৭	সাতক্ষীরা	১৫৬২.৩৮৮৭	১৮১	১৫৪৪.৩৮৮৭	১৫৪৪.৩৮৮৭	১৮.০০০	১১৪৭৫৫	৯৯.৩৭%
৪৮	যশোর	২৮৮৪.৭৭৪৩	৩৬৭	২৮৮৪.৭৭৪৩	২৮৮৪.৭৭৪৩	০	১০০১২৫	১০০%
৪৯	ঝিনাইদহ	১৮৬৯.৪৩৬৪	১৫৭	১৮৬৯.৪৩৬৪	১৮৬৯.৪৩৬৪	০	১১১৫০০০	১০০%
৫০	নড়াইল	২০০০.০৭৯৩	১২১	২০০০.০৭৯৩	২০০০.০৭৯৩	০	৬৬৯৮২	১০০%
৫১	মাগুরা	৯৮২.৫১৩৬	৯৩	৯৮২.৫১৩৬	৯৮২.৫১৩৬	০	৯৫৫০	১০০%
৫২	চুয়াডাংগা	৫৯৩.৫৭৪৪	৬৭	৫৯৩.৫৭৪৪	৫৯৩.৫৭৪৪	০	৬১২৪৮	১০০%
৫৩	কুষ্টিয়া	১০০৩.১৪৫৩	২৭৭	১০০৩.১৪৫৩	১০০৩.১৪৫৩	০	১৬৬২২০	১০০%
৫৪	মেহেরপুর	৬২৪.৬১২২	৩১	৬২৪.৬১২২	৬২৪.৬১২২	০	৭০০০০	১০০%
৫৫	সিলেট	১৬১০.৫৭৯৩	২১২	১৬১০.৫৭৯৩	১৬১০.৫৭৯৩	০	১৭৬৭০০	১০০%
৫৬	মৌলভীবাজার	১৮৯৭.৭৭৩৯	৩২৮	১৮৯৭.৭৭৩৯	১৮৯৭.৭৭৩৯	০	১৬৬২২০	১০০%
৫৭	হবিগঞ্জ	১০৭৯.৮৭৩৭	৩৫৭	১০৫২.৬০৬১	১০৫২.৬০৬১	২৭.২৬৭৬	৪২৫১৪৮	৯৮.৫%
৫৮	সুনামগঞ্জ	১৪২৬.৪৯৮৭	৩৬৮	১৪২৬.৪৯৮৭	১৪১৩.০৯৮৭	১৩.৪০০	৩১০১০০	৯৯.৫০%
৫৯	বরিশাল	২২৫০.৮৭৮	২১৫	২২৫০.৮৭৮	২২৫০.৮৭৮	০	১০০৭৮০২	১০০%
৬০	ঝালকাঠি	৬৮২.৪৯৫৬	৭৯	১১০.৫০০	১১০.৫০০	২৩.৫০০	২০০০০	৯৬.২৫%
৬১	ভোলা	৫০৪.৮৭৯	৩৬	৫০৪.৮৭৯	৫০৪.৮৭৯	০	১৮০৫৪৫	১০০%

ক্রঃ নং	জেলার নাম	উন্নয়ন প্রকল্পের মোট বরাদ্দের পরিমাণ	বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত খাদ্যশস্য (মেট্রিকটন)	ব্যয়িত খাদ্য শস্য (মেট্রিকটন)	অব্যয়ি-তখাদ্যশস্য (মেট্রিকটন)	সুফল ভোগীর সংখ্যা	অগ্রগতিরহার (%)
৬২	পিরোজপুর	৯২০.১৬৬৫	১২৫	৯০৭.৯১৫৫	৯০৭.৯১৫৫	১২.২৫১	৫০৭৩	১০০%
৬৩	পটুয়াখালী	২১৩৮.৬৭৪৯	৩৫৮	২১৩২.৭৭৬	২১৩২.৭৭৬	০	৩০০৫৬	৯৯.৭৯
৬৪	বরগুনা	৬৫১.১১৯২	৮৮	৬৫১.১১৯২	৬৫১.১১৯২	০	৫৫৯০০	১০০%
	সর্বমোট	১০৫৯১৯.৫৬১৫	১৫৫৪১	১০৫১৯৩.২৬২৪	১০৫১৩৩.৮১৬৪	১৬৫.১৬৯৬	২৪৬৮০৭৩১	৯৯.৫০%

২০১৭-১৮ অর্থবছরে জেলা ওয়ারি গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচির বাস্তবায়িত সোলার প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ শিটঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	সোলার প্রকল্পের মোট বরাদ্দের পরিমাণ টাকা	বাস্তবায়িত সোলার প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িত টাকা	সুফল ভোগীর সংখ্যা	অগ্রগতির হার (%)
১	ঢাকা	১১২৫৮২৫৫৬.৪০৭	৭০২	১১২৫৮২৫৫৬.৪০৭	১১২৫৮২৫৫৬.৪০৭	০	২০০৪৫৫	১০০%
২	গোপালগঞ্জ	৬৮২৯৮৭৯২.৫৭	১৬৮	৬৮২৯৮৭৯২.৫৭	৬৮২৯৮৭৯২.৫৭	০	১১৭৫৯৮	১০০%
৩	মুন্সীগঞ্জ	৬৩০৬৭৩৮০.৬৫	৯৪৫	৬৩০৬৭৩৮০.৬	৬৩০৬৭৩৮০.৬	০	২০১৯০০	১০০%
৪	নরসিংদী	৮৭৮১৩৭২৯.৪০৪	৯৬২	৮৭৮১৩৭২৯.৪০৪	৮৫৯৯৩৩২৩.০০	১৮২০৪০৬	৩৫৭১০৩	৯৯%
৫	রাজবাড়ী	৫৩৩০৬০০৩.১৯	১০৭৫	৫১৫৯৩৬৯৬.০৯	৪৯৭০৭৪০২.৪৯	২০০০২.১০	২৯৪১৫	১০০%
৬	ফরিদপুর	৯২২৩৭২৬৮.৬৬	৩৬৭	৮৯৭৯৭২৪৪.৬৬	৮৯৬৬৭৩২৪.৬৬	১২৯৯২০	৯৩৭০৬	১০০%
৭	টাংগাইল	১৬৬৮৫৭৬৬৯৭.১০	৬৮৪	১৬৬৮৫৭৬৬৯৭.১০	১৬৬৮৫৭৬৬৯৭.১০	০	১৮০২৮৬	১০০%
৮	কিশোরগঞ্জ	১৬২৯৭৪৫৭২.১৪	১১৮৮	১৬২৯৭৪৫৭২.১৪	১৬২৯৭৪৫৭২.১৪	০	৮৯৭০	১০০%
৯	নারায়নগঞ্জ	৮৩৪১৭৭২৯.২১	৩২০১	৮৩৪১৭৭২৯.২১	৮৩৪১৭৭২৯.২১	০	৯৭০৫৩৩	১০০%
১০	মানিকগঞ্জ	৫৯২৯৯২৪৪.০০	৬৩১	৫৯২৯৯২৪৪.০০	৫৯২৯৯২৪৪.০০	০	১২২৮৬০	১০০%
১১	শরিয়তপুর	৭২২৩৫৭২০.৩৩	৯১১	৭২২৩৫৭২০.৩৩	৭২২৩৫৭২০.৩৩	০	৯৮৯৮০	১০০%
১২	মাদারীপুর	৫৯৫০৪৫৩৭.৩৩	৫৭২	৫৯৫০৪৫৩৭.৩৩	৫৯৫০৪৫৩৭.৩৩	০	৩৬৭০৮১	১০০%
১৩	গাজীপুর	৪৬৭০৯০৬২.৫২	৯৯১	৪৬৭০৯০৬২.৫২	৪৬৭০৯০৬২.৫২	০	৩১০৭৫০	১০০%
১৪	ময়মনসিংহ	২২৬৮৩৭১৭৪.০১	৭২২৮	২২৬৮৩৭১৭৪.০১	২২৬৮৩৭১৭৪.০১	০	৪৭৯৭৮	১০০%
১৫	নেত্রকোনা	১১০৭১২৭৫৮.৫৯	২৮৩	১১০৭১২৭৫৮.৫৯	১১০৭১২৭৫৮.৫৯	০	৭৩৬২০	১০০%
১৬	শেরপুর	৬৮৯১৫৮৫৮.১৮	২০১	৬৮৯১৫৮৫৮.১৮	৬৮৯১৫৮৫৮.১৮	০	৪৪১২৬	১০০%
১৭	জামালপুর	১০৪৫৪৪১৪২.৪১	৬৭৪	১০৪৫৪৪১৪২.৪১	১০৪৫৪৪১৪২.৪১	০	৯৪৬০	১০০%
১৮	রাজশাহী	১০২৫৮৫৮৫৭.২৯	৩১৭	১০২৫৮৫৮৫৭.২৯	১০২৫৮৫৮৫৭.২৯	০	৩০৫৯৮৯	১০০%
১৯	নওগাঁ	১১৪৪৯৫২৩৫.৪৫	৩৭০	১১৪৪৯৫২৩৫.৪৫	১১৪৪৯৫২৩৫.৪৫	০	৯২৬৭৪২	১০০%
২০	চাপাইনবাবগঞ্জ	৬০৬২৪১০১.৮৯	১৮১	৬০৬২৪১০১.৮৯	৫৬৭৩৮৭৭৩.০২	৩৮৮৫৩২৮.৬০	২০৭৪৭০	৯৩.৫৯%
২১	নাটোর	৮১৪৫২০৯৪.৯৪	১৫৮	৮১৪৫২০৯৪.৯৪	৮১৪৫২০৯৪.৯৪	০	৮৬৫১০	১০০%
২২	বগুড়া	১২৭৫৪০.৪৪৮.৭৩	৩৬২	১২৭৫৪০.৪৪৮.৭৩	১২৭৫৪০.৪৪৮.৭৩	০	৩৬২০	১০০%
২৩	সিরাজগঞ্জ	১২২৫৪১৮৬৭.১৪	১১৭৪	১২২৫৪১৮৬৭.১৪	১২২৫৪১৮৬৭.১৪	০	২৭১৫৫	১০০%
২৪	পাবনা	১০২৪৯৬০১৩.৫৩	৩১০	৯৯৮১৮৭৭৫.৫৯	৯৯৮১৮৭৭৫.৫৯	২৬৭৭২৩৭.৯৪	৪৭৭১৫০	৯৭.৬৯%
২৫	জয়পুরহাট	৪২০১৯৮৬১.৮৫	১৩৫	৪২০১৯৮৬১.৮৫	৪২০১৯৮৬১.৮৫	০	১০৫০৫৫	১০০%
২৬	রংপুর	১২১৬৬০০২৭.২৭	৬৪২	১২১৬৬০০২৭	১২১৬৬০০২৭.২৭	০	৫১২০০০	১০০%
২৭	দিনাজপুর	১৩৬৭৯৫৯৫২.৫০	৭৫৮	১৩৬৭৯৫৯৫২.৫০	১৩৬৭৯৫৯৫২.৫০	০	২২৮৫০০	১০০%
২৮	নীলফামারী	৮৫০৪৯৩২৪.৭৪	১৫৮	৮৫০৪৯৩২৪.৭৪	৮৫০৪৯৩২৪.৭৪	০	৭৫৯৩৭	১০০%
২৯	কুড়িগ্রাম	১০৩৪৫৯৩৫৬.৪৯	১৭৮	১০৩৪৫৯৩৫৬.৪৯	১০৩৪৫৯৩৫৬.৪৯	০	২৫৫৪৬৪	১০০%

ক্রঃ নং	জেলার নাম	সোলার প্রকল্পের মোট বরাদ্দের পরিমাণ টাকা	বাস্তবায়িত সোলার প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িত টাকা	সুফল ভোগীর সংখ্যা	অগ্রগতির হার (%)
৩০	লালমনিরহাট	৬৩৮২৮৬৯৫.৪৫	৬২০	৬৩৮২৭০১৬.৫৫	৬৩৮২৭০১৬.৫৫	১৬৭৮.৯০	৫০৭৪৬	১০০%
৩১	গাইবান্ধা	১১০৭৩৪১১৪.৯৯	৩১৫	১১০৭৩৪১১৪.৯৯	১১০৭৩৪১১৪.৯৯	০	০	১০০%
৩২	পঞ্চগড়	৪৫৭৪৪৯০৩.১৫	২৪৮	৪৫৭৪৪৯০৩.১৫	৪৫৫৭৪৯০৩.১৫	১৭০০০০.০০	৬৬৮১০	১০০%
৩৩	ঠাকুরগাঁও	৬৪৬৫১১২৮.১৪	২১৯৯	৬৪৬৫১১২৮.১৪	৬৪৬৫১১২৮.১৪	০	৭১৪৯৩	১০০%
৩৪	চট্টগ্রাম	২১১০৯৫৪০২.৫২	১০৩৪	২১১০৯৫৪০২.৫২	২১১৮৪৬৩২.৫২	১০৭৭০	১৫৭৯০০০	১০০%
৩৫	কক্সবাজার	৯২৪১১৫৫৫.০০	৩৪৪	৯২৪১১৫৫৫.০০	৯২৪১১৫৫৫.০০	০	৩১১৫৮৩	১০০%
৩৬	রাংগামাটি	৬৬৯০৭৫৬৪.০২	২০৬	৬৬৯০৭৫৬৪.০২	৬৬৯০৭৫৬৪.০২	০	২৫৬৭১	১০০%
৩৭	খাগড়াছড়ি	৪৪৬৪৭৩৪১.৬৩	২৬৯	৪৪৬৪৭৩৪১.৬৩	৪৪৬৪৭৩৪১.৬৩	০	৫৫৮০৯	১০০%
৩৮	বান্দরবান	৫৭২৮৯৫৪৫.০৮	১৩৭	৫৭২৮৯৫৪৫.০৮	৫৭২৮৯৫৪৫.০৮	০	৮০৫৫২	১০০%
৩৯	কুমিল্লা	২২৪০০৮২৬৭.৯০	১৩১৫	২২৪০০৮২৬৭.৯০	২২৪০০৮২৬৭.৯০	০	৮৬১৫৪৮	১০০%
৪০	চাঁদপুর	১১১১৯৮৭৫০.৮২	৩৯৮	১১১১৯৮৭৫০.৮২	১১১১৯৮৭৫০.৮২	০	৬৬০২৬৬	১০০%
৪১	বি-বাড়ীয়া	১১৩১৮৮৩২৬.৭৮	৩৮৫	১১৩১৮৮৩২৪.৭৩	১১৩১৮৮৩২৪.৭৩	০	২৭৬৯৯৪	১০০%
৪২	নোয়াখালী	১১৪৭৪৩৭০১.৯২	৬৪৩	১১৪৭৪৩৭০১.৯২	১১৪৭৪৩৭০১.৯২	০	৪৪১৩১৬	১০০%
৪৩	লক্ষ্মীপুর	৭২৫১২৫০৬.২৫	২৮২	৭২৫১২৫০৬.২৫	৭২৫১২৫০৬.২৫	০	৩৪৪৬৬	১০০%
৪৪	ফেনী	৪৯৮৪৭৪৫৮.২৩	২৬৯	৪৯৮৪৭৪৫৮.২৩	৪৯৮৪৭৪৫৮.২৩	০	৩০৫৯৩০	১০০%
৪৫	খুলনা	৯১০৩২৪৫৫.৪২	৩৪১	৯১০৩২৪৫৫.৪২	৯১০৩২৪৫৫.৪২	০	২৭১৩৫০০	১০০%
৪৬	বাগেরহাট	১০০৭৭৬৮১৫.৩২	৩৪৮	১০০৭৭৬৮১৫.৩২	১০০৭৭৬৮১৫.৩২	০	৫৩৪৩৩৭	১০০%
৪৭	সাতক্ষীরা	১০৫৩৬৪৫৬৫.৮৬	১১৫৯	১০৫৩৬৪৫৬৫.৮৬	৯৫৪৬২৪৬৯.৫৬	৯৯০২০৯৬.৩০	৬৪৭৬৫	৮৯.৫৭%
৪৮	যশোর	১১৯২৫১২০৩.৬১	১৬৫	১১৯২৫১২০৩.৬১	১১৯২৫১২০৩.৬১	০	৭৭৬৫০	১০০%
৪৯	ঝিনাইদহ	৭৫৯২৩২৪৩.২৭	৮৮২	৭৫৯২৩২৪৩.২৭	৭৫৯২৩২৪৩.২৭	০	৫৪৫০০	১০০%
৫০	নড়াইল	৩৯১৭৪৬১৬.২২	৯৬৭	৩৯১৭৪৬১৬.২২	৩৯১৭৪৬১৬.২২	০	১৪২৪১	১০০%
৫১	মাগুরা	৫০০০৫৩৬৭.৪৩	২২৩৬	৫০০০৫৩৬৭.৪৩	৫০০০৫৩৬৭.৪৩	০	১০৬৫০	১০০%
৫২	চুয়াডাংগা	৪২৮৭৮২৯৮.৩৯	৫৮৫	৪২৮৭৮২৯৮.৩৯	৪২৮৭৮২৯৮.৩৯	০	২১১২৪৮	১০০%
৫৩	কুষ্টিয়া	৬৯৩৯২৭৩৪.৮২	৪৫৫	৩৬৯৮২৮০৯.৭৯৮৮	৩৬৯৮২৮০৯.৭৯৮৮	৩২৪০৯৯২৫.০২১২	১৭২০০০	৫৩.৫০%
৫৪	মেহেরপুর	৩৩৩২৭৫৭১.৬১	৬৫	৩৩৩২৭৫৭১.৬১	৩৩৩২৭৫৭১.৬১	০	১৯৫০০০	১০০%
৫৫	সিলেট	১১৮১১৮৭৮১.৮৮	৫৩৭	১১৮১১৮৭৮১.৮৮	১১৮১১৮৭৮১.৮৮	০	৩০১১৮	১০০%
৫৬	মৌলভীবাজার	৮৬২৪১২৫৩.৪৪	২৩৯	৮৬২৪১২৫৩.৪৪	৮৬২৪১২৫৩.৪৪	০	১৭২০০০	১০০%
৫৭	হবিগঞ্জ	৮৯০২১০৩০.০০	৩৪১	৮৯০২১০৩০.০০	৮৯০২১০৩০.০০	০	১৪২৪০৫	১০০%
৫৮	সুনামগঞ্জ	১০০৬৮৯৯০৯.৫৩	৫১০	১০০৬৮৯৯০৯.৫৩	১০০৬৮৯৯০৯.৫৩	০	১৯৯৫৬৮	১০০%
৫৯	বরিশাল	১৩০৬০৬২৮৩.৬০	২৬৩০	১৩০৬০৬২৮৩.৬০	১৩০৬০৬২৮৩.৬০	০	১১৩৪২৯	১০০%
৬০	ঝালকাঠি	৪১৮৪৫০৯৪.১৩	১৪৮	৪১৮৪৫০৯৪.১৩	৪১৮৪৫০৯৪.১৩	০	৯৬৯০	১০০%
৬১	ভোলা	৯২৮৯২০৭০.৬৫	৭১৩	৯২৮৯২০৭০.৬৫	৯২৮৯২০৭০.৬৫	০	১১৩৪৬৫	১০০%
৬২	পিরোজপুর	৭০৫২৮২৩৮.৭৭	৩৭১	৭০৫২৮২৩৮.৭৭	৭০৫২৮২৩৮.৭৭	০	১৪৪৭৪	১০০%
৬৩	পটুয়াখালী	৮৬৫৩৯৮৫৭.১৯	২৫২৫	৮৬৫৩৯৮৫৭.১৯	৮৬৫৩৯৮৫৭.১৯	০	৪৩২৭০	১০০%
৬৪	বরগুনা	৪৯৯০৮৮৫৭.২৬	১৮৮	৪৯৯০৮৮৫৭.২৬	৪৯৯০৮৮৫৭.২৬	০	২১৩১	১০০%
সর্বমোট		৭২৫০৫৪০৪৩০.০৭	৪৯৫৯৫	৭২১১২৯৯২৫৪.৭৪	৭০০৩৫৯৪৪৩৯.৮৪	৫১০২৭৩৬৪.৮৬	১৬১৫৭০৩৮	৯৮.৫০%

গাজীপুর জেলা কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক ইউনিয়নের কলাবাধা উত্তরপাড়া বশির উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মাণ প্রকল্পটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব আবু সৈয়দ মোহাম্মদ হাশিম মহোদয় পরিদর্শন করছেন।

দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলার সুন্দরবন ইউনিয়নের টেক্সটাইল বাজার হতে শিবপুর ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত রাস্তা পুন:নির্মাণ প্রকল্পটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের জনাব মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, পরিচালক (মূওপ) পরিদর্শন করছেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উপপরিচালক (উপসচিব) জনাব ড. মো: হাবিব উল্লাহ বাহার পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলাস্থ মনপুরা ইউনিয়নের ইজিপিপি ১ম পর্যয়ের প্রকল্প পরিদর্শন করছেন।

২.১৭ টেস্ট রিলিফ (টিআর) কার্যক্রম

২.১৭.১ গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি আর-খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা) কর্মসূচি নির্দেশিকা

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ নির্দেশিকা জারি করেছে-

২.১৭.২ কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) সামগ্রিকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাসের জন্য গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির চাহিদা পূরণ।

(খ) গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের দুর্যোগ-ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজনে সামাজিক নিরাপত্তা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সহায়তার জন্য-

(১) গ্রামীণ এলাকায় অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন;

(২) গ্রামীণ এলাকায় খাদ্যশস্য সরবরাহ ও জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(৩) দারিদ্র্য বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি;

(৪) বিদ্যুৎ ও নবায়যোগ্য জ্বালানির চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জৈব জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা কমানো, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামগ্রিকভাবে জীবনমানের উন্নয়ন।

(গ) কর্মসূচির উপকারভোগি বাছাই-এই কর্মসূচির আওতায় নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে উপকারভোগী হিসেবে বাছাই করা যাবেঃ

(১) সর্বোচ্চ ০.৫০ একর পর্যন্ত জমির মালিকানা সম্পন্ন ব্যক্তি;

(২) নদী ভাঙ্গণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিহীন ব্যক্তি।

২.১৭.৩. খাদ্যশস্য/ নগদ অর্থ বরাদ্দ প্রক্রিয়া

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বাজেটে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা এক বা একাধিক কিস্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর বরাবর ন্যস্ত করবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এই সম্পদ জেলা প্রশাসক বরাবর ৪০% জনসংখ্যা, ৪০% দুঃস্থতা এবং ২০% আয়তনের ভিত্তিতে থোক বরাদ্দ প্রদান করবে।

(খ) জেলা প্রশাসক উপরে বর্ণিত ২(ক) অনুসারে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা পৌরসভা ও উপজেলা ওয়ারি বরাদ্দ করবেন। পৌরসভা/উপজেলা কমিটি বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ অর্থেও ২০% রিজার্ভ রেখে অবশিষ্ট খাদ্যশস্য/ নগদ অর্থের ৫০% জনসংখ্যা এবং ৫০% আয়তনের ভিত্তিতে পৌরওয়ার্ড/ ইউনিয়ন ভিত্তিক পূনঃবরাদ্দ করে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

(গ) উক্ত রিজার্ভ ২০% খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ দ্বারা উপজেলা/পৌরসভা কমিটি সরাসরি এমনভাবে পর্যায়ক্রমে প্রকল্প গ্রহণ করবে যেন অব্যাহতভাবে কোন ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড বঞ্চিত না হয়। এক্ষেত্রে কমিটি আন্তঃইউনিয়নব্যাপী/ আন্তঃপৌরসভাব্যাপী প্রকল্প গ্রহণে অগ্রাধিকার দিতে পারবে।

(ঘ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিশেষ বিবেচনায় মাননীয় সংসদ সদস্য অথবা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিকট হতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ করতে পারবে। ক্ষেত্র বিশেষ সরাসরি আবেদনপত্র/আধাসরকারি পত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশেষ প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বরাদ্দ দেয়া যাবে।

(ঙ) এই মন্ত্রণালয় হতে প্রতিটি নির্বাচনী এলাকার (সংরক্ষিত মহিলা আসন ব্যতীত) অনুকূলে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বিশেষ/থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাবে। তবে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যদের অনুকূলে কেবলমাত্র গ্রামীণ নারী উন্নয়নমূলক প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা বিশেষ/থোক বরাদ্দ প্রদান করা যাবে।

(চ) উপজেলা এবং সংসদীয় এলাকা ভিত্তিক প্রতি বছর আগস্ট মাসের মধ্যে সারা বছরের সম্ভাব্য (Notional Allotment)বরাদ্দ জারী করতে হবে।

(ছ) বরাদ্দ প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বরাদ্দ প্রাপকের নিকট বরাদ্দপত্র পৌঁছানো নিশ্চিত করবেন।ইউনিয়নে প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ওয়ার্ড যাতে অব্যাহতভাবে বঞ্চিত না হয় তাহা নিশ্চিত করতে হবে। সম্ভব হলে ওয়ার্ডের কাঁচা রাস্তার পরিমাণ/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা/সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে প্রাপ্তব্য খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা ওয়ার্ড ভিত্তিক বিভাজন করতে হবে।

(ঝ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে জলোচ্ছ্বাস, বনা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা, বাঁধ, সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য জলাশয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি তাৎক্ষণিক সংস্কার/মেরামতের প্রয়োজন হলে দ্রুত প্রকল্প গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর বছরের শুরুতেই একটি থোক বরাদ্দ প্রদান করা হবে। দুর্যোগের অব্যবহিত পরেই জেলা প্রশাসক তাঁর অধিক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় প্রয়োজন অনুযায়ী এই পরিপত্র অনুসরণ করে এই থোক বরাদ্দ হতে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্প সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

(ঞ) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রকল্প গ্রহণের সময় স্বল্পতা ও বিলম্ব পরিহারের লক্ষ্যে নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাছাইয়ের সুবিধার্থে নির্ধারিত নিয়মে পৌরসভা, উপজেলা ও নির্বাচনী এলাকা ভিত্তিক একটি সম্ভাব্য বরাদ্দ প্রদান করা হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাছাইকৃত প্রকল্প তালিকা পাওয়ার পর তা বাস্তবায়নের জন্য তালিকা অনুযায়ী খাদ্যশস্য/নগদ টাকার মূল বরাদ্দ প্রদান করা হবে। কোন পৌরসভা/উপজেলা/নির্বাচনী এলাকা হতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প তালিকা পাওয়া না গেলে উক্ত বরাদ্দ বাতিল করা যাবে।

(ট) সরকার প্রয়োজনবোধে এই কর্মসূচির অধীনে সমুদয় বরাদ্দ ধর্মীয়/শিক্ষা/জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার/উন্নয়নের জন্য ব্যয় করতে পারবে। তবে এসব শিক্ষা/জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান অবশ্যই সরকারের কোন না কোন বিভাগের আওতায় নিবন্ধিত হতে হবে। তবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিবন্ধনের বিষয় শিথিলযোগ্য হবে।

২.১৭.৪ প্রকল্পের কাজের ধরন/পরিধি

(ক) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করা যাবে-

(১) বিগত বছরে বাস্তবায়িত কাবিখা প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ;
(২) বাঁধ ও রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ;
(৩) নালা নির্মাণ/ সংস্কার, নর্দমা খনন এবং সংরক্ষণ;
(৪) ধর্মীয়/শিক্ষা/জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানমূহ মেরামত/ উন্নয়ন;
(৫) সেনিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণসহ জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশ উন্নয়নকল্পে জনহিতকর কার্য সম্পাদন;
(৬) গ্রামীণ যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার্থে বাঁশ/কাঠের সাঁকো নির্মাণ;
(৭) বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রাপ্তির জন্য এলাকা ভিত্তিক গভীর নলকূপ প্রতিষ্ঠা;
(৮) ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বিরোধপূর্ণ জমিতে উপরে উল্লিখিত প্রকল্প গহণ করা যাবে না;
(৯) ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর যার পানি জনগণ অবাধে ব্যবহার করতে পারে বা পুকুর সংস্কার করবার পরও তাহা অব্যাহত থাকবে এমন নিশ্চয়তা পেলে প্রকল্পটি গ্রহণের বিষয়ে উপজেলা কমিটি বিবেচনা করতে পারে।
(১০) সম্পূর্ণ নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জমির প্রাপ্যতা সংক্রান্ত সনদপত্র সংশ্লিষ্ট জমির মালিক/ওয়ারিশ, ইউপি চেয়ারম্যানের প্রত্যয়নপত্র এবং উপজেলা নিবার্হী অফিসারের প্রতিস্বাক্ষরসহ প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে আব্যশ্যিক ভাবে দাখিল করতে হবে।
(১১) বর্ষণের ফলে নির্মিত রাস্তার মাটি যাতে ধূয়ে সরে যেতে না পারে তার জন্য রাস্তার উভয় সাইডে পাকা ওয়াল (রাস্তার উচ্চতার সমান অথবা রাস্তার মাটি রক্ষা করতে পারে এমন উচ্চতা পর্যন্ত) নির্মাণের জন্য প্রকল্প গহণ করা যাবে।এরূপ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ৭৫% পর্যন্ত খাদ্যশস্য বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা বরাদ্দকৃত নগদ অর্থ ওয়াল নির্মাণ কাজে ব্যয় করা যাবে।
(১২) পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনার্শীপ চুক্তির আওতায় স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষের সহিত আর্থিক ও বাস্তবায়ন উভয় ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ সহযোগে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে।
(১৩) স্বল্প খরচে দরিদ্রতম পরিবারের জন্য জলোচ্ছ্বাস/ বন্যা সীমার উর্ধ্বে ঝড়/ঘূর্ণিঝড়/সাইক্লোন সহনীয় গৃহ নির্মাণ।
(১৪) কাবিখা নির্মিত ব্রিজ কালভার্ট মেরামত।

(১৫) আধুনিক ও উন্নত শিক্ষা সম্প্রসারণে সহায়তার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ল্যাপটপ ও মাল্টি-মিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ।

(১৬) মেরামতাধীন রাস্তায় ও মেরামতাধীন/সংস্কারাধীন সরকারি পুকুর/জলাশয়ে অবৈধ দখল রোধে প্রয়োজনীয় সীমানা পিলার স্থাপন।

(১৭) মেরামতাধীন রাস্তার সীমানা এবং সংস্কারাধীন পুকুর/ জলাশয়ের পাড় বরাবর খাঁচা স্থাপনসহ বৃক্ষ রোপণ।

(১৮) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, উপাসনালয়, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, হাট-বাজার, ইউপি ভবনসহ জনসমাগম হয় এমন প্রতিষ্ঠান, স্থানে সোলার সিস্টেম স্থাপন এবং বায়োগ্যাস প্রকল্প বাস্তবায়ন।

(১৯) দুঃস্থ পরিবার পর্যায়ে সোলার সিস্টেম এবং বায়োগ্যাস স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন। ক্রমিক নং (১৮) এবং (১৯) এর জন্য মোট বরাদ্দের ৫০% খাদ্যশস্য ব্যয় করতে হবে।

২.১৭.৫. প্রকল্প গ্রহণ/বাছাই পদ্ধতি

(ক) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির আওতায় নির্মিতব্য সকল রাস্তা বাছাইপূর্বক সীমানা চিহ্নিত করে রাস্তার তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এই তালিকার বাইরে কোন রাস্তার প্রকল্প গ্রহণ করতে হলে উপজেলা পর্যায়ের কমিটির পূর্বানুমোদন লাগবে। উপজেলা, জেলা এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে এই তালিকা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ রাখতে হবে। তাহা ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের এবং অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে আপডেট অবস্থায় আপলোড রাখতে হবে।

(খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রকল্প বাছাই ও অনুমোদনপূর্বক বরাদ্দ ছাড়ের জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করবে।

(গ) উপজেলা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা দাখিলে ব্যর্থ হলে জেলা কর্তৃপক্ষ সম্ভাব্য বরাদ্দ বাতিল করে অন্য উপজেলা/ইউনিয়নে উপ বরাদ্দ করতে পারবে। উপজেলা কর্তৃপক্ষের নিকট হতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প তালিকা না পাইলে উক্ত বরাদ্দ বাতিল করা যাবে।

(ঘ) উপজেলা কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়নের পূর্বে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ প্রাক জরিপ/ প্রাক্কলন কেবলমাত্র মাটির কাজের জন্য) গ্রহণ করবে। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হয়ে রাস্তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপকারভোগী জনসংখ্যা, আন্তঃগ্রাম/আন্তঃ ইউনিয়ন যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা, সরকারি/ বেসরকারি/ সামাজিক/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষা/সামাজিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/উন্নয়ন জাতীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব এবং উহার দ্বারা উপকৃত জনগণের সংখ্যা/প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে।

(ঙ) সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে যদি কোন প্রকল্প কারিগরি ত্রুটিযুক্ত (আনফিজিবল) হয়, তবে বিকল্প প্রস্তাব গ্রহণ করা যাবে। ইহা ছাড়াও যেই সকল প্রকল্পের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য নগদায়ন হবে সেক্ষেত্রে যুক্তিসহকারে নগদায়নের পরিমাণ উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-বন্যা, অতিবর্ষণজনিত কারণে রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হলে সেসব রাস্তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করা যাবে।

(চ) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ইউনিয়ন কমিটির নিকট হতে প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের প্রাক জরিপ ও প্রাক্কলন (কেবলমাত্র মাটির কাজের জন্য) সমাপ্তির পর উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন। উপজেলা কমিটি তা পর্যালোচনাপূর্বক অনুমোদন করবে এবং সুপারিশসহ জেলা কর্ণধার কমিটি বরাবর প্রেরণ করবে।

(ছ) পৌরসভা/উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির সভায় উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যের সম্মতির ভিত্তিতে উপস্থাপিত প্রকল্পসমূহ অনুমোদন করতে হবে।

(জ) পৌরসভা/উপজেলা কমিটির সভার কার্যবিবরণীসহ অনুমোদিত প্রকল্প তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সভায় চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে।

(ঝ) অর্থ বৎসরের শুরুতেই পৌরসভার ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রকল্প বাছাই পূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প প্রস্তাব পৌরসভায় প্রেরণ করবেন। উক্ত প্রকল্প প্রস্তাব পাওয়ার পর পৌরসভার নির্বাহী/সহকারী প্রকৌশলী প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইসহ প্রাক জরিপ গ্রহণ করবেন এবং পৌরসভা এলাকা অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির সভায় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবেন। উপস্থাপিত প্রকল্পসমূহ পৌরসভা কমিটির সভায় চূড়ান্তক্রমে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে জেলা কর্ণধার কমিটির নিকট চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে হবে। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হয়ে রাস্তা প্রকল্পের ক্ষেত্রে উপকারভোগী জনসংখ্যা, আন্তঃগ্রাম/আন্তঃইউনিয়ন যোগাযোগ, সরকারি/ বেসরকারি/ সামাজিক/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগতা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নিধারণ করতে হবে। শিক্ষা/সামাজিক/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্কার/মেরামত/উন্নয়ন জাতীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব এবং এর দ্বারা উপকৃত জনগণের সংখ্যা/প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বিবেচনা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে।

(ঞ) জেলা কর্ণধার কমিটি প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে এবং জেলা প্রশাসক অনুমোদিত প্রকল্প অনুযায়ী খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করবার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে অনুরোধ করবেন। খাদ্যশস্য/নগদ টাকার মূল বরাদ্দ পাওয়ার পর জেলা প্রশাসক ইউনিয়নভিত্তিক প্রকল্পের বিপরীতে খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা পুনঃবরাদ্দ প্রদান করবেন।

(ট) (১) পৌরসভা হতে প্রাপ্ত প্রকল্প নিম্নরূপ উপ-কমিটির মাধ্যমে যাচাই বাছাই প্রত্যয়নসহ জেলা কর্ণধার কমিটিতে পেশ করতে হবে।

যাচাই- বাছাই উপ কমিটি

পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা	
(নির্বাহী কর্মকর্তা না থাকলে পৌরসভার মেয়র কর্তৃক মনোনীত প্যানেল চেয়ারম্যান)	সভাপতি
জেলা পরিষদের প্রতিনিধি	সদস্য
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
এনজিও প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর	সদস্য
সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য
সচিব, পৌরসভা	সদস্য
পৌরসভার নির্বাহী/ সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য সচিব

(২) ইউনিয়ন হতে প্রাপ্ত প্রকল্প নিম্নরূপ উপ কমিটির মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে প্রত্যয়নসহ জেলা কর্ণধার কমিটিতে পেশ করতে হবে।

যাচাই বাছাই উপকমিটি

উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য
পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
জেলা পরিষদের প্রতিনিধি	সদস্য
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি	সদস্য
এনজিও প্রতিনিধি (যদি থাকে)	সদস্য
সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান	সদস্য
ফিল্ড সুপারভাইজার	সদস্য
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

২.১৭.৬. গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কমিটিসমূহ

(ক) জেলা কর্ণধার কমিটি

১।	জেলার সকল মাননীয় সংসদ সদস্য	উপদেষ্টা
২।	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
৩।	পুলিশ সুপার	সদস্য
৪।	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল)	সদস্য
৫।	উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ	সদস্য
৬।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)	সদস্য
৭।	পৌরসভার মেয়র (সকল)	সদস্য
৮।	নির্বাহী প্রকৌশলী, পানি উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য
৯।	নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
১০।	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
১১।	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
১২।	জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
১৩।	বিভাগীয় বন কর্মকর্তা	সদস্য
১৪।	উপ-পরিচালক, সমাজ সেবা অধিদপ্তর	সদস্য
১৫।	জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	সদস্য
১৬।	উপ-পরিচালক, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
১৭।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (সকল)	সদস্য
১৮।	জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

(খ) জেলা কর্ণধার কমিটির কর্মপরিধি

(১) উপজেলা পর্যায়ে প্রণীত সকল গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির প্রকল্প পর্যালোচনা ও অনুমোদন।

(২) অনুমোদিত প্রতিটি প্রকল্পের বিপরীতে খাদ্যশস্যে/নগদ টাকার বরাদ্দ আদেশ জারীকরণ।

(৩) জেলাধীন গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ও উহার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ।

(৪) উপজেলা কর্তৃক প্রকল্পের বিপরীতে ছাড়কৃত খাদ্যশস্য/ নগদ টাকার সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি না এবং শ্রমিকদিগকে তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করা হচ্ছে কি না উহার নিশ্চয়তা বিধান।

(৫) উপরন্তু কোন প্রতিবন্ধকতা বা ত্রুটি নজরে আসলে প্রতিবিধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে প্রয়োজনে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সুপারিশ প্রদান।

(৬) এই কর্মসূচির আওতায় মঞ্জুরিকৃত খাদ্যশস্য/ নগদ টাকার আত্মসাৎ/অপচয় রোধ করার জন্য সতর্ক থাকা এবং এতদসংক্রান্ত প্রতিটি অভিযোগের তদন্ত করে উহার উপর যথাসত্ত্বর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৭) বিচারাধীন মামলাসমূহের বিচার ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৮) প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের নিমিত্ত প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার বৈঠকে বসা এবং মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ।

(৯) অন্যান্য সভার সাথে একত্রে এই সভা অনুষ্ঠান না করে যথেষ্ট সময় নিয়ে পৃথকভাবে এ সভা অনুষ্ঠান করা।

(১০) সকল প্রকল্প তালিকা প্রাপ্তির পর সভা অনুষ্ঠানের প্রবণতা পরিহার করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যেসব প্রকল্প তালিকা পাওয়া যাবে তা নিয়ে সভা অনুষ্ঠান করে প্রকল্প অনুমোদন করা।

(১১) দুই সভার মধ্যবর্তী সময়ে উপজেলা হতে প্রকল্প তালিকা পেলে পরবর্তী সভার অনুমোদন সাপেক্ষে তা অনুমোদন করা।

(গ) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত উপজেলা কমিটি

১।	স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য	উপদেষ্টা
২।	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান	সভাপতি
৩।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সহ সভাপতি
৪।	উপজেলা পরিষদ ভাইসচেয়ারম্যানদ্বয়	সদস্য
৫।	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য
৬।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা	সদস্য
৭।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
৮।	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
৯।	উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	সদস্য
১০।	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য
১১।	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক	সদস্য
১২।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জ.স্বা. প্র)	সদস্য
১৩।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য
১৪।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সদস্য
১৫।	উপজেলার ৪জন গণ্যমান্য ব্যক্তি, ১ জন শিক্ষক ও ১ জন মহিলাসহ সর্বমোট ৬ জন (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১৬।	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

(ঘ) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত উপজেলা কমিটির কর্মপরিধি

(১) অর্থ বছরের শুরুতেই ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত করে জেলা কর্ণধার কমিটিতে প্রেরণ।

(২) প্রাপ্ত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা নির্ধারিত অনুপাতে ইউনিয়ন ভিত্তিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

(৩) উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি সম্পদ /নগদ টাকার সুষ্ঠু ব্যবহার, যাবতীয় প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রাপ্ত ও ব্যয়িত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার হিসাব সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

(৪) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও তদারকির মাধ্যমে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য/নগদ টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

(৫) সরকারি কর্মকর্তাগণের পরিবীক্ষণ ও তদন্ত প্রতিবেদন এবং সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করা এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৬) কাজের মৌসুমে প্রতিমাসে প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা জেলা প্রশাসক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা।

(৭) কমিটির সভায় মাননীয় উপদেষ্টাসহ সকল সদস্যকে উপস্থিত থাকবার জন্য আমন্ত্রণ পত্র/ নোটিশ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

(৮) সকল প্রকল্প তালিকা প্রাপ্তির পর সভা অনুষ্ঠানের প্রবণতা পরিহার করে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যে সকল প্রকল্প তালিকা পাওয়া যাবে তা নিয়েই সভা অনুষ্ঠান করে প্রকল্প অনুমোদন করা।

(৯) দুই সভার মধ্যবর্তী সময়ে উপজেলা হতে প্রকল্প তালিকা পেলে পরবর্তী সভার অনুমোদন সাপেক্ষে অনুমোদন করা।

(১০) ইউনিয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে উপজেলা কমিটির প্রতিনিধি ইউনিয়ন কমিটির সভায় উপস্থিত থাকবার ব্যবস্থা করা।

(১১) পরিপত্রের নির্দেশনা অনুসরণ করে পিআইসি গঠিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে উপজেলা কমিটি কর্তৃক পিআইসি অনুমোদন করা।

২.১৭.৭ বরাদ্দ আদেশ জারী, অবমুক্তি আদেশ, খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলন, বন্টন এবং হিসাব সংরক্ষণ

(ক)খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড়ের সাধারণ শর্ত

উপজেলা নির্বাহী অফিসার কেবলমাত্র নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী পূরণ হলেই সাধারণ বরাদ্দক্ষেত্রে নথিতে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের অনুমোদন নিয়ে এবং বিশেষ বরাদ্দের ক্ষেত্রে তিনি নিজে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসারের নিকট প্রথম কিস্তি ও খাদ্যশস্যের/নগদ টাকার জন্য অধিযাচন পত্র দাখিল করবেন।

১. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি গঠন এবং তাহা পরিপত্র অনুযায়ী অনুমোদন।

২. প্রকল্প এলাকায় সাইনবোর্ড স্থাপন (সোলার প্যানেল স্থাপনের ক্ষেত্রে সাইন বোর্ড প্রযোজ্য হবে না)।

৩. প্রকল্প কমিটি কর্তৃক চুক্তিনামা সম্পাদন।

৪. প্রিওয়ার্ক মেজারমেন্ট সম্পাদন ও মেজারমেন্ট রিপোর্ট নথিতে সংযোজন।

৫. সোলার সিস্টেম ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের ক্ষেত্রে পিআইও কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন নথিতে সংযোজন।

৬. সোলার সিস্টেম ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের ক্ষেত্রে পিআইও কর্তৃক প্রাক্কলন প্রস্তুত ও অনুমোদিত প্রাক্কলন নথিতে সংযোজন।

(খ) বিশেষ বরাদ্দের ক্ষেত্রে

(১) জেলা কর্ণধার কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির বিশেষ বরাদ্দের সকল অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অথবা ক্ষেত্রমতে পৌরসভা মেয়রের বা সার্কেল অফিসার, তেজগাঁও এর অনুকূলে প্রতিটি অনুমোদিত প্রকল্পের নাম এবং প্রকল্পওয়ারি খাদ্যশস্যের পরিমাণ/নগদ টাকা উল্লেখ করে বরাদ্দ আদেশ (A.O.) জারি করবেন। একইসাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের পরিবহণ ও আনুসঙ্গিক খরচের থোক বরাদ্দ উত্তোলনপূর্বক উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অথবা ক্ষেত্রমতে পৌরসভা মেয়রের বা সার্কেল অফিসার, তেজগাঁও এর অনুকূলে প্রেরণ করবেন। প্রাপ্ত বরাদ্দের অতিরিক্ত পরিবহণ ও আনুষঙ্গিক খরচের জন্য অর্থের প্রয়োজন হলে জেলা প্রশাসকগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিকট পরবর্তী পর্যায়ে যৌক্তিকতাসহ চাহিদা পত্র প্রেরণ করতে পারবেন।

(২) অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান/সদস্য-সচিব পণ্য অধিযাচন ফরম(সংলগ্নী-৩) এর মাধ্যমে গম/চাল/নগদ টাকা এর জন্য উপজেলা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা/জেলা প্রশাসক এর নিকট চাহিদা পত্র দাখিল করবেন। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা চাহিদার যথার্থতা যাচাই পূর্বক গম/চাল/নগদ টাকা প্রদানের সুপারিশসহ উপজেলা ও পৌরসভার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) জেলা প্রশাসক এর নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন। সে মোতাবেক উপজেলা ও পৌরসভার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) জেলা প্রশাসক খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করবেন (ডি,ও প্রদান করবেন)। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন বাস্তবায়ন কর্মকর্তা/ডিআরআরও/উপজেলা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, তদারকী এবং এর প্রতিবেদন দাখিল ও হিসাব সংরক্ষণ করবেন।

(৩) ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান পণ্য অধিযাচিত ফরম (সংলগ্নি-৩) এর মাধ্যমে গম/চাল/নগদ টাকার জন্য পিআইও, তেজগাঁও সার্কেল এর নিকট চাহিদা পত্র দাখিল করবেন। পিআইও, তেজগাঁও সার্কেল উহার যথার্থতা যাচাই পূর্বক অর্পণাদেশ জারী করবার জন্য সুপারিশসহ সার্কেল অফিসার(উন্নয়ন), তেজগাঁও সার্কেলের নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন। সার্কেল অফিসার(উন্নয়ন) তেজগাঁও সার্কেল অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে গম/চাউল/নগদ টাকা এর অর্পণাদেশ জারী করবেন।

(৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান/তাহার মনোনীত প্রতিনিধি অর্পণাদেশ বলে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলন করতে পারবেন।

(৫) ২(ঘ) ও ৪(থ) অনুচ্ছেদের আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ জেলা প্রশাসক খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে বরাদ্দ করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ জেলা প্রশাসক ক্ষেত্রমতে পিআইসি গঠন ও অনুমোদনসহ পরিপত্র অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন।

(৬) অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকায় খাদ্য গুদাম হতে উত্তোলন করতে হবে।

(৭) কোন প্রকল্পের বরাদ্দ ৩.০০০ মে.টন/সমমূল্যের টাকা বা ততোধিক হলে তা একাধিক কিস্তিতে ছাড় করতে হবে। একাধিক কিস্তির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কিস্তির খাদ্যশস্য/নগদ টাকার মাস্টার রোল সমন্বয় করা ব্যতীত পরবর্তী কিস্তির খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করা যাবে না।

(গ) সাধারণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে খাদ্য/নগদ টাকা উত্তোলন আদেশ প্রদান

(১) জেলা কর্ণধার কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসক গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির সাধারণ বরাদ্দের সকল অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের অনুকূলে প্রতিটি অনুমোদিত প্রকল্পের নাম এবং প্রকল্পওয়ারি খাদ্যশস্যের পরিমাণ/নগদ টাকা উল্লেখ করিয়া বরাদ্দ (A.O.) জারী করবেন। একই সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের পরিবহণ ও আনুষংগিক খরচের থোক বরাদ্দ উত্তোলনপূর্বক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের অনুকূলে প্রেরণ করবেন। প্রাপ্ত বরাদ্দের অতিরিক্ত পরিবহণ ও আনুষংগিক খরচের জন্য অর্থের প্রয়োজন হলে জেলা প্রশাসকগণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের নিকট পরবর্তী পর্যায়ে যৌক্তিকতাসহ চাহিদাপত্র প্রেরণ করতে পারবনে।

(২) অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান পণ্য অধিযাচন ফরম (সংলগ্নি-৩) এর মাধ্যমে গম/চাল/নগদ টাকার জন্য উপজেলা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতিত) উপজেলাপ্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার নিকট চাহিদা পত্র দাখিল করবেন। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার চাহিদার যথার্থতা যাচাইপূর্বক গম/চাল/নগদ টাকা প্রদানের সুপারিশসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) জেলা প্রশাসক এর নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন। উপজেলার অনুকূলে সাধারণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার নথিতে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের অনুমোদন নিয়ে প্রকল্প চেয়ারম্যান বরাবরে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করবেন। অন্যান্য বরাদ্দ ও পৌরসভার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) জেলা প্রশাসক প্রকল্প চেয়ারম্যান বরাবরে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করবেন(D.O)। উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ জেলা প্রশাসক এর অনুপস্থিতিতে বা অক্ষমতাজনিত কারণে সম্পদ বা নগদ টাকা উত্তোলনের আদেশ জারি করা সম্ভব না হলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক ডি,ও স্বাক্ষর করবেন। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা উপজেলা/ পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশনের (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) প্রকল্পসমূহ প্রণয়ন,বাস্তবায়ন এবং ইহা তদারকি প্রতিবেদন দাখিল ও হিসাব সংরক্ষণ করবেন। গৃহিত প্রকল্পসমূহ সঠিক বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা/পৌরসভা কমিটি দায়ী থাকবেন।

(৩) ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানগণ অধিযাচন ফরম (সংলগ্নি-৩) এর মাধ্যমে গম/চাল/নগদ টাকা এর জন্য পিআইও, তেজগাঁও সার্কেল এর নিকট চাহিদা পত্র দাখিল করবেন। পিআইও,তেজগাঁও সার্কেল উহার যথার্থতা যাচাই পূর্বক অর্পণাদেশ জারি করবার জন্য সুপারিশসহ সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন), তেজগাঁও সার্কেলের নিকট প্রস্তাব পেশ করবেন। সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন), তেজগাঁও সার্কেল অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে গম/চাল/নগদ টাকার অর্পণাদেশ জারি করবেন।

(৪) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান/তাহাঁর মনোনীত প্রতিনিধি অর্পণাদেশ বলে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলন করতে পারবেন।

(৫) ২(ঘ) ও ৪(থ) অনুচ্ছেদের আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমূহ জেলা প্রশাসক খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুকূলে বরাদ্দ করবেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার/জেলা প্রশাসক ক্ষেত্রমতে পিআইসি গঠন ও অনুমোদনসহ পরিপত্র অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন।

(৬) অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকায় খাদ্য গুদাম ঘরে উত্তোলন করতে হবে।

(৭) কোন প্রকল্পের বরাদ্দ ৩.০০০ মে: টন/সমমূল্যেও টাকা বা ততোধিক হলে তা একাধিক কিস্তিতে ছাড় করতে হবে। একাধিক কিস্তির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কিস্তির খাদ্যশস্য/নগদ টাকার মাস্টার রোল সমন্বয় করা ব্যতীত পরবর্তী কিস্তির খাদ্যশস্য/নগদ টাকা ছাড় করা যাবে না।

২.১৭.৮. অব্যায়িত খাদ্যশস্য/ নগদ টাকা

(ক) প্রকল্প সমাপ্তির পর অব্যয়িত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা অবশিষ্ট থাকবার কথা নহে। বিশেষত খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলনের সময়ই উহার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে উত্তোলনের কথা। ইহা সত্ত্বেও যদি কোন প্রকল্পের কোন কারণে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা উত্তোলনের পর অব্যয়িত থেকে যায় তা সাথে সাথেই নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। সেজন্য খাদ্যশস্য দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে অব্যয়িত খাদ্যশস্যের প্রচলিত একক মূল্য (সরকারের নির্ধারিত মূল্যে)/উত্তোলনকৃত নগদ টাকা সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার/উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে নির্ধারিত খাতে জমা দিয়ে, জমা নিশ্চিত হবার পর উহার চালানের কপি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে খাদ্যশস্যের মূল্য/নগদ টাকা প্রদান করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়ি প্রকল্প চেয়ারম্যানের নিকট হতে দ্বিগুণ হারে উহার মূল্য (সরকার নির্ধারিত মূল্য)/ নগদ টাকা আদায় করা হবে। প্রকল্প সমাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে একক মূল্য/ নগদ টাকা এবং অনাদায়ী ৯০ দিনের মধ্যে দ্বিগুণ মূল্য/দ্বিগুণ টাকা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প চেয়ারম্যান জমা দানে ব্যর্থ হলে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে, সার্টিফিকেট/ফৌজদারি মামলার মাধ্যমে উক্ত মূল্য আদায় করা হবে।

(খ) কোন প্রকল্পে খাদ্যশস্য/নগদ টাকা অব্যয়িত থাকলে তাহা অবশ্যই স্থায়ী রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(গ) কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান একক মূল্য/নগদ টাকা জমা করে দ্বিগুণ মূল্যের/দ্বিগুণ টাকার দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনায় এই বিভাগের সচিব বরাবরে আবেদন করতে পারবেন এবং তিনি বিষয়টি বিবেচনা করতে পারবেন।

২.১৭.৯. সোলার সিস্টেম স্থাপন/বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ/সংস্কার(টিআর/কাবিখা/খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচির আওতায় সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড, সৌর সেচ পাম্প,বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলা প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা।

২.১৭.১০. ভূমিকা

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা)/গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচির আওতায় ৫০% খাদ্যশস্য এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ৫০% নগদ টাকা স্কুল কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা, কমিউনিটি ক্লিনিক, হাট-বাজার ইউনিয়ন পরিষদ ভবনসহ জনসমাগম হয় এমন স্থানে সোলারপ্যানেল স্থাপন এবং পরিবার, প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বায়োগ্যাস প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীয় কার্যালয়ের ২১.০৭.২০১৪ খ্রি. তারিখের ১৬৯(৪) নং স্মারকে নির্দেশনা জারী করা হয়। এ প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে০৯/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) এবং গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) বিষয়ে জারীকৃত ৫১.০০.০০০০.৪২২.২২.০০২.১৩-২২৭ ও ৫১.০০.০০০০.৪২২.২২.০০২.১৩-২২৮ নং নির্দেশিকায় উক্ত বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।কিন্তু সোলারপ্যানেল ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্পগ্রহণ ও এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি টিআর/কাবিখার প্রচলিত প্রকল্প হতে ভিন্ন। তাই গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) এবং গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচির আওতায় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বাস্তবায়ন পদ্ধতি অনুসৃত হবে।

২.১৭.১১. প্রকল্পের প্রকারভেদ

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ(টিআর-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) এবং গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচির আওতায় নিম্নোক্ত প্রকারের প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে-

ক) সোলার হোম সিস্টেম
খ) সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড
গ) সোলার সেচ পাম্প
ঘ) বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট
ঙ) উন্নত চুলা

২.১৭.১২. এ কর্মসূচির আওতায় সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রীড, সোলার সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলা স্থাপন

ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ক্লিনিক,ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, হাট-বাজার ইউনিয়ন পরিষদ ভবনসহ জনসমাগম হয় এমন স্থানসমুহ এবং দু:স্থ পরিবার পর্যায়ে প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

খ) সোলারহোম সিস্টেম স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সুবিধা নেই এমন অঞ্চল এবং আদর্শ গ্রাম/আশ্রয়ণ প্রকল্প সমূহ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

২.১৭.১৩. প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা

দেশব্যাপী উন্নত মানের সোলার হোম সিস্টেম,সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রীড, সোলার সেচ পাম্প,বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলা স্থাপন করাসহ এর বিক্রয়োত্তর সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল) এর নবায়নযোগ্য শক্তি সময়সূচির অধীনে কর্মরত সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্য হতে সক্ষমতা বিবেচনায় ইডকলকর্তৃক উপজেলা/পৌরসভা ভিত্তিক একটি করে সহযোগী সংস্থাকে মনোনয়ন দেয়া হবে। ইডকল মনোনীত উক্ত সংস্থার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি উপজেলা/পৌরসভা ইউনিয়ন হতে প্রাপ্ত প্রকল্প যাচাই বাছাই করার নিমিত্তে গঠিত কমিটির সদস্য হবে এবং উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহসহ কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও ইডকল কর্তৃক মনোনীত সংস্থার মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত খসড়া অনুযায়ী একটি সমঝোতা চুক্তি/অঙ্গীকার নামা স্বাক্ষরিত হবে (পরিশিষ্ট-১)। যে সকল উপজেলা, পৌরসভা এবং জেলায় অদ্যাবধি ইডকলের সহযোগী সংস্থা মনোয়ন দেয়া হয় নাই সে সকল উপজেলা, জেলা এবং পৌরসভার সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক সরবরাহকারী সংস্থা মনোয়ন প্রদান করবেন।

২.১৭.১৪. অর্থায়ন পদ্ধতি

প্রকল্প প্রণয়নের সময় ৫ বছরের ফ্রি সার্ভিসসহ প্রকল্প ব্যয় নিরুপণ করা হবে। এ ধরনের প্রকল্প টিআর/কাবিখা কর্মসূচির অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প ব্যয় পরিশোধের ক্ষেত্রে নিম্নরুপ পদ্ধতিঅনুসরণ করবে-

ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বেই উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইডকল কর্তৃক মনোনীত সংস্থার অনুকুলে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৫০% অগ্রিম হিসেবে প্রদান করবে;

খ) প্রকল্পের সন্তোষজনক বাস্তবায়নক্রমে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার অনুকুলে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৩০% (ত্রিশ) পরিশোধ করবে;

গ) অবশিষ্ট ২০% (বিশ) অর্থ পরবর্তী ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কর্তৃক যৌথভাবে পরিচালিত একটি ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষিত থাকবে। সিটি কর্পোরেশন এলাকায়

জামানতের টাকা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার যৌথভাবে পরিচালিত ব্যাংক হিসাবে থাকবে। সন্তোষজনক বিক্রয়োত্তর সেবা নিশ্চিত করা সাপেক্ষে উক্ত সংরক্ষিত অর্থ প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্নের তারিখ হতে প্রতি ১ (এক) বছর পর পর মোট সংরক্ষিত অর্থের ২০% (বিশ) হারে ছাড় করা হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডেরএস,আর,ও নং-০৮.০১.০০০০.০৬৮.২৫.০৪০.১৪/২১৫(৪),তারিখঃ ০৯/০৫/২০১৫ খ্রিঃ মোতাবেক কাবিখা ও টিআর কর্মসূচির অধীনে গৃহীত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভ্যাট বা কোন উৎসে মূল্য সংযোজন কর প্রযোজ্য হবে না। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৯/১২/২০১৪ খ্রি. তারিখে জারিকৃত নির্দেশিকার নির্দেশিত পদ্ধতিতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ, বাছাই ও অনুমোদন করা হবে।

২.১৭.১৫. প্রকল্প বাস্তবায়ন পদ্ধতি

যে সকল প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/পরিবারকে এ কর্মসূচির আওতায় সোলার হোম সিস্টেস, সোলার প্যানেল/মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড, সোলার সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্টও উন্নত চুলা স্থাপনের জন্য নির্বাচন করা হবে সে সকল ক্ষেত্রে উপযোগী সিস্টেম ডিজাইন ও প্রকল্প ব্যয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইডকল মনোনীত সংস্থা প্রকল্প যাচাই বাছাই উপ কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

ক) **সোলার হোম সিস্টেম ঃ** শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ক্লিনিক,ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা, হাট-বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ ভবনসহ জনসমাগম হয় এমন স্থানে এবং দু:স্থ পরিবার পর্যায়ে এধরনের সিস্টেম স্থাপন করা যেতে পারে। এছাড়া গ্রামীণ নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য সোলার হোম সিস্টেম কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। একশটি পরিবারের জন্য এধরনের একটি সিস্টেম ১০-৩০ ওয়াট পিক পর্যন্ত হতে পারে। মসজিদ/ধর্মীয় উপাসনালয়, এতিমখানার-এর জন্য ৫০-১০০ ওয়াট পিক এবং মাদ্রাসা,ইউনিয়ন পরিষদ,কমিউনিটি ক্লিনিক, স্কুল, কলেজের জন্য ১০০-১০০০ ওয়াট পিক পর্যন্ত সিস্টেম হতে পারে। প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন (ইডকলের টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত) পরিশিষ্ট-২ অনুযায়ী হবে।

এ প্রকল্পের অধীনে স্থাপিত প্রতিটি সোলারহোম সিস্টেমের দর্শনীয় স্থানে "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগ, **ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ**" শ্লোগানটি প্রদর্শন করতে হবে।

খ) **সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিডসিস্টেম স্থাপনঃ** এ কর্মসূচির আওতায় কয়েকটি বাসা-বাড়ি,ছোট গ্রাম,হাট বাজার ইত্যাদি স্থানে এ ধরনের সিস্টেম স্থাপন করা হবে। এ ধরনের সিস্টেম সাধারণত ১ কিলোওয়াট হতে ১০ কিলোওয়াট রেঞ্জের মধ্যে হতে পারে। কাবিখা কর্মসূচির আওতায় বিদ্যুৎহীন এলাকা/গ্রামে এ ধরনের সিস্টেম স্থাপনের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। একই সিস্টেমের সমুদয় মূল্য টিআর/কাবিখা কর্মসূচি হতে প্রদেয় হবে। এরূপে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির নিকট হস্তান্তরিত হবে। সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও) এ ধরনের সিস্টেম স্থাপনের পর ৫ বছরের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কারিগরি সহায়তা ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করবে।

গ) **সোলার সেচ পাম্প স্থাপনঃ**কাবিখা কর্মসূচির আওতায় ডিজেল চালিত সেচ পাম্পের স্থলে সোলার সেচ পাম্প স্থাপন করা যেতে পারে। কমিউনিটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সৌর চালিত সেচ পাম্প স্থাপন ও পরিচালন করা যেতে পারে। প্রকল্প সমূদয় মুল্যেও অর্থ টিআর/কাবিখা কর্মসূচি হতে প্রদান করা হবে। স্থাপন সম্পন্ন হওয়ার পর এরুপে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির নিকট হস্তান্তরিত হবে। সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও) এ ধরনের সিস্টেম স্থাপনের পর ৫ বছর পর্যন্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কারিগরী সহায়তা ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করবে। প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন (ইডকলের টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত) পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী হবে।

ঘ) **বায়োগ্যাস ও জৈবসার উৎপাদন** প্ল্যান্ট স্থাপনঃ টিআর/কাবিখা কর্মসূচির আওতায় যে সকল পরিবারের ৪/৫টি বা এর অধিক সংখ্যক গবাদিপশু অথবা ২০০ বা তার অধিক লেয়ার মুরগি রয়েছে সে সকল পরিবারকে পারিবারিক পর্যায়ে রান্নার কাজে ব্যবহারসহ জৈবসার উৎপাদনের জন্য বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়া কমিউনিটি পর্যায়েও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা যাবে। প্ল্যান্টের সমূদয় মূল্যের অর্থ টিআর/কাবিখা প্রকল্পের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাবে।

মাদ্রাসা/এতিমখানা/স্কুল/কলেজ এর ছাত্রনিবাস থাকলে, উক্ত ছাত্র নিবাসের মনুষ্য বর্জ্য হতে বায়োগ্যাস উৎপাদন প্রকল্প গ্রহণকে উৎসাহিত করা হবে।

এরূপে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তরিত হবে। সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও) এ ধরনের সিস্টেম স্থাপনের পর ৫ বছরের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় কারিগরি সহায়তা ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করবে। প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন (ইডকলের টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত) পরিশিষ্ট-৫ অনুযায়ী হবে।

ঙ) **উন্নত চুলা স্থাপন ঃ** গ্রামীণ মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমানো এবং বনজ সম্পদ সংরক্ষণের লক্ষ্যে নিম্ন বিত্তের পরিবারকে টিআর কর্মসূচি হতে উন্নত চুলা সরবরাহ করা যেতে পারে। স্থাপিত চুলার সমূদয় মূল্য টিআর প্রকল্প হতে প্রদান করা হবে। ইডকল কর্তৃক মনোনীত সংস্থা এ সকল চুলা স্থাপন ও বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করবে। প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন (ইডকলের টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত) পরিশিষ্ট -৬ অনুযায়ী হবে।

চ) **টিআর/কাবিখা প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়িতব্য বিভিন্ন প্রযুক্তির আনুমানিক মূল্য (সার্ভিস চার্জসহ) :** পরিশিষ্ট-৭ এ সংযুক্ত করা হল। এ মূল্য সময়ে সময়ে পরিবর্তনশীল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)এবং ইডকল সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে সময়ে সময়ে এ মূল্য সংশোধন পূর্বক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তা মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্টগণকে অবহিত করা হবে।

২.১৭.১৬. ইডকল-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও) কে কমিটিতে অন্তর্ভূক্তকরণ

টিআর/কাবিখা কর্মসূচির আওতায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নিমিত্তে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৯/১২/২০১৪ তারিখে জারীকৃত নির্দেশিকার ০৮ (ক), ০৮ (ঙ), (ছ) নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক জেলা কর্ণধার কমিটি, উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি, পৌরসভা এলাকা অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি ও গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিয়ন কমিটি গুলিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার সোলার প্ল্যানেল, বায়োগ্যাস ও উন্নত চুলা বিষয়ক ইডকল মনোনীত সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও) এর প্রতিনিধি সদস্য হিসাবে থাকবেন। ইডকল তার মনোনীত সহযোগী প্রতিষ্ঠান (পিও) এর তালিকা জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের নিকট সরবরাহ করবে। সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাসমূহে ইডকল মনোনীত সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

২.১৭.১৭ পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন

সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড, সোলার সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলা প্রকল্প গ্রহণ ও এর বাস্তবায়ন সঠিকভাবে সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়,অধিদপ্তর,জেলা,উপজেলা ,পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিবীক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি ইডকল-এর মাধ্যমেও এধরনের প্রকল্পগুলি পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। প্রয়োজনে ইডকল যে কোন প্রকল্প পরিদর্শনসহ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ও উপজেলা প্রশাসনকে অবহিতকরণ পূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। উপজেলা কাবিখা/টিআর কমিটির পাশাপাশি ইডকল নিজস্ব তদারকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সোলার,বায়োগ্যাস ও উন্নত চুলা স্থাপন কার্যক্রম, মান সম্পন্ন যন্ত্রপাদি ব্যবহার এবং বিক্রয়োত্তর সেবা কার্যক্রম নিশ্চিত করবে।

২.১৭.১৮. উপজেলা তদারকি কমিটি

উপজেলা পর্যায়ে নিয়োজিত বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সহযোগিতা নিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ এই সার্কুলারের আওতায় স্থাপিত সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড, সৌর সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলাস্থাপন বিষয়ক অতিরিক্ত তদারকির ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবেন। সে লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে নিম্নরূপ একটি তদারকি কমিটি গঠণ করা হয়।

উপজেলা তদারকি কমিটি

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার	-	আহবায়ক
২। উপজেলা প্রকৌশলী	-	সদস্য
৩। উপজেলা কৃষি অফিসার	-	সদস্য
৪। উপজেলা প্রাণি সম্পদ অফিসার	-	সদস্য
৫। উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার	-	সদস্য
৬। উপজেলা উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল	-	সদস্য
৭। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	-	সদস্য সচিব

২.১৭.১৯. তদারকি কমিটির কার্যপরিধি

১) কমিটি প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হয়ে প্রকল্পের তদারকি পর্যালোচনা করবে এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে;

২) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিকে কারিগরি সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করবে;

৩) গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত উপজেলা কমিটিকে কাজের অগ্রগতি তদারকি বিষয়ে অবহিত করবে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবে।

২.১৭.২০. বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ/সংস্কার (টিআর-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা)/গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা- খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচির আওতায় সোলার হোম সিস্টেম, সোলার মিনি/মাইক্রো/ন্যানো গ্রিড, সৌর সেচ পাম্প, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট ও উন্নত চুলা প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন পরবর্তী মাসে ১০ তারিখের মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও জেলা প্রশাসক নির্ধারিত ছকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরবর্তী মাসের একীভূত অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে আবশ্যিকভাবে প্রেরণ করবে (পরিশিষ্ট-৮, ৮ (ক), ৮ (খ)

২.১৭.২১. ইডকলের মাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

ইডকল কর্তৃক পরিবীক্ষণের সুবিধার্থে প্রকল্প গ্রহণ ও অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট উপজেলা পরিষদ উক্ত প্রকল্পের একটি তালিকা ইডকল বরাবর প্রেরণ করবে। যেহেতু ইডকল তার অধীনস্ত ক্রেতা/সুবিধাভোগিদের তথ্যসমূহ কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজে সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করেছে, তাই ইডকল এর চাহিদা মোতাবেক এ ধরনের তথ্য মাসিক ভিত্তিতে প্রেরণ করতে হবে। ইডকল উক্ত তথ্য সমন্বয় পূর্বক মাসিক প্রতিবেদন(স্রেডা কর্তৃক প্রণীত ছক অনুযায়ী) পরবর্তী মাসের মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা) বরাবর প্রেরণ করবে।

২.১৭.২২. বিভাগওয়ারি টিআর চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ সিট

বিভাগওয়ারি গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির সমাপ্তি প্রতিবেদনের সারাংশ শিট

ক্র. নং	বিভাগের নাম	জেলার সংখ্যা	প্রকল্পের ধরন	মোট বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ (খাদ্যশস্য/নগদ টাকা)	উত্তোলিত (খাদ্যশস্য/নগদ টাকা)	ব্যয়িত (খাদ্যশস্য/নগদ টাকা)	সুফলভোগীর সংখ্যা	অগ্রগতির হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১.	ঢাকা	১৩ টি	উন্নয়ন	২১০১২	১৫২৯৬০৫৩৫৭.৬৫	১৫২৬১৬০৮৫৯.৬৬	১৫২৫৮৫২৪৫৭.৬৬	৩৮৮৭৮৭০	৯৯.৪৫%
			সোলার	১৬১১৩	১১৪৯৪১৪৩১৭.৪০	১১৪৫৯১৮২৩৭.৯৯	১১৪১৮৭৩৩৩৫.৩০	৩৩৯৪১৪৩	১০০%
২.	ময়মনসিংহ	০৪ টি	উন্নয়ন	৬৫৯১	৩৩৯২৩০৪৬০.০০	৩৩৮৮৩০৪৬০.০০	৩৩৮৮৩০৪৬০.০০	৪১৯৮৫২০	১০০%
			সোলার	৭৬৫০	৩৭৮২৫৩৭৪৩.৮০	৩৭৮২৫৩৭৪৩.৮০	৩৭৮২৫৩৭৪৩.৮০	২৭৮০২২	১০০%
৩.	চট্টগ্রাম	১১ টি	উন্নয়ন	১৬৫৭৭	১১৩৮১৬২৯৮২.০০	১১৩৭৯২৭৭৭৪.০০	১১৩৭৬৩৭০০০.০০	৬৩০০০৫৭	৯৯.৪৫%
			সোলার	১০৩৫৭	৯৯০৩০৬৩৫৪.৫	৯৮১৭৪৬২৪৭.৪০	৯৪৭৫১২৮৬৪.০০	৩৭৮৮১৭৬	১০০%
৪.	খুলনা	১০ টি	উন্নয়ন	১৩৭৯০	৯৭৭৮২৭৪৫৯.৫৫	৯৭৪৩৫০৮৩৩.৬৫০	৯৭৪৩০০৮৩৩.৬৫০	৬৯৩৩৮৪৯	৯৯.৫৯%
			সোলার	৯৯৩১	৬৪২৩১৫৫৯১.০৩	৬০৫৬৩১৭১৭.২৬	৫৯৪৫০৫১৪৮.০০	৫১৫৪৯৯৯	৯৩.৪৩%
৫.	রাজশাহী	০৮ টি	উন্নয়ন	১৮৩৪৫	১২৫৭০২২০৩০.৬৮	১২৫৭০২২০৩০.৬৮	১২৫২৯৯৪১৯২.৮১	৪০৮৯৩৬৯	৯৮%
			সোলার	৬৩২১	৭৬২৮৭৫০১৭.২৩	৭৬২৮৭৫০১৭.২৩	৭৫৯৪১৮৩১৮.০০	১৯৭২৮৬২	৯৮.৫০%
৬.	রংপুর	০৮ টি	উন্নয়ন	১০২২৬	৭৪২৯৬০৭৬৪.৭৫	৭৪২৯৬০৭৬৪.৭৫	৭০৩২৯৬৪৮৩.৩৬	২৩৯৯৫১৭	৯৭.৪৫%
			সোলার	৬৩২১	৬৩৬২৯৫২৮২.১১	৬৩৬২৯৫২৮২.১১	৫৯৮৫১২১৪৬.২৩	১৫২৯৬০৩	৯৮.৫০%
৭.	বরিশাল	০৬ টি	উন্নয়ন	৫৭৬৪	৪০০২৮২৩৪৩.৬০	৩৯৮৯০৩০৬৯.০০	৩৯৮৯০৩০৬৯.০০	১৫২৫৫২	৯৮.৭৫%
			সোলার	৬৬৮৫	৩৯২৬৯৪৯০৭.৮০	৩৯২৬৯৪৯০৭.৮০	৩৯২৬৯৪৯০৭.৮০	২৩৯৩৭৩	১০০%
৮.	সিলেট	০৪ টি	উন্নয়ন	৬০৭৯	৪০৫০১৪৬১৫.৮৩	৪০৪৮২৯৬১৫.৮৩	৪০৩৭৪৭৫৯০.৮৩	১৩৬৭৭৭৯	৯৯.২৮%
			সোলার	৩৫৭১	৩৪৫২৮৬৩৩৩.৬৪	৩৪৫২৮৬৩৩৩.৬৪	৩৪৫২৮৬৩৩৩.৬৪	৩৮৩৮৪৯	১০০%
সর্বমোট		৬৪ টি	উন্নয়ন	৯৮৩৮৪	৬৭৯০১০৬০১৪.০৬	৬৭৮০৯৮৫৪০৭.৫৭	৬৭৩৫৫৬২০৮৭.৩১	১৬৭৪১০২৭	৯৭.৫০%
			সোলার	৬৬৯৬১	৫২৯৭৪৪১৫৪৭.৫০	৫২৪৮৭০১৪৮৭.২০	৫১৫৮০৫৬৭৯৬.৭০	২৯৩২৯৫১৩	৯৮.৪৫%

২.১৭.২৩. জেলাওয়ারি গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ টিআর কর্মসূচি দ্বারা উন্নয়ন প্রকল্পরে প্রতিবেদনের সারাংশ শিট :

ক্র. নং	জেলারনাম	উন্নয়ন প্রকল্পের মোট বরাদ্দের পরিমাণ	বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িতটাকা	সুফলভোগী-রসংখ্যা	অগ্রগতি-রহার(%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১	ঢাকা	৩৪২৫২৩১২০.৯০	৩১৯০	৩৪২৫২৩১২০.৯০	৩৪২৫২৩১২০.৯০	০	৪৪৬৯৭০	১০০%
০২	গোপালগঞ্জ	৬৮৪৯০৮২৮.০৭	১১৮০	৬৮৪৯০৮২৮.০৭	৬৮৪৯০৮২৮.০৭	০	১০৯০৮২	১০০%
০৩	মুন্সীগঞ্জ	৫৫৩৪৫৮৯৬.২৫	৭১৭	৫৫৩৪৫৮৯৬.২৫	৫৫৩৪৫৮৯৬.২৫	০	০	১৭৭২৪০
০৪	নরসিংদী	৮৫২৫৯৭৮২.৭৮	১৪৩২	৮৫২৫৯৭৮২.৭৮	৮৫১৫৯৭৮২.৭৮	১০০০০০	৪৮০০২৬	৯৮.৮৮%
০৫	রাজবাড়ী	১২২০৪৯৮৭৭.৭৩	১৭০৭	১২২০৪৯৮৭৭.৭৩	১২২০৪৯৮৭৭.৭৩	০	২৯২৭২	১০০%
০৬	ফরিদপুর	৯৩২৩৯৬২৩.৩০	১২৯১	৯১৩৬৭৬৩৭.৯৫	৯১২৯২৪৩৭.৯৫	৭৫২০০	১০৫৫৭৯	৯৯.৮৩%
০৭	টাংগাইল	২০৬৩৭৮৬৪৫.১৮	২৮৭৯	২০৬৩৭৮৬৪৫.১৮	২০৬৩৭৮৬৪৫.১৮	০	৩৮৮৪৪১	১০০%
০৮	কিশোরগঞ্জ	১১১২৮০৪২৬.১৩	২০৩৩	১১১২৮০৪২৬.১৩	১১১২৮০৪২৬.১৩	০	২৬৫০০	১০০%

ক্র. নং	জেলারনাম	উন্নয়ন প্রকল্পের মোট বরাদ্দের পরিমাণ	বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িতটাকা	সুফলভোগী-রসংখ্যা	অগ্রগতি-রহার(%)
০৯	নারায়ণগঞ্জ	৮০৩৩৯৬৭৫.৯৬	৭৯৭	৮০৩৩৯৬৭৫.৯৬	৮০৩৩৯৬৭৫.৯৬	০	৯৬৪৮৫০	১০০%
১০	মানিকগঞ্জ	৭৯৮০৮৬৮৭.১৮	১৩২৩	৭৮৫৬৬৫৪৫.৫৬	৭৮৫৫১৫৪৫.৫৬	১৫০০০	২৬৪৬০০	৯৯.৮৮%
১১	শরিয়তপুর	৭১৭৩০২০০.৫৪	১০৮৮	৭১৭৩০২০০.৫৪	৭১৬১১৯৯৮.৫৪	১১৮২০২	১৭০৮১৬	৯৯.৮৭%
১২	মাদারীপুর	১৩২৯৮২৩৬৭.৯০	১৮৮৯	১৩২৬৫১৯৯৬.৮৮	১৩২৬৫১৯৯৬.৮৮	৩৩০৩৭১.০২	২১৮৭৩৪	১০০%
১৩	গাজীপুর	৮০১৭৬২২৫.৭৩	১৪৮৬	৮০১৭৬২২৫.৭৩	৮০১৭৬২২৫.৭৩	০	৬৮৩০০০	১০০%
১৪	ময়মনসিংহ	১৯১৮৬৩৩২০.৫৬	২৬৭৩	১৯১৮৬৩৩২০.৫৬	১৯১৮৬৩৩২০.৫৬	০	২৩৮৫০২	১০০%
১৫	নেত্রকোনা	৯৭৪৫৫৫৯১.৭১	১৩৯১	৯৭০৫৫৫৯১.৭১	৯৭০৫৫৫৯১.৭১	৪০০০০০	১৭২৭৭৯	৯৯.৭৭%
১৬	শেরপুর	৩৬৫৫৮৯৫৪.৪২	৪৩৫	৩৬৫৫৮৯৫৪.৪২	৩৬৫৫৮৯৫৪.৪২	০	১১০৫৭০	১০০%
১৭	জামালপুর	১৩৩৫২৫৯৩.৩১	২০৯২	১৩৩৫২৫৯৩.৩১	১৩৩৫২৫৯৩.৩১	০	৩৬৭৬৬৬৯	৯৮.৮৮%
১৮	রাজশাহী	১২৫৭১৬২৭৫.৮৬	২৮৩১	১২৫৭১৬২৭৫.৮৬	১২৫৭১৬২৭৫.৮৬	০	৭২১৩১২	১০০%
১৯	নওগাঁ	২৩২৫৮২৫৫২.৫৩	১৬৫০	২৩২৫৮২৫৫২.৫৩	২৩২৫৮২৫৫২.৫৩	০	৬৮৩৮৭২	১০০%
২০	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫৬৮২১৭৬৫.৯৮	৬৩৬	৫৬১৪৫৬৩২.৯৮	৫৬১৪৫৬৩২.৯৮	৬৭৬১৩৩.০০	১৯০৪৬৯	৯৯.৮১%
২১	নাটোর	৮১৪৫২০৯৪.৯৪	১৫৮	৮১৪৫২০৯৪.৯৪	৮১৪৫২০৯৪.৯৪	০	৮৬৫১০	১০০%
২২	বগুড়া	১৬২৩০৪২৪১.৩২	২৩৮১	১৬২৩০৪২৪১.৩২	১৬২৩০৪২৪১.৩২	০	৩৮৭০০০	১০০%
২৩	সিরাজগঞ্জ	৩৫২৭৮৫৫৭৫.৬৬	৮৩২২	৩৫২৭৮৫৫৭৫.৬৬	৩৫২৭৮৫৫৭৫.৬৬	০	২৮৭৫৬	১০০%
২৪	পাবনা	১১৯২০০০৫০.১৬	১৫৬৩	১১৯২১১৭১২.৯৭	১১৯২১১৭১২.৯৭	৪০২৭৮৭৭.১৯	৮৩৪৮৩০	১০০%
২৫	জয়পুরহাট	৪৬১৫৯৪৭৪.২৬	৮০৪	৪৬১৫৯৪৭৪.২৬	৪৬১৫৯৪৭৪.২৬	০	১১৫৬২০	১০০%
২৬	রংপুর	১২১৯৯৮১৮৬.৮২	২০২২	১২১৭৯৭৫৪৬.৮২	১২১৭৯৭৫৪৬.৮২	২০০৬৪০.০০	১০৮৬৫০০	৯৯.৯০%
২৭	দিনাজপুর	১২২৬২৭৩২১.৭০	২০৬১	১২২৬২৭৩২১.৭০	১২২৬২৭৩২১.৭০	০	৩৭৪৫০০	১০০%
২৮	নীলফামারী	৮৫০৪৯৩২৪.৭৪	৩০৮	৮৫০৪৯৩২৪.৭৪	৮৫০৪৯৩২৪.৭৪	০	৭৫৯৩৭	১০০%
২৯	কুড়িগ্রাম	১৪১৪১৫৫৭৬.২৬	১২১৫	১৪১৪১৫৫৭৬.২৬	১৪১৪১৫৫৭৬.২৬	০	৩৭৫৪৬৪	১০০%
৩০	লালমনিরহাট	৫৫৪৭৪২৮৮.১৯	৮৮৪	৫৫৪৭৪২৮৮.১৯	৫৫৪৭৪২৮৮.১৯	০	২৩৯৮৪৫	১০০%
৩১	গাইবান্ধা	১১৯৬৬৩৬৯১.০৯	১৮৩১	১১৯৬৬৩৬৯১.০৯	১১৯২৩২১৯১.০৯	৪৩১৫০০.০০	০	৯৯.৮২%
৩২	পঞ্চগড়	৩৯০৩২১৪০.৬৪	৭৭১	৩৯০৩২১৪০.৬৪	৩৯০৩২১৪০.৬৪	৩৯০৩২১৪০.৬৪	৭৭১	১০০%
৩৩	ঠাকুরগাঁও	৫৭৭০০২৩৫.৩১	১১৩৪	৫৭৭০০২৩৫.৩১	৫৭৭০০২৩৫.৩১	০	২৩৪৭০০	১০০%
৩৪	চট্টগ্রাম	২৫০৩০৮৩২৮.০৬	৩৪৪৯	২৫০৩০৮৩২৮.০৬	২৫০৩০৮৩২৮.০৬	০	১৪৭৯৮০০	১০০%
৩৫	কক্সবাজার	৮১৪৩৬৪৪৫.০০	১১১৪	৮১৪৩৬৪৪৫.০০	৮১৪৩৬৪৪৫.০০	০	৩০৮১৪৩	১০০%
৩৬	রাংগামাটি	৪৯৪০০৪৫৭.৩০	৫২৪	৪৯৪০০৪৫৭.৩০	৪৯৪০০৪৫৭.৩০	০	৩১৪১২৬	১০০%
৩৭	খাগড়াছড়ি	৩৯৪৪৪৯৯৯.২৪	৫০৫	৩৯৪৪৪৯৯৯.২৪	৩৯৪৪৪৯৯৯.২৪	০	৯৮৬১২	১০০%
৩৮	বান্দরবান	৪৫০৯৩৭৪৮.১০	৪২৮	৪৫০৯৩৭৪৮.১০	৪৫০৯৩৭৪৮.১০	০	১৫৬৩৬৬	১০০%
৩৯	কুমিল্লা	২০১২৬৮১৬৭.১০	৩৮৭২	২০১২৬৮১৬৭.১০	২০০৯৭৭৩৯৩.৫০	২৯০৭৭৩.৬০	৯৩৫৫০০	৯৯.৪৫%
৪০	চাঁদপুর	১৪২১৪২৯০১.৯৮	২১৬৪	১৪১৯০৭৬৯৩.৯১	১৪১৯০৭৬৯৩.৯১	০	১১৫০১৭৫	৯৯.৮৬%
৪১	বি-বাড়ীয়া	৪৩৫৯০৮৯.৪৬	৭৬	৪৩৫৯০৮৯.৪৬	৪৩৫৯০৮৯.৪৬	০	২১৬৫০	১০০%
৪২	নোয়াখালী	১৯১০০০৮৮৬.১০	২৬৪২	১৯১০০০৮৮৬.১০	১৯১০০০৮৮৬.১০	০	৭৩৪৬২০	১০০%
৪৩	লক্ষ্মীপুর	৭৬৮৫০৩৪৯.৬২	১০০৩	৭৬৮৫০৩৪৯.৬২	৭৬৮৫০৩৪৯.৬২	০	৭৬১৩০৪	১০০%
৪৪	ফেনী	৫৬৮৫৭৬০৯.৮১	৮০০	৫৬৮৫৭৬০৯.৮১	৫৬৮৫৭৬০৯.৮১	০	৩৩৯৭৬০	১০০%
৪৫	খুলনা	৯৬০৫৩৮১৯.১২	১৮৮৭	৯৫৮১৪০২২.৪৪	৯৫৮১৪০২২.৪৪	২৪০০০০.০০	৩৯৩২০০০	১০০%
৪৬	বাগেরহাট	৯৮৫৯৪৮৩০.৮৯	১৫৮৯	৯৮৫৯৪৮৩০.৮৯	৯৮৫৪৪৮৩০.৮৯	৫০০০০.০০	৪২৩০৪৫	১০০%

ক্র. নং	জেলারনাম	উন্নয়ন প্রকল্পের মোট বরাদ্দের পরিমাণ	বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িতটাকা	সুফলভোগী-রসংখ্যা	অগ্রগতি-রহার(%)
৪৭	সাতক্ষীরা	৯১৭৭৪৪৬৮.৮০	১৫০২	৮৮৫৩৭৬৩৯.৫৮	৮৮৫৩৭৬৩৯.৫৮	৩২৩৬৮২৯	১৭৮০৩৬	৯৫.৮৯%
৪৮	যশোর	২৪৬৫১৩৭৩৩.৫৪	২০০৯	২৪৬৫১৩৭৩৩.৫৪	২৪৬৫১৩৭৩৩.৫৪	০	৭৫১০০	১০০%
৪৯	ঝিনাইদহ	১৪১১৮৯৩৫৩.৪২	১৮৭৪	১৪১১৮৯৩৫৩.৪২	১৪১১৮৯৩৫৩.৪২	০	১৪৭১০০০	১০০%
৫০	নড়াইল	১০৩২১০৫৮১.৪৭	১৩৩৭	১০৩২১০৫৮১.৪৭	১০৩২১০৫৮১.৪৭	০	১০৭৪৩৮	১০০%
৫১	মাগুরা	৪৫০৮২৪৩৫.৩৪	৯০৩	৪৫০৮২৪৩৫.৩৪	৪৫০৮২৪৩৫.৩৪	০	৮৫৫০	১০০%
৫২	চুয়াডাংগা	৪০৯৬৫৬১৭.৮১	৫৩০	৪০৯৬৫৬১৭.৮১	৪০৯৬৫৬১৭.৮১	০	২০৯৭৮০	১০০%
৫৩	কুষ্টিয়া	৫২৯৩১১৯৮.৫১	৬৫৪	৫২৯৩১১৯৮.৫১	৫২৯৩১১৯৮.৫১	০	২৫৮৯০০	১০০%
৫৪	মেহেরপুর	৬১৫১১৪২০.৬৫	১৫০৫	৬১৫১১৪২০.৬৫	৬১৫১১৪২০.৬৫	০	২৭০০০০	১০০%
৫৫	সিলেট	১১৬৮৩৪৪২১.৫৯	১৯৪২	১১৬৮৩৪৪২১.৫৯	১১৬৮৩৪৪২১.৫৯	০	৫৫০৩২৫	১০০%
৫৬	মৌলভীবাজার	১১৭০২৩১৭৫.৩৮	১৬১৮	১১৭০২৩১৭৫.৩৮	১১৭০২৩১৭৫.৩৮	০	২৫৮৯০০	৯৯.১২%
৫৭	হবিগঞ্জ	৭৫৮১৮৬৭৬.০০	১২৯১	৭৫৬৩৩৬৭৬.০০	৭৪৬৮৬৬৫১.০০	১১৩২০২৫.০০	২৭১৮৫৪	৯৮.৫০%
৫৮	সুনামগঞ্জ	৯৫৩৩৮৩৪২.৮৬	১২২৮	৯৫৩৩৮৩৪২.৮৬	৯৫২০৩৩৪২.৮৬	১৩৫০০০.০০	২৮৬৭০০	৯৯.৫০%
৫৯	বরিশাল	৩৫১৫১৯০.৫২	৬৭	৩৫১৫১৯০.৫২	৩৫১৫১৯০.৫২	০	৪২১৫	১০০%
৬০	ঝালকাঠি	৪৪৪১০৬১০.৬২	৭৯৯	৪৪৪১০৬১০.৬২	৪৪৪১০৬১০.৬২	১৩৫০০০.৬৬	৪০৫৮৯	৯৮.৭৫%
৬১	ভোলা	১৫৯২০৪২২৩.৩২	১৭১৯	১৫৯২০৪২২৩.৩২	১৫৯২০৪২২৩.৩২	০	৫,৬৭,৭০২	১০০%
৬২	পিরোজপুর	৭০৭৫৭৫৪১.৭৩	১৪২৩	৭০২২২৪৭৫.৭৩	৭০২২২৪৭৫.৭৫	৫৩৫০৬৬.০০	১৫০৫৯	৯৯.৯০%
৬৩	পটুয়াখালী	৭৯৮৪২৫২২.২৩	১০৭৩	৭৮৯৯৮৩১৩.৬১	৭৮৯৯৮৩১৩.৬১	০	৩৯৪৯৮	৯৮.৮০%
৬৪	বরগুনা	৪,২৫৫২২৫৫.১৭৯	৬৮৩	৪,২৫৫২২৫৫.১৭৯	৪,২৫৫২২৫৫.১৭৯	০	৫৩১৯১	১০০%
	সর্বমোট	৬৭১০১০৬০১৩.৮৬	৯৮৩৮৪	৬৭০০১২০২৯৭.০৯	৬৬৯৭৯৫৭৫৯৬.৫১	৫১১৬১৭১৮.১১	২৮২৭৬৭১২.০০	৯৮.৭৫%

জেলাওয়ারি গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসুচির বাস্তবায়িত সোলার প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সারাংশ শিট

ক্র. নং	জেলার নাম	সোলার প্রকল্পের মোট বরাদ্দের পরিমাণ	সোলার উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িত টাকা	সুফল ভোগীর সংখ্যা	অগ্রগতির হার(%)
০১	ঢাকা	২৩৯৬৯৭৫৬৮.১২	২৩২৭	২৩৯৬৯৭৫৬৮.১২	২৩৯৬৯৭৫৬৮.১২	০	৪৭৪৭৯২	১০০%
০২	গোপালগঞ্জ	৫৮০৭৯৭৯৯.১৭	৮৪৬	৫৮০৭৯৭৯৯.১৭	৫৮০৭৯৭৯৯.১৭	০	৯৫৪৭৫	১০০%
০৩	মুন্সীগঞ্জ	৫৫০২৩০২৭.৭১	১৩৪৮	৫৫০২৩০২৭.৭১	৫৫০২৩০২৭.৭১	০	১৭৬০০০	১০০%
০৪	নরসিংদী	৭৮৩৮৭৩৯৩.৯৭	১৩৯৭	৭৮৩৮৭৩৯৩.৯৭	৭৬৬৩২৫৩৯.০০	১৭৫৪৮০০	৪০২৪৯৭	১০০%
০৫	রাজবাড়ী	৪৬৪৭২০৪৫.৩৮	১০৩১	৪৪৮৬৮৫১০.০০	৪২৫৭৮৫০৭.২৮	১০০২৫.২২	২২২০৬	১০০%
০৬	ফরিদপুর	৯৬২০৩৬৮৩.২৭	৯৪২	৯৪৩৬৯১৮৩.২৪	৯৪৩৬৯১৩৮.২৪	০	৯৩৭০৬	১০০%
০৭	টাংগাইল	১৪৩২৫৩৫৪২.১৯	১০৭০	১৪৩২৫৩৫৪২.১৯	১৪৩২৫৩৫৪২.১৯	০	৮২৪৩৬	১০০%
০৮	কিশোরগঞ্জ	৯৮৮৬৬৫৭৫.৭১	১৯৮১	৯৮৮৬৬৫৭৫.৭১	৯৮৮৬৬৫৭৫.৭১	০	১৩৯০০	১০০%
০৯	নারায়ণগঞ্জ	৭৫১৯৬০২৩.৪১	৮২০	৭৫১৯৬০২৩.৪১	৭৫১৯৬০২৩.৪১	০	৮৫৮৩৬৮	১০০%
১০	মানিকগঞ্জ	৪৮৮৪১৬৯৬.১৭	১১১৮	৪৮৭৮৩৬৫২.১৭	৪৮৭৮৩৬৫২.১৭	০	২২১২৮০	১০০%
১১	শরিয়তপুর	৭২২৩৫৭২০.৩৩	৯১১	৭২২৩৫৭২০.৩৩	৭২২৩৫৭২০.৩৩	০	৮৭৬৭০	১০০%
১২	মাদারীপুর	৬৭৯৯৩১০৪.৭৫	১০৩১	৬৭৯৯৩১০৪.৭৫	৬৭৯৯৩১০৪.৭৫	০	২১৭২১৩	১০০%
১৩	গাজীপুর	৬৯১৬৪১৩৭.২২	১২৯১	৬৯১৬৪১৩৭.২২	৬৯১৬৪১৩৭.২২	০	৬৪৮৬০০	১০০%
১৪	ময়মনসিংহ	১৫২০২৬০৮৩.৮৩	৬০৫৪	১৫২০২৬০৮৩.৮৩	১৫২০২৬০৮৩.৮৩	০	৪৫০১০	১০০%

ক্র. নং	জেলার নাম	সোলার প্রকল্পের মোট বরাদ্দের পরিমাণ	সোলার উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িত টাকা	সুফল ভোগীর সংখ্যা	অগ্রগতির হার(%)
১৫	নেত্রকোনা	৯২৭৫৪২২৩.০৮	৫৩৫	৯২৭৫৪২২৩.০৮	৯২৭৫৪২২৩.০৮	০	৪২০১০	১০০%
১৬	শেরপুর	৩৭৫৮৪৩৮১.৭৬	২১৭	৩৭৫৮৪৩৮১.৭৬	৩৭৫৮৪৩৮১.৭৬	০	৩৬৯১১	১০০%
১৭	জামালপুর	৯৫৮৮৯০৫৫.১৩	৮৪৪	৯৫৮৮৯০৫৫.১৩	৯৫৮৮৯০৫৫.১৩	০	১৫৪০৯১	১০০%
১৮	রাজশাহী	১৮৫০১৫৫৩৪.৯৫	১১৫৫	১৮৫০১৫৫৩৪.৯৫	১৮৫০১৫৫৩৪.৯৫	০	৩২৬০৭৯	১০০%
১৯	নওগাঁ	৯৫০৪৯৫৪১.৭৪	১০০৫	৯৫০৪৯৫৪১.৭৪	৯৫০৪৯৫৪১.৭৪	০	৮১৮৮০১	১০০%
২০	চাপাইনবাবগঞ্জ	৫৪৩০৫০২১.৩৪	৪৪৫	৫৪২৯৩৩২১.৩৪	৫০৮৩৬৬২২.১২	৩৪৫৬৬৯৯.২২	১৪১৫৩৫	৯৯.৯৭%
২১	নাটোর	৭১৩৭৮১৮০.২৪	৩৬০	৬৯৫২৫৮৭৪.১৩	৬৯৫২৫৮৭৪.১৩	০	১১৫৩৮৫	১০০%
২২	বগুড়া	১১২৮৯৮৯৪৩.০১	৮৬৪	১১২৮৯৮৯৪৩.০১	১১২৮৯৮৯৪৩.০১	০	৮৬৪০	১০০%
২৩	সিরাজগঞ্জ	১১৪১৬৭৯৮৬.৮৫	১৬১৯	১১৪১৬৭৯৮৬.৮৫	১১৪১৬৭৯৮৬.৮৫	০	২৪৩৪২	১০০%
২৪	পাবনা	৯০৮৫২৮৪৯.৪৩	৫২২	৯০৮৫২৮৪৯.৪৩	৯০৮৫২৮৪৯.৪৩	০	৪৪০০১৫	১০০%
২৫	জয়পুরহাট	৩৯২০৬৯৫৯.৬৭	৩৫১	৩৯২০৬৯৫৯.৬৭	৩৯২০৬৯৫৯.৬৭	০	৯৮০৬৫	১০০%
২৬	রংপুর	১০৯০০৪৫৭৮.১৭	১০৭১	১০৯০০৪৫৭৮.১৭	১০৯০০৪৫৭৮.১৭	০	৯৩৪৫০০	১০০%
২৭	দিনাজপুর	১১৭৪৪৬৬৬৪.০৩	১৫৫৮	১১৭৪৪৬৬৬৪.০৩	১১৭৪৪৬৬৬৪.০৩	০	১৯৯০০০	১০০%
২৮	নীলফামারী	৭১০৯৯৪৬৯.১৯	৭৩১	৭১০৯৯৪৬৯.১৯	৭১০৯৯৪৬৯.১৯	০	৫৩৪৯৫	১০০%
২৯	কুড়িগ্রাম	৯৮৯৬৮৬৭৬.৬৭	১২২১	৯৮৯৬৮৬৭৬.৬৭	৯৮৯৬৮৬৭৬.৬৭	০	০	১০০%
৩০	লালমনিরহাট	৫৩৯০৫৬৫৬.১১	৬৭২	৫৩৯০৫৬৫৬.১১	৫৩৯০৫৬৫৬.১১	০	৪৯১৪২	১০০%
৩১	গাইবান্ধা	৯২৬৯৩০৫৯.৪৫	৬৯১	৯২৬৯৩০৫৯.৪৫	৯২৬৯৩০৫৯.৪৫	০	০	১০০%
৩২	পঞ্চগড়	৩৭৭৮৩১৩৫.৮৮	৩০০	৩৭৭৮৩১৩৫.৮৮	৩৭৭৮৩১৩৫.৮৮	৩৭৭৮৩১৩৫.৮৮	৪৮৭৪৭	১০০%
৩৩	ঠাকুরগাঁও	৫৫৩৯৪০৪২.৬১	১৮৪৮	৫৫৩৯৪০৪২.৬১	৫৫৩৯৪০৪২.৬১	০	৬৯৩৮৪	১০০%
৩৪	চট্টগ্রাম	২২৫২৮৭০৬৬.২২	২৪৬৪	২১৬৭২৯৫৩৯.৪	১৮২৪৯৬১৫৫.২২	৩৪২৩৩৩৮৩.৮২	১০৯০৪০০	৮২%
৩৫	কক্সবাজার	৮০৪৬৬২৭৫.০০	৭০৩	৮০৪৬৬২৭৫.০০	৮০৪৬৬২৭৫.০০	০	২৭০৪৭৮	১০০%
৩৬	রাংগামাটি	১০৭৯৯৫৩৬২.১৫	৩৬৯	১০৭৯৯৫৩৬২.১৫	১০৭৯৯৫৩৬২.১৫	০	৪১৫৭০	১০০%
৩৭	খাগড়াছড়ি	৩৮২৫০৮৪২.১১	৩৩৪	৩৮২৫০৮৪২.১১	৩৮২৫০৮৪২.১১	০	৯৫৬২৭	১০০%
৩৮	বান্দরবান	৪৪৬৫৬৫৯৪.৭৯	২০৭	৪৪৬৫৬৫৯৪.৭৯	৪৪৬৫৬৫৯৪.৭৯	০	৮০৫৮৩	১০০%
৩৯	কুমিল্লা	১৮১০১২৯২৫.৮০	২৬৩৬	১৮১০১২৯২৫.৮০	১৮১০১২৯২৫.৮০	০	৮৮১৫০০	১০০%
৪০	চাঁদপুর	৯৯৬৩৭৮৯২.১৬	১২৩৫	৯৯৬৩৭৮৯২.১৬	৯৯৬৩৭৮৯২.১৬	০	৫৯৮৯৫৭	১০০%
৪১	বি-বাড়ীয়া	৪২৭১৯০৭.৬৯	৯৬	৪২৭১৯০৭.৬৯	৪২৭১৯০৭.৬৯	০	১৭২০০	১০০%
৪২	নোয়াখালী	৮৭৯১১৪৫৪.৭৭	৮৮৪	৮৭৯১১৪৫৪.৭৭	৮৭৯১১৪৫৪.৭৭	০	৩৩৮১২২	১০০%
৪৩	লক্ষ্মীপুর	৬৩৮৬১৩১১.১৩	৬৯০	৬৩৮৬১৩১১.১৩	৬৩৮৬১৩১১.১৩	০	২৬৮৯২	১০০%
৪৪	ফেনী	৫৬৯৫৪৭২২.৭৩	৭৩৯	৫৬৯৫৪৭২২.৭৩	৫৬৯৫৪৭২২.৭৩	০	৩৪৬৮৪৭	১০০%
৪৫	খুলনা	৯৯৬১০৭৪৮.২৮	১৩৯০	৯৯৬১০৭৪৮.২৮	৯৯৬১০৭৪৮.২৮	০	২৮৬৭০০০	১০০%
৪৬	বাগেরহাট	৮৭২৬৭৭৫৩.২৫	৮২৯	৮৭২৬৭৭৫৩.২৫	৮৭২৬৭৭৫৩.২৫	০	৩,৩৭,৭৫০	১০০%
৪৭	সাতক্ষীরা	৮৫৮৯৭৮৫০.৬৭	১৭৭৯	৮৫৮৯৮৭৫০.৬৭	৭৪৭৭১২৮১.৪১	১১১২৬৫৬৯.২৬	৮৯০১৬	৮৫.৭৮%
৪৮	যশোর	৮৩৩৮৯৯৭২.৩৫	৫৫৫	৮৩৩৮৯৯৭২.৩৫	৮৩৩৮৯৯৭২.৩৫	০	১০২৪৮০	১০০%
৪৯	ঝিনাইদহ	৬৭৯৮৯০৫৬.৪০	৯৮০	৬৭৯৮৯০৫৬.৪০	৬৭৯৮৯০৫৬.৪০	০	১৩৫৮৬০০	১০০%
৫০	নড়াইল	৩৫৬৭৪৭৬০.৮৯	৮৯৫	৩৫৬৭৪৭৬০.৮৯	৩৫৬৭৪৭৬০.৮৯	০	৫৪২২৩	১০০%
৫১	মাগুরা	৪৪২৫১২৫৭.৪৮	২০৫৮	৪৪২৫১২৫৭.৪৮	৪৪২৫১২৫৭.৪৮	০	৯৭০০	১০০%
৫২	চুয়াডাংগা	৩৯৩৮৫৫১৪.৪৫	৫৬৩	৩৯৩৮৫৫১৪.৪৫	৩৯৩৮৫৫১৪.৪৫	০	২০১৭৮০	১০০%

ক্র. নং	জেলার নাম	সোলার প্রকল্পের মোট বরাদ্দের পরিমাণ	সোলার উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা	উত্তোলিত টাকা	ব্যয়িত টাকা	অব্যয়িত টাকা	সুফল ভোগীর সংখ্যা	অগ্রগতির হার(%)
৫৩	কুষ্টিয়া	৬৬৭০৭৭৪৭.৪৯	৫৩৯	৩০০২৩৮৭৩.৭৩	৩০০২৩৮৭৩.৭৩	৩৬৬৮৩৮৭৩.৭৭	১২২২০০	৪৮.৫০%
৫৪	মেহেরপুর	৩২১৪০৯২৯.৭৭	৩৪৩	৩২১৪০৯২৯.৭৭	৩২১৪০৯২৯.৭৭	০	৩৫০০০০	১০০%
৫৫	সিলেট	১০০৫৮২১৮৯.৫৪	৬৯৯	১০০৫৮২১৮৯.৫৪	১০০৫৮২১৮৯.৫৪	০	৩৫১১৩	১০০%
৫৬	মৌলভীবাজার	৭০২২৮৭৩১.৬২	৪৪৩	৭০২২৮৭৩১.৬২	৭০২২৮৭৩১.৬২	০	১২২২০০	১০০%
৫৭	হবিগঞ্জ	৮৩৮৩০৮০১.০০	১১৪৮	৮৩৮৩০৮০১.০০	৮৩৮৩০৮০১.০০	০	১০৩২৪০	১০০%
৫৮	সুনামগঞ্জ	৯০৬৪৪৬১১.৪৮	১২৮১	৯০৬৪৪৬১১.৪৮	৯০৬৪৪৬১১.৪৮	০	১২৩২৯৬	১০০%
৫৯	রিশাল	১০৯২১৫৩৯২.৩০	২৯৫১	১০৯২১৫৩৯২.৩০	১০৯২১৫৩৯২.৩০	০	৯২০০৮	১০০%
৬০	ঝালকাঠি	৩৭৭২৯৬০৯.৩৪	৩৫৩	৩৭৭২৯৬০৯.৩৪	৩৭৭২৯৬০৯.৩৪	০	১১৩১৫	১০০%
৬১	ভোলা	৭৪১৮৯৭৯৫.৬১	৬৬৮	৭৪১৮৯৭৯৫.৬১	৭৪১৮৯৭৯৫.৬১	০	৮৮৯৫৩	১০০%
৬২	পিরোজপুর	৬২৪১৩২৪৯.৮৬	৩২৬	৬২৪১৩২৪৯.৮৬	৬২৪১৩২৪৯.৮৬	০	১১৪৬৩	১০০%
৬৩	পটুয়াখালী	৬৭৩৮৮৮৬৯.১৩	২০৩৩	৬৭৩৮৮৮৬৯.১৩	৬৭৩৮৮৮৬৯.১৩	০	৩৩৬৯৪	১০০%
৬৪	বরগুনা	৪১৭৫৭৯৯১.৫৮	৩৫৪	৪১৭৫৭৯৯১.৫৮	৪১৭৫৭৯৯১.৫৮	০	১৯৪০	১০০%
	সর্বমোট	৫২৯৭৪৪১৫৪৭.৫৮	৬৮৭২০	৫২৪৬৮৪০৯৬১.৪৮	৫১৯৩৯৭৮৫০৬.১৩	১২৫০৪৮৪৮৭.১৭	১৬৫৬৫৬৯২	৯৮%

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিচালক (মূওপ) নীলফামারী জেলার নীলফামারীসদর পৌরসভায় অবস্থিত ডাকবাংলা জামে মসজিদের সোলার প্যানেল স্থাপনপরিদর্শন করছেন।

মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ

৩.০ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় গৃহীত প্রকল্পসমুহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রাম অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সেচ উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান, পুকুর খনন/পুন:খননের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান এবং শিক্ষা, ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। তাছাড়া পল্লী অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক বেকার লোকদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখা, খাদ্য দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখাও এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলী সামনে রেখে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির আওতায় যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে কিনা, বাস্তবায়নে কোন সমস্যা হলে তা চিহ্নিত করা এবং সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া, বরাদ্দকৃত সম্পদ সঠিক ভাবে ব্যবহার হচ্ছে কিনা, তা পরিবীক্ষণ করা এবং কর্মসূচির গুণগতমান নিরুপণ করা, কর্মসূচির সাফল্য, ব্যর্থতা এবং ভবিষ্যতে অনুসরণীয় দিক নির্দেশনা তুলে ধরাই মুল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগের মূল উদ্দেশ্য।

৩.১. প্রাক জরিপ যাচাই

উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা ভিত্তিক বরাদ্দ প্রাপ্তির পর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে প্রণীত ও জারিকৃত গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির পরিপত্র মোতাবেক প্রকল্প ছক প্রণয়নপূর্বক প্রকল্প ভিত্তিক বরাদ্দ নির্ধারণপূর্বক উহা অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলায় প্রেরণ করে থাকেন। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয় প্রকল্পসমুহ সঠিকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা তা যাচাই/বাছাই করে থাকে এবং জেলা কর্ণধার কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের পর প্রকল্প ভিত্তিক বরাদ্দপত্র জেলা কার্যালয় হতে জারী করা হয়। প্রকল্প প্রণয়ন কালে উপজেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্পের প্রাক জরিপ গ্রহণ করা হয়। গৃহীত প্রাক-জরিপে প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পূর্বেও প্রকল্প সঠিকভাবে প্রহণ বা প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, বাস্তবায়নের পূর্ব অবস্থা, পার্শ্ব ভরাট এবং গর্ত ভরাট ইত্যাদি কি পরিমাণ প্রয়োজন তা ঠিক আছে কিনা উহা পরীক্ষা করা হয়। উপজেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের প্রাক জরিপ সঠিকতা এবং প্রকল্প প্রণয়ন যথাযথভাবে হয়েছে কিনা ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য অধিদপ্তরের মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ হতে প্রাক জরিপ যাচাইয়ের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

৩.২ পরিবীক্ষণ

মাঠ পর্যায়ে কাজ চলাকালীন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ বাস্তবায়নের মান যাচাই করা, পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমস্যা সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা প্রকল্প পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য। প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য পরিবীক্ষণ কার্যক্রম অপরিহার্য। প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময় পরিবীক্ষণকালীন পরিলক্ষিত ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত করে উহা সমাধান কালে পরিপত্র মোতাবেক সহায়তা প্রদান এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বাস্তবায়নের মান ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তা নি:সন্দেহে সহায়ক ভুমিকা রাখে। এজন্য অত্র অধিদপ্তরের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

৩.৩ কর্মোত্তরজরিপ যাচাই

কর্মসূচির পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিনা, বরাদ্দকৃত সম্পদ দ্বারা মাটির কাজ এবং অন্যান্য আনুষংগিক কাজ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য কর্মোত্তর জরিপ করা হয়ে থাকে। প্রথমত প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কর্মোত্তর জরিপ গ্রহণক্রমে ব্যয়িত খাদ্যশস্য সমন্বয় করেন, অর্থাৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা কর্মোত্তর জরিপে যে পরিমাণ মাটির কাজ এবং অন্যান্য আনুষংগিক কাজের হিসাব পান ঠিক সে পরিমাণ খাদ্যশস্যই প্রকল্পের অনুকুলে সর্বশেষ কিস্তিতে ছাড় করেন। কাজেই ১০০% সম্পাদিত

প্রকল্পের কোন খাদ্যশস্য/অর্থ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট অব্যয়িত থাকার অবকাশ নেই। যে সমস্ত প্রকল্পের আংশিক কাজ সম্পাদন করা হয়ে থাকে সে সকল প্রকল্পের কর্মোত্তর জরিপ গ্রহণ করে যে পরিমাণ কাজ পাওয়া যায় সে অনুযায়ী খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ উত্তোলন করা হয়ে থাকে। তবুও যদি কোন প্রকল্পের খাদ্যশস্য/নগদ অর্থ অব্যয়িত থাকে পরিপত্র অনুযায়ী অব্যয়িত সম্পদের মূল্য আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সঠিকভাবে প্রকল্পের সম্পদ সমন্বয় করেছেন কিনা, কাজ যথাযথভাবে বুঝে নিয়েছেন কিনা তা যাচাই করার জন্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং জেলা পর্যায়ের সকল জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সকল প্রকল্পের কর্মোত্তর জরিপ যাচাই করা হয়।

ক. প্রকল্পের বরাদ্দকৃত ও ব্যয়িত সম্পদ দ্বারা সম্পাদিত কাজ সঠিক আছে কিনা তা যাচাই করা;

খ. প্রকল্পের ডিজাইন মোতাবেক বাস্তবায়ন কাজ সম্পাদন করা হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা;

গ. প্রকল্পের বরাদ্দকৃত সম্পদ কোন ধরনের অপচয়/আত্মসাৎ হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা;

ঘ. প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ পরিপত্রের বর্ণিত নিয়মসমূহ লঙ্ঘন করা হয়েছে কিনা তা পরিবীক্ষণ করা;

ঙ. পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে প্রকল্পের গতিপথ পরিবর্তন করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা;

চ. কোনরূপ ত্রুটি পাওয়া গেলে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা এবং আত্মসাৎ/অপচয়কৃত সম্পদের মূল্য আদায় ও অনিয়মের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা।

৩.৪ অব্যয়িত খাদ্যশস্য/টাকার মূল্য আদায়

২০১৭-১৮ অর্থ বছরের অব্যয়িত খাদ্যশস্য মূল্য বাবদ ১,৮১,৫৪,৪১০.৪৬ (এক কোটি একাশি লক্ষ চুয়ান্ন হাজার চারশত দশ টাকা ছেচল্লিশ পয়সা) টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উপ পরিচালক (উপসচিব) জনাব ড. মো: হাবিব উল্লাহ বাহার পটুয়াখালী সদর উপজেলার কাবিখা রাস্তা পরিদর্শন করছেন।

লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলার বরবাড়ি ইউনিয়নের ছোট বাসুরিয়া গুচ্ছগ্রামে সোলার প্যানেল স্থাপন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিচালক (মূওপ) জনাব মোহাম্মদ আনিছুর রহমান দিনাজপুরের বিরল উপজেলার ফরাক্কা ইউনিয়নে তেঘোরা রাস্তায় সোলার স্ট্রীটলাইট স্থাপন কাজটি পরিদর্শন করেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিচালক (মৃওপ) জনাব মোহাম্মদ আনিছুর রহমান কর্তৃক সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার ইজিপিপি প্রকল্পের রাস্তার কাজ পরিদর্শন করছেন।

ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ) অনুবিভাগ

৪.১ ভিজিএফ অনুবিভাগের কার্যক্রম

(১) ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে ৬৪ টি জেলা এবং ৩১৩ টি পৌরসভায় ভিজিএফ খাদ্যশস্য বরাদ্দ;

(২) বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা মোতাবেক জেলা প্রশাসকগনের চাহিদার ভিত্তিতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ প্রদান;

(৩) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ন প্রকল্পের জন্য ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় খাদ্যশস্য বরাদ্দ;

(৪) মা-ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে এবং জাটকা ইলিশ আহরণে বিরত রাখার জন্য জেলে পরিবারদের জন্য ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় খাদ্যশস্য বরাদ্দ;

(৫) বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের পরিবহন ও আনুষঙ্গিক খরচের অর্থ বরাদ্দ প্রদান;

(৬) দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি এবং সাময়িক বেকারত্ব মোচন তহবিল কর্মসূচির বিতরণকৃত ঋণের টাকা আদায়ের হিসাব সংরক্ষণ।

৪.২ ভিজিএফ কার্যক্রম

দুর্যোগ একটি মানবিক সহায়তা কর্মসূচি, যার মাধ্যমে সরকার দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ঈদ-উল-ফিতর এবং ঈদ-উল-আযহার মত ধর্মীয় উৎসবের সময় খাদ্য বিতরণ করে থাকে। ভিজিএফ কর্মসূচিতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের মধ্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়।

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ

(১) দুঃস্থ ও গরীব জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(২) পীড়িত জনগণ এবং শিশুদের রোগ প্রতিরোধ করা;

(৩) খাদ্যশস্যেও বাজারমূল্য স্থিতিশীল রাখা;

(৪) মন্দার সময়ে কর্মহীন জনগণের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ করা;

(৫) উপকারভোগীদেরকে সাময়িক সাহায্যের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনে অবদান রাখা, বিশেষ করে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করা।

উপকারভোগী নির্বাচন পদ্ধতিঃ

(১) যার বসহভিটা ব্যতীত অন্য কোন জমি নাই এরুপ ভূমিহীন ব্যক্তি;

(২) দরিদ্র ও অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার, যারা সাধারণত দৈনিক ২ বেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে পারে না;

(৩) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/পরিবার, যারা তীব্র খাদ্য ও অর্থ সংকটাপন্ন;

(৪) ব্যক্তি/পরিবার যারা বেকারত্বের জন্য খাদ্য ব্যবস্থা করতে পারে না;

(৫) অতি দরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার, যারা বিশেষ পেশায় নিয়োজিত এবং যাদেরকে জনস্বার্থে তাদের পেশা থেকে নিবৃত রাখা প্রয়োজন;

(৬) প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশু, যারা অপুষ্টিতে ভুগছে।

২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় খাদ্যশস্য বরাদ্দের বিবরণ

ক্র. নং	উপলক্ষ্য	মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ও তারিখ	জেলার সংখ্যা	অধিদপ্তরের স্মারক নং ও তারিখ	কার্ড প্রতি খাদ্যশস্য বরাদ্দের পরিমাণ	মোট বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য মে.টন	মোট পরিবহণ (টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্য (পরিবার)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১।	পাহাড়ি ঢল ও অতিবৃষ্টির কারণে বন্যায়	২৫৪, তারিখঃ ১৬/০৮/১৭	০৬টি জেলা (আগস্ট/১৭-অক্টোবর/২০১৭) ৩ মাসের জন্য	৭৯,তাং-২১/০৮/১৬	৩০ কেজি	৩৪,২০০	৫৫,৪০,৪০০/-	৩,৮০,০০০
২।	পাহাড়িঢল ও অতিবৃষ্টির কারণে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত	৪৩০, তারিখঃ ২৬/০৯/১৭	সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায়	৮২, তাং-২৭/০৯/১৭	৫০ কেজি	১১.২৫০	-	১০০০
৩।	মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে মাছ ধরা থেকে বিরত থাকা জেলেদের	৪৫০, তারিখঃ ১১/১০/১৭	২৫টি জেলা (অক্টোবর/ ২০১৭) মাসের জন্য	৮৬, তাং-১১/১০/১৭	২০ কেজি	৭,৬৮৯.২৪০	-	৩,৮৪,৪৬২
৪।	পাহাড়ি ঢল ও অতিবৃষ্টির কারণে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত	৮৬১, তারিখঃ ২৩/১০/১৭	০৬টিজেলা (নভেম্বর/ ১৭-জানুয়ারি/ ২০১৮) ৩ মাসের জন্য	৯৫,তাং-২৫/১০/১৭	৩০ কেজি	৩৪,২০০	-	৩,৮০,০০০
৫।	পাহাড়িঢল ও অতিবৃষ্টির কারণে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত	৫৬২, তারিখঃ ৩১/১২/১৭	০৬টিজেলা (ফেব্রুয়ারি/ ১৮-এপ্রিল/২০১৮) ৩ মাসের জন্য	১১০,তাং-০২/০১/১৮	৩০ কেজি	৩৪,২০০	-	৩,৮০,০০০
৬।	জাটকা	১০, তারিখঃ ১০/০১/১৮	১৭টি জেলা (ফেব্রুয়ারি- মে/ ২০১৮) ৪ মাসের জন্য	১১২, তাং-১১/০১/১৮	৪০ কেজি	৩৯৭৮৭.৮৪	-	২,৪৮,৬৭৪
৭।	উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় ভিজিএফ বরাদ্দ	৭০, তারিখ ১৪/০২/১৮	(ফেব্রুয়ারি-জুন) ৫ মাসের জন্য	১২০, ১৫/০২/১৮	২০ কেজি	২,০০০.০০	-	২০,০০০
৮।	পবিত্র রমজান ও ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে ভিজিএফ বরাদ্দ	১৪৮, তারিখঃ ০৮/০৫/১৮	৬৪টি জেলা, ৪৯১টি উপজেলা ও ৩২৮টি পৌরসভা	১৩৭, তাং-০৯/০৫/১৮	১০ কেজি	১,০০,১৫৩.৪৪০	-	১০০১৫৩৪৪
৯।	কাপ্তাই লেকে বরাদ্দ	১৫৭, তারিখঃ ১৩/০৫/১৮	১টিজেলা (রাঙ্গামাটি) (মে-জুন/ ২০১৮) ২ মাসের জন্য	১৩৯, তাং-২০/০৫/১৮	১০ কেজি	৩৮৯.৪৬০	-	১৯,৪৭৩
১০।	পবিত্র রমজান ও ঈদ-উল-ফিতর এর ভিজিএফ অতিরিক্ত বরাদ্দ	১৭৯, তারিখঃ ৩০/০৫/১৮	৪৭টি জেলা, ১৯৪টি উপজেলা	১৪২, তাং-৩১/০৫/১৮	১০ কেজি	১,০০,১৫৩.৪৪০	-	১০০১৫৩৪৪
	সর্বমোট=					২,৭৫,৪৯৯.০২০	৫৫,৪০,৪০০/-	১,৪১,১৫,৭৩২

* ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ৪.২০ (চার লক্ষ বিশ হাজার) মে. টন চাল (৪,২০,০০০-২,৭৫,৪৯৯.০২০) = ১,৪৪,৫০০.৯৮ মে. টন চাল অবশিষ্ট আছে।

* ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পরিবহণ খাতে বাজেট বরাদ্দ ১৪.০০ (চৌদ্দ) কোটি টাকা (১৪,০০,০০,০০০ - ৫৫,৪০,৪০০) = ১৩,৪৪,৮৯,৬০০ টাকা অবশিষ্ট আছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিচালক (ভিজিডি) জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমেদ কর্তৃক গাজীপুর জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার নাগড়ী ইউনিয়নে ভিজিএফ চাল বিতরণ করছেন।

ত্রাণ অনুবিভাগ

৫.১ ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ত্রাণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ দেশ। প্রতি বছর কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে থাকে। এদেশে বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন দুর্যোগ হয়ে থাকে। কালবৈশাখি ঝড়, ভূমিকম্প, ভবন ধস, পাহাড় ধ্বস, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, ভূমিকম্প, খরা, বন্যা, অগ্নিকান্ড, অতিবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ প্রতিনিয়ত সংঘটিত হয়। সংঘটিত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের পার্শ্বে উপস্থিত হয়ে খাদ্য সহায়তা প্রদান ও গৃহহারা মানুষের ঘরবাড়ি নির্মাণ ও পুর্ননির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দুর্যোগকালিন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময় এবং কৃষি ক্ষেত্রে কর্মহীন সময় (Lean period)এ জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে তাদের জীবন ও জীবিকা সংরক্ষণের জন্য সরকার এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বিভিন্ন প্রকার মানবিক সহায়তা দিয়ে থাকে। এ সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকার বিভিন্ন সময়ে আলাদা আলাদা পরিপত্র জারী করেছে। এই নির্দেশিকাটি বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত পরিপত্রসমূহের একটি সমন্বিত, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সংশোধিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ যা সরকারের জারীকৃত দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১০ বাStanding Order on Disaster (SOD) 2010 এর আদেশাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতি বছর জেলা পর্যায়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য জিআর চাল, জিআর ক্যাশ, গৃহ নির্মাণ বাবদ নগদ মঞ্জুরী, ঢেউটিন, কম্বল, শীতবস্ত্রসহ বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রীর বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং স্থানীয় প্রশাসন/ জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্তদের **মাঝে বিদ্যমান মানবিক সহায়তা কর্ম**সূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা' ২০১২-২০১৩ মোতাবেক বিতরণ করা হয়ে থাকে।

৫.২ মানবিক সহায়তার ধরন

এ নির্দেশিকায় মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে চলমান নিম্নলিখিত সহায়তাসমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে:

(ক) দুঃস্থদের খাদ্য সহায়তা (ভি.জি.এফ)
(খ) নগদ অর্থ সহায়তা (জি.আর.)
(গ) খাদ্যশস্য সহায়তা (জি.আর)
(ঘ) শীতবস্ত্র সহায়তা (জি.আর.)
(ঙ) ঢেউটিন সহায়তা (জি.আর)
(চ) গৃহ নির্মাণ বাবদ নগদ মঞ্জুরী সহায়তা (টাকা)

উল্লেখ্য, সরকার যদি প্রয়োজনের নিরিখে অন্য কোনরূপ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তার জন্য যদি পৃথক কোন নির্দেশমালা জারী করা না হয়, সেক্ষেত্রেও এ নির্দেশিকাই প্রযোজ্য হবে।

৫.৩ মানবিক সহায়তা কর্মসূচির প্রয়োগ এলাকা

নির্দেশিকায় অন্য কোনরূপ নির্দেশনা না থাকলে বাংলাদেশের সকল জেলা, সিটি করপোরেশন, উপজেলা, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড এলাকায় সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদনের জন্য এ নির্দেশিকা প্রযোজ্য হবে।

৫.৪ মানবিক সহায়তা কর্মসূচির বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটিসমূহ

এ নির্দেশিকায় উল্লিখিত জাতীয় পর্যায়, জেলা/উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পর্যায়ে মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটিসমূহ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে নির্দেশনায় বর্ণিত নিয়ম নীতি অনুসরণে কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে।

৫.৫ মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতাভূক্ত ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠান/জনগোষ্ঠী/সম্প্রদায়সমূহ

এ কর্মসূচির আওতায় সহায়তা প্রাপ্তির জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তি /পরিবার/প্রতিষ্ঠান/জনগোষ্ঠী/সম্প্রদায়সমূহ অন্তর্ভূক্ত হবে:

(ক) স্বাভাবিক অবস্থায় দুঃস্থ ও অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবারসমূহ;
(খ) দুর্যোগকালে ও দুর্যোগের অব্যবহিত পরে দুর্দশাগ্রস্ত ও অস্বচ্ছল ব্যক্তি/পরিবার/প্রতিষ্ঠানসমূহ;

(গ) সাময়িক খাদ্য সংকটে পতিত বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত দরিদ্র সম্প্রদায়;
(ঘ) অপুষ্টির ঝুঁকিতে থাকা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীবৃন্দ;
(ঙ) ধর্মীয় উৎসব পালনের জন্য বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আহার্য বিষয়াদি।

এছাড়াও প্রয়োজনের নিরিখে/বিশেষ বিবেচনায় সরকার সহায়তার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করে অন্য যে কোন ব্যক্তি/ পরিবার/ প্রতিষ্ঠান/ জনগোষ্ঠী/ সম্প্রদায়কে এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে।

৫.৬ দুঃস্থ ও অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার

নিম্নোক্ত শর্তাবলীর মধ্যে কমপক্ষে ৪টি শর্ত পূরণকারী ব্যক্তি/পরিবার এ মানবিক সহায়তা কর্মসূচিসমূহের আওতায় দুঃস্থ/ অতিদরিদ্র ব্যক্তি/পরিবার হিসেবে গণ্য হবে:

১. যে পরিবারের মালিকানায় কোন জমি নেই বা ভিটাবাড়ি ছাড়া কোন জমি নেই;
২. যে পরিবার দিনমজুরের আয়ের উপর নির্ভরশীল;
৩. যে পরিবার মহিলা শ্রমিকের আয় বা ভিক্ষাবৃত্তির উপর নির্ভরশীল;
৪. যে পরিবারে উপার্জনক্ষম পূর্ণবয়স্ক কোন পুরুষ সদস্য নেই এবং পরিবারটি অস্বচ্ছল;
৫. যে পরিবারে স্কুলগামী শিশুকে উপার্জনের জন্য কাজ করতে হয়;
৬. যে পরিবারে উপার্জনশীল কোন সম্পদ নেই;
৭. যে পরিবারের প্রধান স্বামী পরিত্যক্তা, বিচ্ছিন্ন বা তালাকপ্রাপ্তা মহিলা এবং পরিবারটি অস্বচ্ছল;
৮. যে পরিবারের প্রধান অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা;
৯. যে পরিবারের প্রধান অস্বচ্ছল ও অক্ষম প্রতিবন্ধী;
১০. যে পরিবার কোন ক্ষুদ্র ঋণ প্রাপ্ত হয়নি;
১১. যে পরিবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে চরম খাদ্য/অর্থ সংকটে পড়েছে;
১২. যে পরিবারের সদস্যরা বছরের অধিকাংশ সময় দুবেলা খাবার পায় না।

৫.৭ ক্রয় কার্যক্রম ও বরাদ্দ কার্যক্রম

ক) শুকনা ও অন্যান্য খাবার ক্রয়

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ক্রয়কৃত শুকনা ও অন্যান্য খাবারের ত্রাণ সামগ্রির বিবরণ :

ক্রমিক নং	বাজেট বরাদ্দ	লট নং	প্রকৃত ব্যয়	ক্রয়কৃত শুকনা খাবারের পরিমাণ (১০ আইটেমের প্যাকেট)	অগ্রগতি (%)
১.	১৫,০০,০০,০০০/-	১ম	১৪,৯৯,৯৯,৩৬৩/-	১,০০,৭৩৯ টি প্যাকেট	১০০%
২.	২৫,০০,০০,০০০/-	১ম ২য় ৩য়	২৪,৯৯,৯৯,৭৩৩/৮০	৫৭,৭১৪ টি প্যাকেট ৫৭,৭১৪ টি প্যাকেট ৫৭,৭১৪ টি প্যাকেট	১০০%
৩.	৩,৭৫,০০,০০০/-	১ম ২য় ৩য়	৩,৭৪,৯৭,৫৩২/৩২	৮, ৬৫৬ টি প্যাকেট ৮, ৬৫৬ টি প্যাকেট ৮, ৬৫৬ টি প্যাকেট	১০০%
সর্বমোট	৪৩,৭৫,০০,০০০/-		৪৩,৭৪,৯৬,৬২৯/১২	২,৯৯,৮৪৯ টি প্যাকেট	১০০%

খ) শুকনা ও অন্যান্য খাবার বিতরণ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ক্রয়কৃত শুকনা ও অন্যান্য খাবারের ত্রাণ সামগ্রীর জেলায় বরদ্দের বিবরণ :

ক্রমিক নং	জেলার নাম	শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দের পরিমাণ (প্যাকেট)
১.	চট্টগ্রাম	৪০০০
২.	রাঙ্গামাটি	১০০০
৩.	বান্দরবান	২৫০০
৪.	খাগড়াছড়ি	২৫০০
৫.	মৌলভীবাজার	৯০০০
৬.	সিলেট	৫০০০
৭.	লালমনিরহাট	১২০০০
৮.	কক্সবাজার	৬০০০
৯.	জামালপুর	১০০০০
১০.	কুড়িগ্রাম	১৮০০০
১১.	বগুড়া	১৬০০০
১২.	সিরাজগঞ্জ	৯০০০
১৩.	গাইবান্ধা	১৭০০০
১৪.	নীলফামারী	১৩০০০
১৫.	ফেনী	১,০০০
১৬.	কুমিল্লা	১,০০০
১৭.	ঢাকা	৫০০
১৮.	সুনামগঞ্জ	৭১৫২
১৯.	দিনাজপুর	১২০০০
২০.	ঠাকুরগাঁও	৭০০০
২১.	পঁঞ্চগড়	৯০০০
২২.	নওগাঁ	৬০০০
২৩.	মানিকগঞ্জ	৩০০০
২৪.	নেত্রকোনা	২১২০
২৫.	কিশোরগঞ্জ	২১১৯
২৬.	চাঁদপুর	১০০০
২৭.	গোপালগঞ্জ	১০০০
২৮.	চুয়াডাঙ্গা	৫০০০
২৯.	রাজশাহী	৫০০০
৩০.	নাটোর	৫০০০
৩১.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৫০০০
৩২.	পাবনা	৭০০০
৩৩.	রংপুর	৭০০০
৩৪.	জয়পুরহাট	৪০০০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দের পরিমাণ (প্যাকেট)
৩৫.	যশোর	৪০০০
৩৬.	ঝিনাইদহ	৪০০০
৩৭.	মেহেরপুর	৪০০০
৩৮.	কুষ্টিয়া	৪০০০
৩৯.	হবিগঞ্জ	২০০০
৪০.	পটুয়াখালী	২০০০
	সর্বমোট=	২,৩৫,৮৯১

গ) কম্বল ক্রয়

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ক্রয়কৃত কম্বলের বিবরণ :

ক্রমিক নং	অর্থ বছর	বাজেট বরাদ্দ(টাকায়)	লট নং	প্রকৃত ব্যয়	ক্রয়কৃত কম্বলের পরিমাণ	অগ্রগতি (%)
১.	২০১৭-২০১৮	৫০,০০,০০,০০০/-	১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম	৪৯,৪৯,৯৮,৩০১/-	১,৬০,৪৫৩পিস ১,৬১,২৩৭ পিস ১,৫৯,৯৩৫ পিস ১,৬০,৯৭৫ পিস ১,৬০,১৯৪ পিস	১০০%
২.	২০১৭-২০১৮	৭,৫০,০০,০০০/-	১ম ৩য় ৫ম	৪,৪৯,৯৮,৯৭৩/-	২৪,৩১১ পিস ২৪,২৩২ পিস ২৪,২৭১ পিস	৬০%
সর্বমোট =		৫৭,৫০,০০,০০০/-		৫৩,৯৯,৯৭,২৭৪/-	৮,৭৫,৬০৮ পিস	৮০%

ঘ) কম্বল বিতরণ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ক্রয়কৃত কম্বল ৬৪ জেলায় বরাদ্দের বিবরণ :

ক্র. নং	জেলার নাম	অধিদপ্তর কর্তৃক সাধারণ বরাদ্দের পরিমাণ	অধিদপ্তর কর্তৃক বিশেষ বরাদ্দের পরিমাণ	অধিদপ্তর হতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ	প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় হতে কম্বল বরাদ্দের পরিমাণ	অধিদপ্তর ও প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়সহ মোট বরাদ্দের পরিমাণ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে শাড়ি বরাদ্দের পরিমাণ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে লুঙ্গি বরাদ্দের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	ঢাকা	১০৮৭৩	১৫৯০০	২৬৭৭৩	২১৭৭৫	৪৮৫৪৮	০	০
২	ফরিদপুর	১১৩৬৩	৬৮০০	১৮১৬৩	২৮২৭৫	৪৬৪৩৮	০	০
৩	গাজীপুর	৫০৫৫	২৬০০	৭৬৫৫	১৩৯৭৫	২১৬৩০	০	০
৪	গোপালগঞ্জ	৮৪২৩	৭৫০০	১৫৯২৩	২৩৪০০	৩৯৩২৩	০	০

ক্র. নং	জেলার নাম	অধিদপ্তর কর্তৃক সাধারণ বরাদ্দের পরিমাণ	অধিদপ্তর কর্তৃক বিশেষ বরাদ্দের পরিমাণ	অধিদপ্তর হতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ	প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় হতে কম্বল বরাদ্দের পরিমাণ	অধিদপ্তর ও প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়সহ মোট বরাদ্দের পরিমাণ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে শাড়ি বরাদ্দের পরিমাণ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে লুঙ্গি বরাদ্দের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৫	জামালপুর	১৯০০১	৭১০০	২৬১০১	২৬৬০০	৫২৭০১	৪৭৫	৪৯০
৬	কিশোরগঞ্জ	১৪৮৬৭	৬৫৫০	২১৪১৭	৪০৬০০	৬২০১৭	০	০
৭	মাদারীপুর	৬৮৪৯	৬৫০০	১৩৩৪৯	২০৮০০	৩৪১৪৯	০	০
৮	মানিকগঞ্জ	৪৪১১	৮৫০০	১২৯১১	২১৭৭৫	৩৪৬৮৬	০	০
৯	ময়মনসিংহ	৩৪৪৪২	৯৯০০	৪৪৩৪২	৫৪৯৫০	৯৯২৯২	০	০
১০	মুন্সিগঞ্জ	৬৯৭৯	৬৫০০	১৩৪৭৯	২২৭৫০	৩৬২২৯	০	০
১১	নারায়ণগঞ্জ	৮৫৭৫	২১০০	১০৬৭৫	১৪৬২৫	২৫৩০০	০	০
১২	নরসিংদী	৮৮১৭	২৩০০	১১১১৭	২৫০২৫	৩৬১৪২	০	০
১৩	নেত্রকোনা	১৪৬৪০	৭৯৫০	২২৫৯০	৩১৮৫০	৫৪৪৪০	০	০
১৪	রাজবাড়ী	৭৬০৫	৭১৫০	১৪৭৫৫	১৪৬২৫	২৯৩৮০	০	০
১৫	শরিয়তপুর	১০৮৩০	৮৬০০	১৯৪৩০	২৩০৭৫	৪২৫০৫	০	০
১৬	শেরপুর	১০২৫৩	৭২০০	১৭৪৫৩	১৯৬০০	৩৭০৫৩	০	০
১৭	টাঙ্গাইল	১৭৯১৮	৭৫০০	২৫৪১৮	৪০৯৫০	৬৬৩৬৮	০	০
১৮	রাজশাহী	১৩৫৩৮	১৫৩৫০	২৮৮৮৮	৩২৬২৫	৬১৫১৩	০	০
১৯	সিরাজগঞ্জ	১৭৪২৫	৮০০০	২৫৪২৫	৩৩৩৭৫	৫৮৮০০	৫০০	৫০০
২০	পাবনা	১৩২৮১	১৪৫০০	২৭৭৮১	৩১১২৫	৫৮৯০৬	০	০
২১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৮০৮৪	১৪১৫০	২২২৩৪	১৮৩৭৫	৪০৬০৯	০	০
২২	নাটোর	১১৪৭৪	১৬৮০০	২৮২৭৪	২২৫০০	৫০৭৭৪	০	০
২৩	নওগাঁ	৯৫৭৮	১৫১০০	২৪৬৭৮	৩৮২৫০	৬২৯২৮	৫০০	৫০০
২৪	জয়পুরহাট	৫১১১	১৪০০০	১৯১১১	১৩৮৭৫	৩২৯৮৬	০	০
২৫	বগুড়া	১১৯৫১	১৪৮৫০	২৬৮০১	৪৫০০০	৭১৮০১	৫০০	৫০০
২৬	রংপুর	১৮৭১৪	১৬৮০০	৩৫৫১৪	৩০০০০	৬৫৫১৪	৫০০	৫০০
২৭	ঠাকুরগাঁও	৭১৭৭	১৪৭৫০	২১৯২৭	২১০০০	৪২৯২৭	৫০০	৫০০
২৮	পঞ্চগড়	৫৪৩৫	১৪৫৫০	১৯৯৮৫	১৭২৫০	৩৭২৩৫	৫০০	৫০০
২৯	নীলফামারী	১১৯৩৭	১৫২০০	২৭১৩৭	২৪০০০	৫১১৩৭	৫০০	৫০০
৩০	লালমনিরহাট	৮২৯৬	১৫৮০০	২৪০৯৬	১৭৬২৫	৪১৭২১	৫০০	৫০০
৩১	কুঁড়িগ্রাম	২২০৫৫	১৫২০০	৩৭২৫৫	২৮৫০০	৬৫৭৫৫	৫০০	৫০০
৩২	গাইবান্ধা	১৮২৪৫	১৫৪০০	৩৩৬৪৫	৩২২৫০	৬৫৮৯৫	৫০০	৫০০
৩৩	দিনাজপুর	২১৬৭০	১৪২০০	৩৫৮৭০	৪২০০০	৭৭৮৭০	৫০০	৫০০
৩৪	খুলনা	১০৯২০	৪২৫০	১৫১৭০	২৩০৭৫	৩৮২৪৫	০	০
৩৫	মাগুরা	৭১০৪	২৪০০	৯৫০৪	১২০২৫	২১৫২৯	০	০
৩৬	মেহেরপুর	১৬৩৯	৭৩০০	৮৯৩৯	৬৫০০	১৫৪৩৯	০	০

ক্র. নং	জেলার নাম	অধিদপ্তর কর্তৃক সাধারণ বরাদ্দের পরিমাণ	অধিদপ্তর কর্তৃক বিশেষ বরাদ্দের পরিমাণ	অধিদপ্তর হতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ	প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয় হতে কম্বল বরাদ্দের পরিমাণ	অধিদপ্তর ও প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়সহ মোট বরাদ্দের পরিমাণ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে শাড়ি বরাদ্দের পরিমাণ	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে লুঙ্গি বরাদ্দের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৩৭	নড়াইল	২৪২৬	২০০০	৪৪২৬	১৩৬৫০	১৮০৭৬	০	০
৩৮	সাতক্ষীরা	১৪৯৩৪	৩০০০	১৭৯৩৪	২৬০০০	৪৩৯৩৪	০	০
৩৯	যশোর	১৬২৪৫	১৩৫০০	২৯৭৪৫	৩২৮২৫	৬২৫৭০	০	০
৪০	বাগেরহাট	১০৮৩৮	৩২০০	১৪০৩৮	২৫৩৫০	৩৯৩৮৮	০	০
৪১	চুয়াডাঙ্গা	৫২৬৩	৭৫০০	১২৭৬৩	১৩৬৫০	২৬৪১৩	০	০
৪২	ঝিনাইদহ	৭৩৭০	৮১৫০	১৫৫২০	২৩৭২৫	৩৯২৪৫	০	০
৪৩	কুষ্টিয়া	১১৮৮	৮৬৫০	৯৮৩৮	২২৭৫০	৩২৫৮৮	০	০
৪৪	চট্টগ্রাম	১১৯৯৭	৩৪০০	১৫৩৯৭	৬৭২৭৫	৮২৬৭২	০	০
৪৫	কুমিল্লা	৩২২৮৭	৬৪০০	৩৮৬৮৭	৬৩৩৭৫	১০২০৬২	০	০
৪৬	কক্সবাজার	১২৫৮১	৫৬০০	১৮১৮১	১৫০০০০	১৬৮১৮১	০	০
৪৭	চাঁদপুর	১৯০৩৮	১১২০০	৩০২৩৮	৩১২০০	৬১৪৩৮	০	০
৪৮	নোয়াখালী	৬০৬৪	৬১০০	১২১৬৪	৩২৫০০	৪৪৬৬৪	০	০
৪৯	ফেনী	৬২৫৫	২২০০	৮৪৫৫	১৫৬০০	২৪০৫৫	০	০
৫০	লক্ষ্মীপুর	৬৪৯১	২২০০	৮৬৯১	২০১৫০	২৮৮৪১	০	০
৫১	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১৩৬৩৫	২০০০	১৫৬৩৫	৩৪১২৫	৪৯৭৬০	০	০
৫২	খাগড়াছড়ি	৩৯৬৩	৫০০০	৮৯৬৩	১৪৩৫০	২৩৩১৩	০	০
৫৩	রাঙ্গামাটি	৪২০০	৫৬০০	৯৮০০	১৮২০০	২৮০০০	০	০
৫৪	বান্দরবান	৩৫৭২	৫০০০	৮৫৭২	১২২৫০	২০৮২২	০	০
৫৫	সিলেট	১৪১৬০	৭২০০	২১৩৬০	৩৮৫০০	৫৯৮৬০	০	০
৫৬	সুনামগঞ্জ	১১৫৭৭	৬৫০০	১৮০৭৭	৩২২০০	৫০২৭৭	০	০
৫৭	হবিগঞ্জ	৮৮৮১	২১০০	১০৯৮১	২৯০৫০	৪০০৩১	০	০
৫৮	মৌলভীবাজার	৮২৯৮	৬৭০০	১৪৯৯৮	২৫২০০	৪০১৯৮	০	০
৫৯	বরিশাল	২০৬৪৮	৩০০০	২৩৬৪৮	৩০৫৫০	৫৪১৯৮	০	০
৬০	বরগুনা	৩৬৩১	৩৪০০	৭০৩১	১৪৯৫০	২১৯৮১	০	০
৬১	ভোলা	৯০১৯	২২৫০	১১২৬৯	২৩৭২৫	৩৪৯৯৪	০	০
৬২	পটুয়াখালী	৭৭৮৪	৬০০০	১৩৭৮৪	২৫৬৭৫	৩৯৪৫৯	০	০
৬৩	পিরোজপুর	৮৪৬১	২৪০০	১০৮৬১	১৭৮৭৫	২৮৭৩৬	০	০
৬৪	ঝালকাঠি	৪৬৫৯	২৫০০	৭১৫৯	১১০৫০	১৮২০৯	০	০
	সর্বমোট =	৭০০০০০	৫১২০০০	১২১২০০০	১৭৯৯৭৫০	৩০১১৭৫০	৫৯৭৫	৫৯৯০

ঙ) ঢেউটিন ক্রয়

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ক্রয়কৃত ঢেউটিনের বিবরণ

ক্রমিক নং	বাজেট বরাদ্দ	লট নং	প্রকৃত ব্যয়	ক্রয়কৃত ঢেউটিনের পরিমাণ		অগ্রগতি (%)
				(মে. টন)	(বান্ডিল)	
১.	৭০,০০,০০,০০০/-	১ম	১৩,৯৯,৭৫,০০০/-	১,০১৮	১৬,৪১৫ বান্ডিল ০২ পিস	১০০%
		২য়	১৩,৯৯,৯৫,৭০০/-	৯৫৩	১৫,৩৬৭ বান্ডিল ০১ পিস	
		৩য়	১৩,৯৯,৫৫,২৫০/-	৯৫৫	১৫,৩৯৯ বান্ডিল ০১ পিস	
		৪র্থ	১৩,৯৯,০০,০০০/-	১,০০০	১৬,১২৫ বান্ডিল ০০ পিস	
		৫ম	১৩,৯৯,৩৯,৮০০/-	১,০০১	১৬,১৪১ বান্ডিল ০১ পিস	
২.	১০,৫০,০০,০০০/-	১ম	২,০৯,০০,০০০/-	১৫২	২,৪৫১ বান্ডিল ০০ পিস	১০০%
		২য়	২,০৮,৫৯,৮০০/-	১৪২	২,২৮৯ বান্ডিল ০৬ পিস	
		৩য়	২,০৯,৫৬,৬৫০/-	১৪৩	২,৩০৫ বান্ডিল ০৭ পিস	
		৪র্থ	২,০৯,৮৫,০০০/-	১৫০	২,৪১৮ বান্ডিল ০৬ পিস	
		৫ম	২,০৯,৭০,০০০/-	১৫০	২,৪১৮ বান্ডিল ০৬ পিস	
সর্বমোট	৮০,৫০,০০,০০০/-		৮০,৪৪,৩৭,২০০/-	৫,৬৬৪	৯১,৩৩১ বান্ডিল ০৬ পিস	১০০%

চ) ঢেউটিন ও গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরী বরাদ্দ ও বিতরণ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ক্রয়কৃত ঢেউটিন এবং ঢেউটিনের সাথে গৃহনির্মাণ বাবদ অর্থ মঞ্জুরীর হিসাব বিবরণী

ক্রমিক নং	জেলার নাম	সাধারণ বরাদ্দের পরিমাণ (বান্ডিল)	বিশেষ বরাদ্দের পরিমাণ (বান্ডিল)	মোট বরাদ্দের পরিমাণ (বান্ডিল)	প্রতি বান্ডিল ঢেউটিনের সাথে ৩,০০০/- টাকা হিসাবে মোট টাকার পরিমাণ
০১.	ঢাকা	৫৩৭	৪০	৫৭৭	১৭৩১০০০
০২.	ফরিদপুর	৮৯৭	০	৮৯৭	২৬৯১০০০
০৩.	গাজীপুর	৩৯৫	১০০	৪৯৫	১৪৮৫০০০
০৪.	গোপালগঞ্জ	৫৭৪	০২	৫৭৬	১৭২৮০০০
০৫.	জামালপুর	১৫৪৪	৫০০	২০৪৪	৬১৩২০০০
০৬.	কিশোরগঞ্জ	১০১৩	০	১০১৩	৩০৩৯০০০
০৭.	মাদারীপুর	৫৬৭	০	৫৬৭	১৭০১০০০
০৮.	মানিকগঞ্জ	৪০০	০	৪০০	১২০০০০০
০৯.	মুন্সিগঞ্জ	৫৭৬	০	৫৭৬	১৭২৮০০০
১০.	ময়মনসিংহ	২০০০	০	২০০০	৬০০০০০০
১১.	নারায়ণগঞ্জ	৬০৩	০	৬০৩	১৮০৯০০০
১২.	নরসিংদী	৬০৬	০	৬০৬	১৮১৮০০০
১৩.	নেত্রকোনা	৯৫৩	০	৯৫৩	২৮৫৯০০০
১৪.	রাজবাড়ী	৬০৫	০	৬০৫	১৮১৫০০০
১৫.	শরীয়তপুর	৭৯৭	০	৭৯৭	২৩৯১০০০
১৬.	শেরপুর	৭৫৪	০	৭৫৪	২২৬২০০০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	সাধারণ বরাদ্দের পরিমাণ (বান্ডিল)	বিশেষ বরাদ্দের পরিমাণ (বান্ডিল)	মোট বরাদ্দের পরিমাণ (বান্ডিল)	প্রতি বান্ডিল ঢেউটিনের সাথে ৩,০০০/- টাকা হিসাবে মোট টাকার পরিমাণ
১৭.	টাংগাইল	১২৭৮	০	১২৭৮	৩৮৩৪০০০
১৮.	বগুড়া	৭৬৭	৫০০	১২৬৭	৩৮০১০০০
১৯.	জয়পুরহাট	৩০০	০	৩০০	৯০০০০০
২০.	রাজশাহী	৮৭৪	০	৮৭৪	২৬২২০০০
২১.	নওগাঁ	৫০৪	০	৫০৪	১৫১২০০০
২২.	নাটোর	৬৮৭	৯০০	১৫৮৭	৪৭৬১০০০
২৩.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪৭৯	২০০	৬৭৯	২০৩৭০০০
২৪.	পাবনা	৯১০	০	৯১০	২৭৩০০০০
২৫.	সিরাজগঞ্জ	১৫৭৫	৫০০	২০৭৫	৬২২৫০০০
২৬.	দিনাজপুর	১২৫০	৬০০	১৮৫০	৫৫৫০০০০
২৭.	ঠাকুরগাঁও	৪৩১	০	৪৩১	১২৯৩০০০
২৮.	পঞ্চগড়	৩২৩	৩০০	৬২৩	১৮৬৯০০০
২৯.	রংপুর	১৩১৪	১০০০	২৩১৪	৬৯৪২০০০
৩০.	লালমনিরহাট	৯৯৭	১২০০	২১৯৭	৬৫৯১০০০
৩১.	নীলফামারী	৮৩৩	০	৮৩৩	২৪৯৯০০০
৩২.	কুড়িগ্রাম	১৯১২	১০০০	২৯১২	৮৭৩৬০০০
৩৩.	গাইবান্ধা	১৫০৯	১০০০	২৫০৯	৭৫২৭০০০
৩৪.	বান্দরবান	৩৫০	৩০০	৬৫০	১৯৫০০০০
৩৫.	বি-বাড়ীয়া	৯২৮	২৩০	১১৫৮	৩৪৭৪০০০
৩৬.	চাঁদপুর	১৫১৩	৫৩২	২০৪৫	৬১৩৫০০০
৩৭.	চট্টগ্রাম	৭১৩	১০০	৮১৩	২৪৩৯০০০
৩৮.	কুমিল্লা	১৯৯২	০	১৯৯২	৫৯৭৬০০০
৩৯.	কক্সবাজার	৯০৯	১১০০	২০০৯	৬০২৭০০০
৪০.	ফেনী	৪২৮	০	৪২৮	১২৮৪০০০
৪১.	খাগড়াছড়ি	৩০০	০	৩০০	৯০০০০০
৪২.	লক্ষ্মীপুর	৬০০	০	৬০০	১৮০০০০০
৪৩.	নোয়াখালী	৩৪৩	০	৩৪৩	১০২৯০০০
৪৪.	রাঙ্গামাটি	৩৫০	১২০০	১৫৫০	৪৬৫০০০০
৪৫.	সিলেট	৯৪৯	০	৯৪৯	২৮৪৭০০০
৪৬.	হবিগঞ্জ	৬০৬	০	৬০৬	১৮১৮০০০
৪৭.	মৌলভীবাজার	৫৯১	২০৩০	২৬২১	৭৮৬৩০০০
৪৮.	সুনামগঞ্জ	৯৬১	০	৯৬১	২৮৮৩০০০
৪৯.	খুলনা	৬৯৭	০	৬৯৭	২০৯১০০০
৫০.	কুষ্টিয়া	৩০০	৫০০	৮০০	২৪০০০০০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	সাধারণ বরাদ্দের পরিমাণ (বান্ডিল)	বিশেষ বরাদ্দের পরিমাণ (বান্ডিল)	মোট বরাদ্দের পরিমাণ (বান্ডিল)	প্রতি বান্ডিল ঢেউটিনের সাথে ৩,০০০/- টাকা হিসাবে মোট টাকার পরিমাণ
৫১.	মাগুরা	৪৭৯	১০০০	১৪৭৯	৪৪৩৭০০০
৫২.	মেহেরপুর	৩০০	০	৩০০	৯০০০০০
৫৩.	যশোর	১১৮৩	০	১১৮৩	৩৫৪৯০০০
৫৪.	ঝিনাইদহ	৫০২	৫০০	১০০২	৩০০৬০০০
৫৫.	নড়াইল	৩০০	৩০০	৬০০	১৮০০০০০
৫৬.	সাতক্ষীরা	১০০৪	২০০	১২০৪	৩৬১২০০০
৫৭.	বাগেরহাট	৭২৫	৩০০	১০২৫	৩০৭৫০০০
৫৮.	চুয়াডাংগা	৩৫৯	০	৩৫৯	১০৭৭০০০
৫৯.	বরগুনা	৩০০	০	৩০০	৯০০০০০
৬০.	বরিশাল	১৪৫২	০	১৪৫২	৪৩৫৬০০০
৬১.	ভোলা	৭২৬	২০৪	৯৩০	২৭৯০০০০
৬২.	ঝালকাঠি	৩১৮	০	৩১৮	৯৫৪০০০
৬৩.	পটুয়াখালী	৪৯৫	০	৪৯৫	১৪৮৫০০০
৬৪.	পিরোজপুর	৫৬৩	১০০	৬৬৩	১৯৮৯০০০
	মোট=	৫০০০০	১৬৪৩৮	৬৬,৪৩৮	১৯,৯৩,১৪,০০০

ছ) তাঁবু ক্রয়

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ক্রয়কৃত তাঁবুর হিসাব বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	বাজেট বরাদ্দ	লটনং/সংখ্যা	প্রকৃত ব্যয়	ক্রয়কৃত তাঁবুর পরিমাণ	অগ্রগতির হার (%)
১.	৬০,০০,০০,০০০/-	১ম	১৯,৯৯,২৫,১০০/-	২,৪৮২ টি	১০০%
		২য়	১৯,৯৯,৬২,০০০/-	২,৪৮৪ টি	১০০%
		৩য়	১৯,৯৯,২৫,১০০/-	২,৪৮২ টি	১০০%
সর্বমোট =	৬০,০০,০০,০০০/-		৫৯,৯৮,১২,২০০/-	৭,৪৪৮ টি	১০০%

বি: দ্র: তাঁবু বরাদ্দ দেয়া হয় না। তবে দুর্যোগের সময় তাঁবু ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং উক্ত তাঁবু তেজগাঁও সিএসডি ত্রাণ গুদাম, ঢাকা, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক ত্রাণ গুদাম, চট্টগ্রাম এবং খুলনা আঞ্চলিক ত্রাণ গুদাম, খুলনা-তে মজুদ রাখা হয়েছে।

৫.৮. সরকারি কোষাগারে অর্থ জমাকরণ

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ত্রাণ অনুবিভাগের ত্রাণ-২ শাখা হতে গৃহীত কার্যক্রমের আওতায় যে সকল ত্রাণ সামগ্রী যেমন শুকনা ও অন্যান্য খাবার, কম্বল, ঢেউটিন এবং তাঁবু ক্রয়ে সিডিউল বিক্রি বাবদ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে তার বিবরণ দেওয়া হলো :

ক্রমিক নং	গৃহীত কার্যক্রম	যে বিষয়ে টাকা জমা দেয়া হয়েছে	জমাকৃত কোড নম্বর	মোট টাকার পরিমাণ
১.	শুকনা ও অন্যান্য খাবার ক্রয়	সিডিউল বিক্রয় বাবদ	১-৪৯৩২-০০০০-২৩৬৬	৯,২৮,০০০/- (নয় লক্ষ আটাশ হাজার) টাকা মাত্র
২.	কম্বল ক্রয়			
৩.	ঢেউটিন ক্রয়			
৪.	তাঁবু ক্রয়			

৫.৭ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে জেলা ভিত্তিক জিআর চাল ও জিআর ক্যাশ বরাদ্দ বিবরণ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	জিআর ক্যাশ ও জিআর চাল বরাদ্দের বিবরণ	
		জি আর চাল (মে.টন)	জি আর ক্যাশ (টাকা)
০১	ঢাকা	১৬৯১.০০০	২৩০০০০০
০২	গাজীপুর	৯২০.০০০	১৩৫০০০০
০৩	ময়মনসিংহ	১০০০.০০০	২১৫০০০০
০৪	ফরিদপুর	১২০২.০০০	২৩০৬০০০
০৫	কিশোরগঞ্জ	১২৫০.০০০	২৩০০০০০
০৬	নেত্রকোনা	১২০৩.০০০	৩৪০০০০০
০৭	টাংগাইল	১২০০.০০০	২১০০০০০
০৮	নরসিংদী	৭৭১.০০০	১০৫৫৫০০
০৯	মানিকগঞ্জ	১৫০০.০০০	৩২৫০০০০
১০	মুন্সিগঞ্জ	১০০০.০০০	১৮৫০০০০
১১	নারায়ণগঞ্জ	৭২৫.০০০	৩৫০০০০
১২	গোপালগঞ্জ	১১৫০.০০০	১৪৫০০০০
১৩	জামালপুর	৩৬০০.০০০	৭১৫০০০০
১৪	শরীয়তপুর	১৬১২.০০০	৪০৮০০০০
১৫	রাজবাড়ী	১৪২৫.০০০	২৯০০০০০
১৬	শেরপুর	৯৫০.০০০	১৭৫০০০০
১৭	মাদারীপুর	১০৫০.০০০	৩০১২৫০০
১৮	চট্টগ্রাম	১৫০০.০০০	২৯৮৩০০০
১৯	কক্সবাজার	১৫০০.০০০	৫৩৭৬০০০
২০	রাংগামাটি	১৪০৩.০০০	৩৩৯৮৮০০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	জিআর ক্যাশ ও জিআর চাল বরাদ্দের বিবরণ	
		জি আর চাল (মে.টন)	জি আর ক্যাশ (টাকা)
২১	খাগড়াছড়ি	১১০০.০০০	১৫৯০০০০
২২	কুমিল্লা	১৬৮৬.০০০	১৭১০০০০
২৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	৭৮০.০০০	১১৫৫০০০
২৪	চাঁদপুর	২০৫৩	১৬০০০০০
২৫	নোয়াখালী	১৪৫২.০০০	১৬০০০০০
২৬	ফেনী	১৪৫২.০০০	১২৫২০০০
২৭	লক্ষ্মীপুর	৭০০.০০০	৭১০০০০
২৮	বান্দরবান	১১০০.০০০	১৯৭৩০০০
২৯	রাজশাহী	১১০০.০০০	১৯০০০০০
৩০	নওগাঁ	২৩৫৯.০০০	৪৬৩৪৫০০
৩১	পাবনা	১২০৪.০০০	১৩০০০০০
৩২	সিরাজগঞ্জ	২৪৫০.০০০	৬৩৫০০০০
৩৩	বগুড়া	১৯০২.০০০	৩০০০০০০
৩৪	নাটোর	১১৫০.০০০	২৩৫০০০০
৩৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৮০০.০০০	৬৬০০০০
৩৬	জয়পুরহাট	৮০৪.০০০	৭৫০০০০
৩৭	রংপুর	২১০০.০০০	৫৯০০০০০
৩৮	দিনাজপুর	৩২৯৫.০০০	১০৫৫৬৫০০
৩৯	কুড়িগ্রাম	৩৫৫০.০০০	১০৮০০০০০
৪০	ঠাকুরগাঁও	১৪০০.০০০	২২৫০০০০
৪১	পঞ্চগড়	১৩০৩.০০০	২৭০০০০০
৪২	নীলফামারী	১৮০০.০০	৪৫০০০০০
৪৩	গাইবান্ধা	৩৪০০.০০০	৯২০০০০০
৪৪	লালমনিরহাট	২০৫২.০০০	৪৮৫০০০০
৪৫	খুলনা	৮৫০.০০০	৯৪০০০০
৪৬	বাগেরহাট	৮০৩.০০০	৪৪৭৫০০
৪৭	যশোর	১০৬৪.০০০	৯৫০০০০
৪৮	কুষ্টিয়া	৯৩২.০০০	৯২৩০০০
৪৯	সাতক্ষীরা	১১৩০.০০০	৭৪৬৫০০
৫০	ঝিনাইদহ	১১৭০০.০০০	৬৯৫০০০
৫১	মাগুরা	৮৩৭.০০০	৭১৮০০০
৫২	নড়াইল	৯৮০.০০০	৭৪১৫০০
৫৩	মেহেরপুর	৭২০.০০০	৫০০০০০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	জিআর ক্যাশ ও জিআর চাল বরাদ্দের বিবরণ	
		জি আর চাল (মে.টন)	জি আর ক্যাশ (টাকা)
৫৪	চুয়াডাংগা	৭২০.০০০	৭০৭০০০
৫৫	বরিশাল	১১০০.০০০	১৪৬৬৫০০
৫৬	পটুয়াখালী	১১০০.০০০	৮০০০০০
৫৭	পিরোজপুর	৯৫২.০০০	৭৮৪৫০০
৫৮	ভোলা	১২৮০.০০০	৪৫০০০০
৫৯	বরগুনা	৮৫৩.০০০	১৩১০০০০
৬০	ঝালকাঠি	৮১৫.০০০	৭৪০০০০
৬১	সিলেট	২১০২.০০০	৩৫৬৪০০০
৬২	হবিগঞ্জ	১০০২.০০০	১৮০০০০০
৬৩	সুনামগঞ্জ	১৬০০.০০০	৪২৭৩০০০
৬৪	মৌলভীবাজার	২৬০০.০০০	৫৭০০০০০
	সর্বমোট =	৯০৩৩২.০০০	১৬৫৫৯৯৩০০

৫.৮ পানি ও পয়ঃবিল ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন বিহারি ক্যাম্পসমুহে বসবাসরতদের অবাঙ্গালীদের পানি/পয়ঃ বিল পরিশোধের বিবরণঃ

ক্রমিক নং	জেলার নাম	বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ
০১	ঢাকা	৮,০০,০০০/-
০২	নারায়ণগঞ্জ	১২,০০,০০০/-
	মোট	২০,০০,০০০/-

৫.৯ ভূমি উন্নয়ন কর

মোহাজের পুনর্বাসনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক দেশের ৪১টি জেলায় প্রায় ৪০,০০০ একর জমি অধিগ্রহণ/ক্রয় করা হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে বাজেটে সংস্থাপনকৃত ২,৮৮,২০,০০০/- (দুই কোটি আটাশি লক্ষ বিশ হাজার) টাকা হতে নিম্নোক্ত জেলার জেলা প্রশাসন তথা জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাগণের চাহিদার ভিত্তিতে মোট ২,৮৬,১৯,৭৫৫/- টাকা সংশ্লিষ্ট জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার অনুকূলে "ভূমি উন্নয়ন কর" বাবদ অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়। নিম্নে জেলা ভিত্তিক বরাদ্দের পরিমাণ উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রঃ নং	জেলার নাম	জমির পরিমাণ (একর)	ভূমি উন্নয়ন কর বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
০১.	গাজীপুর	৩০.৫২০	১,০২,৫৪০/-
০২.	ময়মনসিংহ	৬৩.৯৮১	৬,০০০/-
০৩.	নারায়ণগঞ্জ	৫৩.৮৩৯	৬,০৭,৭৪৭/-
০৪.	রাজবাড়ী	৬৩৯.০৯৫	২,৬৩,৯৫০/-
০৫.	ফরিদপুর	৪২.৮২০	৭০,২৯০/-
০৬.	শেরপুর	৩৬৩.৬৩	৩০,৪৯,৬২৫/-

ক্রঃ নং	জেলার নাম	জমির পরিমাণ (একর)	ভূমি উন্নয়ন কর বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)
০৭.	চট্টগ্রাম	১১৭.৬৫	১,৮৫,৭৬০/-
০৮.	কক্সবাজার	১৯.৮২০	১৯৮২০/-
০৯.	কুমিল্লা	৭১.২২৪	২,২৪,৮১৬/-
১০.	চাঁদপুর	৫.৬৮৭১	৯,২২৫/-
১১.	নোয়াখালী	৬০.৩২০	৯,৯০৬/-
১২.	পাবনা	৪৫৮.৯৯৬	৩৫,৭৩৭/-
১৩.	বগুড়া	১৩১৫.৬১২৫	৭,৩৩,৪২৮/-
১৪.	রংপুর	১০২৯.৪৭	৮,২৯,০১০/-
১৫.	দিনাজপুর	২৩৩.০১	৪,২৪,২১৮/-
১৬.	গাইবান্ধা	৩৭১.৬৫০	৭৪৩৩০/-
১৭.	লালমনিরহাট	১২৯৭.২৮	২,৩৫,১৬৬/-
১৮.	নীলফামারী	৩৪২৯.১৪	৮৬,৫৬,৬৮৪/-
১৯.	যশোর	৩৯০২.০১	১,২১,৪৪,৯৩১/-
২০.	ঝিনাইদহ	১০৫০.০০০	৬,০২,১৭১/-
২১.	মেহেরপুর	৯৪৮.৬৯০	৪,৯৭৮/-
২২.	সাতক্ষীরা	৪৩.৪৯০	৩৫,৫৩৫/-
২৩.	নড়াইল	২০.৯৭০	২১,৪৩৬/-
২৪.	চুয়াডাংগা	৫২৮.৩৮	৫৯,২৩৪/-
২৫.	বরিশাল	৮.৪৪০	৩৯,০০০/-
২৬.	বরগুনা	.০৬৪	৩৯,০০০/-
২৭.	পঞ্চগড়	২২০২.৩৮০	১,৭৩,২৩৮/-
মোট=		১৭,২৯৭.৬৮১১	২,৮৬,১৯,৭৫৫/-

গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ

৬. গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের সম্পাদিত কার্যক্রমের তথ্যাদি

৬.১. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (ডিআরআরও) এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও)-দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের তথ্যাদি(৯ম-১১তম ব্যাচ)

প্রশিক্ষণের নাম ঃ ডিআরআরও এবং পিআইও-দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স।

স্থান ঃ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ৯২/৯৩, মহাখালী, ঢাকা।

অংশগ্রহণকারী ঃ ডিআরআরও এবং পিআইও।

ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	ডিআরআরও	পিআইও	মোট প্রশিক্ষণার্থী
৯ম	০১/০৩/২০১৮ হতে ০৫/০৫/২০১৮	০২ জন	২১ জন	২৩ জন
১০ম	১৯/০৭/২০১৮ হতে ২৬/০৯/২০১৮	--	২৩ জন	২৩ জন
১১তম	১৯/০৭/২০১৮ হতে ২৬/০৯/২০১৮	--	২৪ জন	২৪ জন
		০২ জন	৬৮ জন	৭০ জন

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (ডিআরআরও) এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও)-দের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

৬.২. কর্মকর্তা, কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে E-filing Refresher Course প্রশিক্ষণের তথ্যাদি

প্রশিক্ষণের নাম ঃ E-filing Refresher **Course**.

স্থান ঃ ডিএমআইসি- (৪র্থ তলা), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

অংশগ্রহণকারী ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থপনা অধিদপ্তররের কর্মকর্তা কর্মচারী

ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১	০৯/০৮/২০১৮	২০ জন
২	১৩/০৮/২০১৮	২০ জন
	মোট=	৪০ জন

দুর্যোগ ব্যবস্থপনা অধিদপ্তররের কর্মকর্তা কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে E-filing Refresher Course

৬.৩. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Electronic Government Procurement (E-GP) প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের নাম ঃ E-GP প্রশিক্ষণ।

স্থান ঃ ডিএমআইসি (৪র্থ তলা)।

অংশগ্রহণকারী ঃ কর্মকর্তা, কর্মচারী।

ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষণার্থী
১	১০/০৮/২০১৮ থেকে ১২/০৮/২০১৮	২০ জন
২	৩০/০৮/২০১৮ থেকে ০১/০৯/২০১৮	২০ জন
	মোট=	৪০ জন

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Electronic Government Procurement (E-GP) প্রশিক্ষণ

৬.৪। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের নাম ঃ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

স্থান ঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অডিটোরিয়াম

অংশগ্রহণকারী ঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা

ব্যাচ নং	প্রশিক্ষণের সময়	মোট প্রশিক্ষনার্থী
০১	২৩-০৭-২০১৮ হতে ২৪-০৭-২০১৮	২০ জন
০২	০৫-০৮-২০১৮ হতে ০৬-০৮-২০১৮	২০ জন

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

৬.৫. Crisis Preparedness and Management for Mental Health (CPM-MH)

প্রশিক্ষণের নাম ঃ Crisis Preparedness and Management for Mental Health (CPM-MH).

স্থান ঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)।

অংশগ্রহণকারী ঃ কর্মকর্তাগণ।

Sl. No	Name of Training	Date	Participant
01.	2nd Refresher Training	04 July 2018	49 Persons
02.	4th Foundation Training	5-9 July 2018	25 Persons
03.	Advanced and ToT Training	12-16 July 2018	20 Persons

Crisis Preparedness and Management for Mental Health (CPM-MH)

৬.৬ কুড়িগ্রাম জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের ০১ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

তারিখ : ৩১/০৮/২০১৮ থেকে ০৩/০৯/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত।

সংখ্যা : ২৮৯১ জন।

পরিবীক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা (এমআইএম) অনুবিভাগ

৭ পরিবীক্ষণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের কার্যক্রম নিম্নে দেয়া হলো

৭.১ সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য আইসিটি কর্মকান্ড

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট নিয়মিত হালনাগাদ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। প্রকাশযোগ্য তথ্য যেমন- বরাদ্দ আদেশাবলী, বদলি আদেশ, দরপত্র, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত. কর্মশালা বিষয়ক, প্রকাশনা ইত্যাদি ওয়েব সাইটে প্রকাশের নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে;
- দুর্যোগের আগাম বার্তা Interactive Voice Response (IVR) এর মাধ্যমে নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে। যে কোন মোবাইল ফোন থেকে ১০৯০ ডায়াল করে ১ চাপ দিলে সমুদ্রগ্রামী জেলেদের জন্য আবহাওয়া বার্তা, ২ ডায়াল করলে নদী বন্দরসমূহের জন্য সর্তক সংকেত, ৩ ডায়াল করলে দৈনন্দিন আবহাওয়া বার্তা, ৪ ডায়াল করলে ঘূর্ণিঝড়ের সর্তক সংকেত, ৫ ডায়াল করলে দেশের বন্যা তথা বিভিন্ন নদ/নদীর পানি হ্রাস বৃদ্ধির অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য অবহিত হওয়া যাবে। বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ১.৫০ লক্ষ কল এ সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়;
- ই-নথি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ই-নথির মাধ্যমে আগত ডাক ও নথি নিস্পত্তি করা করা হচ্ছে এবং ই-নথির উপর ১০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- অধিদপ্তরের বিভিন্ন অনুবিভাগের ব্যবহৃত সকল কম্পিউটার ইন্টারনেট সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে এবং ওয়াইফাই (WiFi) সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অধিদপ্তরের ফেস বুক পেজ খোলা হয়েছে www.facebook.com/ddmbangladesh এবং দেখাশুনা করা;
- ২০১৫-২০১৭ সাল পর্যন্ত বজ্রপাতে নিহতদের তালিকা জেলা/উপজেলা ভিত্তিক সংগ্রহ করে কম্পাইল করা হয়েছে। ২০১৮ সালের তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান আছে;
- ইলেকট্রনিক এসেট রেজিস্টার (EAR) সফটওয়ারের মাধ্যমে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাগণ কাবিখা প্রকল্পের তথ্যাদি অনলাইনে প্রেরণ করছেন। সফটওয়ারটি এ শাখা হতে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়ে থাকে;
- ডিএনএ (Damage and Need Assessment) সফটওয়ার ব্যবহার করে দুর্যোগ পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

৭.২ জিআইএস শাখার সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে স্থাপিত MRVA (Multi Hazard Risk Vulnerability Assessment Mapping and Modeling Cell)কর্তৃক জিআইএস-রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি ৬টি প্রাকৃতিক আপদের (বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, ভূমিকম্প, সুনামি ও ভূমিধস) এবং স্বাস্থ্যগত ও প্রযুক্তিগত আপদের ঝুঁকি ও বিপদাপন্ন সম্পর্কিত তথ্য ও মানচিত্র বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের চাহিদামতে সরবরাহ করা হয়েছে। এসকল তথ্য অনলাইন geodash পোর্টালে (www.geodash.gov.bd) সন্নিবেশ করা হয়েছে;

২. দুর্যোগে জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ (Community Risk Assessment-CRA)ও নগরজনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপন (Urban Community Risk Assessment-UCRA/URA)কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি কমিটিগঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে;

৩. CRAও URAকার্যক্রমের পরিসংখ্যান তৈরির লক্ষ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কমিটির সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে। নির্ধারিত টেমপ্লেট ব্যবহার করে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান;

৪. CRA গাইডলাইন হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে ওয়ার্কিংগ্রুপ গঠন করা হয়েছে এবং গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা অনুষ্ঠান করা হয়েছে;

৫. URA গাইডলাইন হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে ওয়ার্কিংগ্রুপ গঠন করা হয়েছে এবং গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপের সভাঅনুষ্ঠান করা হয়েছে;

৬. CRAও URA কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে GIS and Web-based Data Sharing Platform তৈরির কাজ চলমান রয়েছে;

৭. শিশুকেন্দ্রিক দুর্যোগ সহনশীল নগর গঠন ম্যানুয়্যাল (Child Centred Urban Disaster Resilience Mannual) প্রণয়ন করা হয়েছে;

৮. শিশুকেন্দ্রিক দুর্যোগ সহনশীল নগর গঠন প্রশিক্ষণ সহায়িকা (Child Centred Urban Disaster Resilience Facilitation Guideline) প্রণয়ন করা হয়েছে;

৯. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় মহাকাশ প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রাথমিক ধারণা লাভের লক্ষ্যে অত্র অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের জন্য “Advanced Disaster Management Training: Application of GIS”শিরোনামে ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে;

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগ

৮ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের কার্যক্রম

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের অধীনে পরিকল্পনা ও প্রশমন নামে দুটি শাখা রয়েছে। প্রতিটি শাখার দায়িত্বে আছেন একজন করে উপ পরিচালক।

৮. ১ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের পরিকল্পনা শাখার কার্যক্রম

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগে প্রতিমাসে এডিপিভূক্ত/এডিপি বহির্ভূত উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি সমূহের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয় এবং বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

২. বিভিন্ন প্রকল্প হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক সমন্বিত প্রতিবেদন প্রস্তুত পূর্বক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

৩. চলমান প্রকল্প সমূহের কার্যক্রম তদারকি ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি এ অনুবিভাগ হতে বিভিন্ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয়।

৪. ক) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর খ) মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর সাথে প্রকল্প পরিচালকগণের এবং গ) ৬৪টি জেলার জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাগণের সাথে মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

৫. জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ইনোভেশন বিষয়ে ০২ দিনব্যাপী ০২টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এতে এ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত সেবা সমূহ সাশ্রয় ও সহজীকরণের জন্য উদ্ভাবনী বিষয়ে (২৫+২৫) সর্বমোট ৫০ জনকর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

৬. ২৯ এপ্রিল হতে ০১ মে ২০১৮ তারিখে ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ২য় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজনে এ অধিশাখা হতে বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৭. দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাসে ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সচেতনতা, সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষে বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে সভা, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়।

৮. ১০ মার্চ ২০১৮ তারিখ জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় দেশব্যাপী উদযাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ, ভূমিকম্প ও অগ্নিকান্ড বিষয়ক মহড়া, পোস্টার ছাপানো, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, সড়কদ্বীপ সজ্জা, স্টল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

৯. গত ১৩ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস দেশব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ, মহড়ার আয়োজন, স্টল ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

১০. জেলা ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি সমূহ হালনাগাদ করণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন জেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১১. SoD-তে বর্ণিত বিভিন্ন কমিটির সভা এবং এ সকল সভায় দুর্যোগ মোকাবিলায় ও প্রস্তুতিগ্রহণকল্পে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১২. Disaster Impact Assessment চেকলিস্ট এবং গাইড লাইন চূড়ান্তকরণের উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে।

১৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়াসহ সহজিকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চা সংক্রান্ত সভা আয়োজন ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

১৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক সভা আয়োজন ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

১৫. ১২ জুলাই ২০১৮ তারিখে দিনব্যাপী "হাওর এলাকায় অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যার কারণ চিহ্নিতকরণ ও ভবিষ্যত করণীয়" শীর্ষক জাতীয় কর্মশালায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জাতীয় কর্মশালার উদ্বোধন করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, বীরবিক্রম, এমপি।

১৬. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ০২ (দুই) দিনব্যাপী ০২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে সর্বমোট ৪০ জন জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করেন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়কপ্রশিক্ষণ কর্মশালা-২০১৮

প্রকল্প সমূহ

৯ উন্নয়ন প্রকল্প

৯.১ গ্রামীণ রাস্তায় কম/বেশি ১৫ মিটার দৈর্ঘ্যের সেতু/কালভার্ট নির্মাণ :

৯.১.১ প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা:

১.মোট বরাদ্দ : ৩৬৮৪৩৫.৯০ লক্ষ টাকা।
২. মেয়াদ কাল : জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০১৯
৩.বৎসরওয়ারি নির্মাণ কাজের বিবরণ :

অর্থ বছর	সেতু/ কালভার্টের সংখ্যা	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	মন্ত্রণালয় হতে অবমুক্ত (লক্ষ টাকা)	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি
২০১৫-২০১৬	৪৮০৪	৫৬,৯৩৫.০৮	৫৬,৯৩৫.০৮	৫৬,৭৫৭.৬৭	৯৯%
২০১৬-২০১৭	৫৬৪৬	১৬৫,০৮২.০০	১৬৫,০৮২.০০	১৬৩,৭৪৬.৬৬	৯৯.১৯%
২০১৭-২০১৮	২৩৩৩	৭৫,০০০.০০	৭৫,০০০.০০	৬১,৩৫০.০৮	৫.১১%
২০১৮-২০১৯		৬২,৩০০.০০	১৫,৫৭৫.০০	৭৯৬.৪৬	৫.১১%
মোট	১২৭৮৩	২৮৪,৩১৭.০৮	২৩৭,৫৯২.০৮	২২১,৩০০.৭৯	৯৩.১৪

৯.১.২ অর্থ বছর: ২০১৭-১৮(উপজেলা ওয়ারী সেতু/কালভার্টের বিস্তারিত বিবরণ)

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	সেতুর সংখ্যা	প্রাক্কলিত অর্থ(লক্ষ টাকা)
১	বরগুনা	তালতলী	৩	৯৭.১৯
২	বরগুনা	আমতলী	৩	৮৭.৮২
৩	বরগুনা	বামনা	১	২৯.১৪
৪	বরগুনা	বেতাগী	১	৩২.৪০
৫	বরগুনা	পাথরঘাটা	২	৬৪.৭৯
৬	বরগুনা	বরগুনা সদর	৫	১৩০.০৬
৭	বরিশাল	আগৈলঝড়া	৬	১২৭.৯৯
৮	বরিশাল	বাবুগঞ্জ	৩	৯৭.১৯
৯	বরিশাল	বাকেরগঞ্জ	৭	১৬৭.১৬
১০	বরিশাল	বানারীপাড়া	১	৩২.৪০
১১	বরিশাল	গৌরনদী	৯	২১২.৭২
১২	বরিশাল	হিজলা	৭	১২৯.৬৮
১৩	বরিশাল	মেহেন্দিগঞ্জ	৪	১২৯.৫৯
১৪	বরিশাল	মূলাদী	৩	৬৫.৫৩
১৫	বরিশাল	বরিশাল সদর	৬	১৬২.১৩

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	সেতুর সংখ্যা	প্রাক্কলিত অর্থ(লক্ষ টাকা)
১৬	বরিশাল	উজিরপুর	১	৩২.৪০
১৭	ভোলা	বোরহানউদ্দিন	২	৬৪.৭৯
১৮	ভোলা	চরফ্যাশন	৫	১৬১.৯৮
১৯	ভোলা	দৌলতখান	৫	১৬১.৯৮
২০	ভোলা	লালমোহন	১০	২৫২.০৩
২১	ভোলা	মনপুরা	২	৬৪.৭৯
২২	ভোলা	ভোলা সদর	১৫	৪১৯.২৯
২৩	ভোলা	তজুমুদ্দীন	৫	১৪২.০৩
২৪	ঝালকাঠি	কাঠালিয়া	৪	৯৩.৮০
২৫	ঝালকাঠি	নলছিটি	১০	১৬১.০০
২৬	ঝালকাঠি	রাজাপুর	৩	৬২.২৪
২৭	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি সদর	৭	১৫৭.৭২
২৮	পটুয়াখালী	বাউফল	৯	১৮৯.৯০
২৯	পটুয়াখালী	দশমিনা	২	৬৪.৭৯
৩০	পটুয়াখালী	দুমকী	১	৩২.৪০
৩১	পটুয়াখালী	গলাচিপা	৫	১৬১.৯৮
৩২	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	৩	৯৭.১৯
৩৩	পটুয়াখালী	মির্জাগঞ্জ	৪	১২৯.৫৯
৩৪	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী সদর	১	৩২.৪০
৩৫	পটুয়াখালী	রাঙ্গাবালী	২	৬৪.৭৯
৩৬	পিরোজপুর	ভান্ডারিয়া	৫	১৫৫.৩৩
৩৭	পিরোজপুর	কাউখালী	৪	১২০.২২
৩৮	পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া	১১	২২৫.৩২
৩৯	পিরোজপুর	নাজিরপুর	২	৬৪.৭৯
৪০	পিরোজপুর	নেছারাবাদ	৩	৯৭.১৯
৪১	পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর	৪	৮৪.৫৪
৪২	পিরোজপুর	ইন্দোরকানী	৪	১০৭.৬০
৪৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আখাউড়া	৫	১২৭.০৪
৪৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	আশুগঞ্জ	১৪	২৯৮.৯১
৪৫	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বাঞ্ছারামপুর	৬	১৫৮.৮১
৪৬	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কসবা	৬	১২৮.৬২
৪৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	নবীনগর	১০	৩১৭.৩১
৪৮	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	নাসিরনগর	৭	১৬১.৬৯
৪৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর	১৩	২৮১.৩০

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	সেতুর সংখ্যা	প্রাক্কলিত অর্থ(লক্ষ টাকা)
৫০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	সরাইল	৮	১৯৯.৩৩
৫১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	বিজয়নগর	৫	৯২.৯৭
৫২	বান্দরবান	আলীকদম	১	৩২.৪০
৫৩	বান্দরবান	বান্দরবান সদর	১	৩২.৪০
৫৪	বান্দরবান	লামা	১	৩২.৪০
৫৫	বান্দরবান	নাইক্ষ্যংছড়ি	১	৩২.৪০
৫৬	বান্দরবান	রোয়াংছড়ি	১	৩২.৪০
৫৭	বান্দরবান	রুমা	১	৩২.৪০
৫৮	বান্দরবান	থানচি	১	৩২.৪০
৫৯	চাঁদপুর	ফরিদগঞ্জ	২৩	৪৮৫.৩১
৬০	চাঁদপুর	হাইমচর	৬	১৬১.১৩
৬১	চাঁদপুর	হাজীগঞ্জ	১৯	৪৭২.০৫
৬২	চাঁদপুর	কচুয়া	৯	২১৯.২১
৬৩	চাঁদপুর	মতলব দক্ষিণ	৪৪	৯৭১.২৮
৬৪	চাঁদপুর	মতলব উত্তর	৭২	১৬২০.৯৮
৬৫	চাঁদপুর	চাঁদপুর সদর	১০	২৬৩.২০
৬৬	চাঁদপুর	শাহরাস্তি	৫	১৬১.৯৮
৬৭	চট্টগ্রাম	আনোয়ারা	২	৫২.১৪
৬৮	চট্টগ্রাম	বাঁশখালী	৭	১৬১.৪২
৬৯	চট্টগ্রাম	বোয়ালখালী	৫	১২৭.৩০
৭০	চট্টগ্রাম	চন্দনাইশ	৩	৬২.৮১
৭১	চট্টগ্রাম	ফটিকছড়ি	৯	২৫৭.৯৪
৭২	চট্টগ্রাম	হাটহাজারী	১৫	৩২৩.২৪
৭৩	চট্টগ্রাম	লোহাগড়া	৫	১৬১.৯৮
৭৪	চট্টগ্রাম	মীরসরাই	১০	২২৮.২৬
৭৫	চট্টগ্রাম	পটিয়া	৯	২০৫.৮৩
৭৬	চট্টগ্রাম	রাঙ্গুনিয়া	৮	১৯৫.৯৩
৭৭	চট্টগ্রাম	রাউজান	১৪	৪১০.৮০
৭৮	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	৯	২২৫.২৪
৭৯	চট্টগ্রাম	সাতকানিয়া	৬	১৬১.১৩
৮০	চট্টগ্রাম	সীতাকুন্ড	৬	১৩৭.০৫
৮১	কুমিল্লা	বরুড়া	১১	২২৫.৫৭
৮২	কুমিল্লা	ব্রাহ্মপাড়া	৫	১২৩.৬৭
৮৩	কুমিল্লা	বুড়িচং	৫	১০১.৯৮

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	সেতুর সংখ্যা	প্রাক্কলিত অর্থ(লক্ষ টাকা)
৮৪	কুমিল্লা	চান্দিনা	৬	১৬১.৩৪
৮৫	কুমিল্লা	চৌদ্দগ্রাম	৯	২৫৯.০৪
৮৬	কুমিল্লা	সদর দক্ষিণ	১১	১৯৩.২১
৮৭	কুমিল্লা	দাউদকান্দি	৫	১৪০.৮৪
৮৮	কুমিল্লা	দেবিদ্বার	৫	১২৯.৩৮
৮৯	কুমিল্লা	হোমনা	৪	৯৭.২৭
৯০	কুমিল্লা	লাকসাম	৩	৫৫.৬১
৯১	কুমিল্লা	মেঘনা	১	২১.৩৬
৯২	কুমিল্লা	মনোহরগঞ্জ	২	৪১.১৮
৯৩	কুমিল্লা	মুরাদনগর	১১	৩৫৩.১১
৯৪	কুমিল্লা	নাঙ্গলকোট	৮	১৯৫.৩৮
৯৫	কুমিল্লা	আদর্শ সদর	৭	১৬১.০৫
৯৬	কুমিল্লা	তিতাস	৩	৬৪.১৩
৯৭	কক্সবাজার	চকরিয়া	৫	১২৭.৪৫
৯৮	কক্সবাজার	কুতুবদিয়া	৬	৯৫.৯৪
৯৯	কক্সবাজার	মহেষখালী	৪	৯৪.৬৪
১০০	কক্সবাজার	পেকুয়া	১	৩২.৪০
১০১	কক্সবাজার	রামু	৩	৮৭.৮২
১০২	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর	৩	৬৫.৩৭
১০৩	কক্সবাজার	টেকনাফ	৬	১৫৯.৭৩
১০৪	কক্সবাজার	উখিয়া	৮	২১১.৫৭
১০৫	ফেনী	ছাগলনাইয়া	২	৬১.৫৪
১০৬	ফেনী	দাগনভূঞা	৫	৯৬.১৬
১০৭	ফেনী	ফুলগাজী	৪	৬০.২৭
১০৮	ফেনী	পরশুরাম	২	৩২.৯৭
১০৯	ফেনী	ফেনী সদর	১২	২২৩.৫৫
১১০	ফেনী	সোনাগাজী	১০	১৩২.৩৩
১১১	খাগড়াছড়ি	দিঘীনালা	১	৩২.৪০
১১২	খাগড়াছড়ি	খাগড়াছড়ি সদর	২	৩২.৩৯
১১৩	খাগড়াছড়ি	লক্ষীছড়ি	১	৩২.৪০
১১৪	খাগড়াছড়ি	মহালছড়ি	১	৩২.৪০
১১৫	খাগড়াছড়ি	মানিকছড়ি	১	৩২.৪০
১১৬	খাগড়াছড়ি	মাটিরাঙ্গা	১	৩২.৪০
১১৭	খাগড়াছড়ি	পানছড়ি	১	৩২.৪০

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	সেতুর সংখ্যা	প্রাক্কলিত অর্থ(লক্ষ টাকা)
১১৮	খাগড়াছড়ি	রামগড়	১	৩২.৪০
১১৯	লক্ষীপুর	কমলনগর	৫	১৩৬.০৩
১২০	লক্ষীপুর	লক্ষীপুর সদর	১২	৩৩৪.৮৪
১২১	লক্ষীপুর	রায়পুর	৭	১৬৩.৫৩
১২২	লক্ষীপুর	রামগঞ্জ	৭	১৫৯.৭৯
১২৩	লক্ষীপুর	রামগতি	৪	৮৮.৯৪
১২৪	নোয়াখালী	বেগমগঞ্জ	৮	২২৫.৮৩
১২৫	নোয়াখালী	চাটখিল	৪	৯৭.৭৭
১২৬	নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ	৮	১৬২.৫৪
১২৭	নোয়াখালী	হাতিয়া	৭	২০৪.৭১
১২৮	নোয়াখালী	কবিরহাট	৫	১৬১.৯৮
১২৯	নোয়াখালী	নোয়াখালী সদর	৩	৯৭.১৯
১৩০	নোয়াখালী	সেনবাগ	৮	১৩৬.৫৫
১৩১	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	২	৬৪.৭৯
১৩২	নোয়াখালী	সোনাইমুড়ী	৭	১৯২.০৬
১৩৩	রাঙ্গামাটি	বাঘাইছড়ি	২	৪৬.৯০
১৩৪	রাঙ্গামাটি	বরকল	১	৩২.৪০
১৩৫	রাঙ্গামাটি	কাউখালী	১	৩২.৪০
১৩৬	রাঙ্গামাটি	বিলাইছড়ি	১	৩২.৪০
১৩৭	রাঙ্গামাটি	কাপ্তাই	১	৩২.৪০
১৩৮	রাঙ্গামাটি	জুরাছড়ি	১	৩২.৪০
১৩৯	রাঙ্গামাটি	লংগদু	১	৩২.৪০
১৪০	রাঙ্গামাটি	নানিয়ারচর	১	৩২.৪০
১৪১	রাঙ্গামাটি	রাজস্থলী	১	৩২.৪০
১৪২	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর	১	৩২.৪০
১৪৩	ঢাকা	দোহার	৪	১২৯.৫৯
১৪৪	ঢাকা	ধামরাই	৭	১৯৩.২৪
১৪৫	ঢাকা	কেরানীগঞ্জ	৫	১৬১.৯৮
১৪৬	ঢাকা	নবাবগঞ্জ	৭	১৯২.২৪
১৪৮	ঢাকা	তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল	৯	২৫৮.০৪
১৪৯	ফরিদপুর	আলফাডাংগা	২	৬৪.৭৯
১৫০	ফরিদপুর	ভাংগা	১৬	৪৮৬.১৫
১৫১	ফরিদপুর	বোয়ালমারী	৪	১২৯.৫৯
১৫২	ফরিদপুর	চরভদ্রাসন	২	৬৪.৭৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	সেতুর সংখ্যা	প্রাক্কলিত অর্থ(লক্ষ টাকা)
১৫৩	ফরিদপুর	ফরিদপুর সদর	৭	২২৬.৭৭
১৫৪	ফরিদপুর	মধুখালী	৪	১২৯.৫৯
১৫৫	ফরিদপুর	নগরকান্দা	৩	৯৭.১৯
১৫৬	ফরিদপুর	সদরপুর	৪	৯১.৬২
১৫৭	ফরিদপুর	সালথা	১	৩২.৪০
১৫৮	গাজীপুর	কালিয়াকৈর	১০	২৫১.৪৯
১৫৯	গাজীপুর	কালীগঞ্জ	৮	১৫৬.৭৭
১৬০	গাজীপুর	কাপাসিয়া	৮	১৬১.২৯
১৬১	গাজীপুর	গাজীপুর সদর	৪	৬৮.৮০
১৬২	গাজীপুর	শ্রীপুর	৬	১৫৮.৭৯
১৬৩	গোপালগঞ্জ	কাশিয়ানী	৭	১৬৩.৬২
১৬৪	গোপালগঞ্জ	কোটালীপাড়া	১৫	৩৫৪.৩৪
১৬৫	গোপালগঞ্জ	মুকসুদপুর	৩	৬৩.৬৬
১৬৬	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর	১২	৩২২.১০
১৬৭	গোপালগঞ্জ	টুঙ্গিপাড়া	৮	২২৬.৭৪
১৬৮	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম	২	৬৪.৭৯
১৬৯	কিশোরগঞ্জ	বাজিতপুর	৬	১০১.২৭
১৭০	কিশোরগঞ্জ	ভৈরব	৪	১২৯.৫৯
১৭১	কিশোরগঞ্জ	হোসেনপুর	৪	৬৪.৭৭
১৭২	কিশোরগঞ্জ	ইটনা	৩	৯৭.১৯
১৭৩	কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	৫	৯৭.২৬
১৭৪	কিশোরগঞ্জ	কটিয়াদি	৫	৯০.৪২
১৭৫	কিশোরগঞ্জ	কুলিয়ারচর	৪	৯৭.৬৩
১৭৬	কিশোরগঞ্জ	মিঠামইন	২	৬৪.৭৯
১৭৭	কিশোরগঞ্জ	নিকলী	২	৬১.৫৪
১৭৮	কিশোরগঞ্জ	পাকুন্দিয়া	৩	৭২.১৮
১৭৯	কিশোরগঞ্জ	কিশোরগঞ্জ সদর	৯	১৬৯.৬৯
১৮০	কিশোরগঞ্জ	তাড়াইল	৩	৬৫.২৩
১৮১	মাদারীপুর	কালকিনি	৯	২৬০.০২
১৮২	মাদারীপুর	রাজৈর	৩	৯৭.১৯
১৮৩	মাদারীপুর	মাদারীপুর সদর	৪	১২৬.৩৩
১৮৪	মাদারীপুর	শিবচর	৯	২৫৯.১৪
১৮৫	মানিকগঞ্জ	দৌলতপুর	৩	৯৭.১৯
১৮৬	মানিকগঞ্জ	ঘিওর	৪	৯৫.০৫

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	সেতুর সংখ্যা	প্রাক্কলিত অর্থ(লক্ষ টাকা)
১৮৭	মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর	৭	২২০.১৩
১৮৮	মানিকগঞ্জ	মানিকগঞ্জ সদর	৪	১২৯.৫৯
১৮৯	মানিকগঞ্জ	সাটুরিয়া	৮	২১৮.২২
১৯০	মানিকগঞ্জ	শিবালয়	২	৬৪.৭৯
১৯১	মানিকগঞ্জ	সিংগাইর	৫	১২৭.৩০
১৯২	মুন্সীগঞ্জ	গজারিয়া	৩	৯৭.১৯
১৯৩	মুন্সীগঞ্জ	লৌহজং	২	৬৪.৭৯
১৯৪	মুন্সীগঞ্জ	মুন্সীগঞ্জ সদর	৪	১২৯.৫৯
১৯৫	মুন্সীগঞ্জ	সিরাজদিখান	৫	১৪৬.৩৪
১৯৬	মুন্সীগঞ্জ	শ্রীনগর	৩	৯৩.৯৪
১৯৭	মুন্সীগঞ্জ	টুংগিবাড়ী	৪	৯৬.৯৮
১৯৮	নরসিংদী	বেলাব	৩	৮১.৫৫
১৯৯	নরসিংদী	মনোহরদী	৬	১১২.৭৪
২০০	নরসিংদী	পলাশ	১১	১৯৩.৫৭
২০১	নরসিংদী	রায়পুর	১১	২৫৮.৩৭
২০২	নরসিংদী	নরসিংদী সদর	৯	২৫৯.৯১
২০৩	নরসিংদী	শিবপুর	৮	১৬১.৫৬
২০৪	নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার	৩	৯৭.১৯
২০৫	নারায়ণগঞ্জ	বন্দর	৩	৯৭.১৯
২০৬	নারায়ণগঞ্জ	রুপগঞ্জ	১৫	২৫৮.৯৯
২০৭	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ সদর	১১	২৬৭.৮৬
২০৮	নারায়ণগঞ্জ	সোনারগাঁও	৯	১৯৪.০৪
২০৯	রাজবাড়ী	বালিয়াকান্দি	২	৬৪.৭৯
২১০	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	৪	১২৯.৫৯
২১১	রাজবাড়ী	পাংশা	২	৬৪.৭৯
২১২	রাজবাড়ী	রাজবাড়ী সদর	৭	১৯৪.৩১
২১৩	রাজবাড়ী	কালুখালী	১	৩২.৪০
২১৪	শরীয়তপুর	ডামুড্যা	২	৬৪.৭৯
২১৫	শরীয়তপুর	গোসাইরহাট	২	৫৮.১৪
২১৬	শরীয়তপুর	জাজিরা	৬	১৬৫.৪৪
২১৭	শরীয়তপুর	নড়িয়া	৮	২২৫.৩৭
২১৮	শরীয়তপুর	শরীয়তপুর সদর	৭	১৫৭.১৮
২১৯	শরীয়তপুর	ভেদরগঞ্জ	৫	১৩৬.১৭
২২০	টাঙ্গাইল	বাসাইল	২	৬৪.৭৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	সেতুর সংখ্যা	প্রাক্কলিত অর্থ(লক্ষ টাকা)
২২১	টাঙ্গাইল	ভূঞাপুর	২	৬৪.৭৯
২২২	টাঙ্গাইল	দেলদুয়ার	৩	৯৭.১৯
২২৩	টাঙ্গাইল	ধনবাড়ী	৫	১৩০.৭০
২২৪	টাঙ্গাইল	ঘাটাইল	৫	১৬১.৯৮
২২৫	টাঙ্গাইল	গোপালপুর	৩	৯৭.১৯
২২৬	টাঙ্গাইল	কালিহাতি	৬	১৯৪.৩৮
২২৭	টাঙ্গাইল	মধুপুর	৫	১২৮.৪৫
২২৮	টাঙ্গাইল	মির্জাপুর	৪	১২৯.৫৯
২২৯	টাঙ্গাইল	নাগরপুর	৭	১৯৩.২৪
২৩০	টাঙ্গাইল	সখিপুর	৩	৯৭.১৯
২৩১	টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল সদর	৫	১৬১.৯৮
২৩২	বাগেরহাট	চিতলমারী	১৫	৩২৮.৫২
২৩৩	বাগেরহাট	ফকিরহাট	৩	৯৭.১৯
২৩৪	বাগেরহাট	কচুয়া	৬	৯৬.০৩
২৩৫	বাগেরহাট	মোল্লাহাট	২	৫৮.১৪
২৩৬	বাগেরহাট	মোংলা	৫	৯৮.৭৪
২৩৭	বাগেরহাট	মোরেলগঞ্জ	৬	৯৬.৪৭
২৩৮	বাগেরহাট	রামপাল	৫	১৬১.৯৮
২৩৯	বাগেরহাট	বাগেরহাট সদর	৭	১৯৫.২৬
২৪০	বাগেরহাট	শরণখোলা	২	৩২.৯৭
২৪১	চুয়াডাঙ্গা	আলমডাঙ্গা	৭	১৬১.১২
২৪২	চুয়াডাঙ্গা	দামুড়হুদা	৪	৬৪.৭৭
২৪৩	চুয়াডাঙ্গা	জীবননগর	১	৩২.৪০
২৪৪	চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর	২	৬৪.৭৯
২৪৫	যশোর	অভয়নগর	৪	৫৭.৭৩
২৪৬	যশোর	বাঘারপাড়া	৪	৬৪.৭৭
২৪৭	যশোর	চৌগাছা	৩	৬৪.৭৩
২৪৮	যশোর	কেশবপুর	১২	২৫৬.৭২
২৪৯	যশোর	মনিরামপুর	১৩	১৯০.৯৭
২৫০	যশোর	যশোর সদর	১৬	২৮৪.৭৯
২৫১	যশোর	শার্শা	৬	১২৭.৪৭
২৫২	যশোর	ঝিকরগাছা	২	৬৪.৭৯
২৫৩	ঝিনাইদহ	হরিণাকুন্ড	৫	১২৯.৬০
২৫৪	ঝিনাইদহ	ঝিনাইদহ সদর	৭	১০৫.২১

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	সেতুর সংখ্যা	প্রাক্কলিত অর্থ(লক্ষ টাকা)
২৫৫	ঝিনাইদহ	কালিগঞ্জ	৪	৫৪.২০
২৫৬	ঝিনাইদহ	কোটচাঁদপুর	১	৩২.৪০
২৫৭	ঝিনাইদহ	মহেশপুর	৪	৯৫.৬৮
২৫৮	ঝিনাইদহ	শৈলকুপা	৫	১০৮.৬৮
২৫৯	খুলনা	বটিয়াঘাটা	২	৬৪.৭৯
২৬০	খুলনা	দাকোপ	৩	৯৭.১৯
২৬১	খুলনা	দিঘলিয়া	১	৩২.৪০
২৬২	খুলনা	ডুমরিয়া	৪	১২৯.৫৯
২৬৩	খুলনা	ফুলতলা	২	২৯.০১
২৬৪	খুলনা	কয়রা	২	৬৪.৭৯
২৬৫	খুলনা	পাইকগাছা	৪	১১০.৪২
২৬৬	খুলনা	রুপসা	১	৩২.৪০
২৬৭	খুলনা	তেরখাদা	২	৬৪.৭৯
২৬৮	কুষ্টিয়া	দৌলতপুর	৫	৯৭.৮৪
২৬৯	কুষ্টিয়া	খোকসা	৩	৬৩.৬৬
২৭০	কুষ্টিয়া	কুমারখালী	৩	৬৩.৬৬
২৭১	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর	১২	২৬৮.৪৬
২৭২	কুষ্টিয়া	মিরপুর	৫	৯২.৩৭
২৭৩	কুষ্টিয়া	ভেড়ামারা	৩	৬৫.৫৩
২৭৪	মাগুরা	মোহাম্মদপুর	৩	৯৭.১৯
২৭৫	মাগুরা	মাগুরা সদর	৪	১১৬.২৯
২৭৬	মাগুরা	শালিখা	২	৬৪.৭৯
২৭৭	মাগুরা	শ্রীপুর	২	৬৪.৭৯
২৭৮	মেহেরপুর	গাংনী	৩	৫৮.৮৬
২৮৯	মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর	৪	৫৬.৪৫
২৮০	মেহেরপুর	মুজিবনগর	২	২৬.৪৭
২৮১	নড়াইল	কালিয়া	৩	৯৭.১৯
২৮২	নড়াইল	লোহাগড়া	৪	৯৬.৯৮
২৮৩	নড়াইল	নড়াইল সদর	৫	১২৯.৩৮
২৮৪	সাতক্ষীরা	আশাশুনি	২	৬৪.৭৯
২৮৫	সাতক্ষীরা	দেবহাটা	১	৩২.৪০
২৮৬	সাতক্ষীরা	কালিগঞ্জ	২	৬৪.৭৯
২৮৭	সাতক্ষীরা	কলারোয়া	৫	৯৫.৭৫
২৮৮	সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর	৩	৯৭.১৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	সেতুর সংখ্যা	প্রাক্কলিত অর্থ(লক্ষ টাকা)
২৮৯	সাতক্ষীরা	শ্যামনগর	১০	৩২৩.৯৬
২৯০	সাতক্ষীরা	তালা	২	৫৮.১৪
২৯১	ময়মনসিংহ	ধোবাউড়া	১	৩২.৪০
২৯২	ময়মনসিংহ	ফুলবাড়িয়া	৫	১৬১.৯৮
২৯৩	ময়মনসিংহ	ফুলপুর	২	৬৪.৭৯
২৯৪	ময়মনসিংহ	গফরগাঁও	৭	২২৬.৭৭
২৯৫	ময়মনসিংহ	গৌরীপুর	৬	১২৭.৩৮
২৯৬	ময়মনসিংহ	হালুয়াঘাট	২	৬৪.৭৯
২৯৭	ময়মনসিংহ	ঈশ্বরগঞ্জ	৯	২২৩.৮৯
২৯৮	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা	৬	১৬১.৯২
২৯৯	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ সদর	১০	২৫৬.৯০
৩০০	ময়মনসিংহ	নান্দাইল	৮	১৫৭.৩১
৩০১	ময়মনসিংহ	ত্রিশাল	৮	১৬০.৫২
৩০২	ময়মনসিংহ	ভালুকা	৫	১৬১.৯৮
৩০৩	ময়মনসিংহ	তারাকান্দা	২	৬৪.৭৯
৩০৪	শেরপুর	ঝিনাইগাতী	২	৬৪.৭৯
৩০৫	শেরপুর	নকলা	৩	৯৭.১৯
৩০৬	শেরপুর	নালিতাবাড়ী	৪	১২৯.৫৯
৩০৭	শেরপুর	শেরপুর সদর	৬	১৫৯.১৭
৩০৮	শেরপুর	শ্রীবর্দী	৩	৯৭.১৯
৩০৯	জামালপুর	বকশীগঞ্জ	৩	৯৭.১৯
৩১০	জামালপুর	দেওয়ানগঞ্জ	৫	১২৯.২৭
৩১১	জামালপুর	ইসলামপুর	৫	১৬১.৯৮
৩১২	জামালপুর	মাদারগঞ্জ	২	৬৪.৭৯
৩১৩	জামালপুর	মেলান্দহ	৫	১২৯.২৭
৩১৪	জামালপুর	জামালপুর সদর	১০	২৯০.৯৮
৩১৫	জামালপুর	সরিষাবাড়ী	৫	১২৮.৯৬
৩১৬	নেত্রকোনা	আটপাড়া	৩	৬২.২৪
৩১৭	নেত্রকোনা	বারহাট্টা	৫	৯৬.৩২
৩১৮	নেত্রকোনা	দুর্গাপুর	২	৬৪.৭৯
৩১৯	নেত্রকোনা	কলমাকান্দা	৪	৯৬.০৫
৩২০	নেত্রকোনা	কেন্দুয়া	৬	১৬৩.১০
৩২১	নেত্রকোনা	খালিয়াজুরী	২	৬৪.৭৯
৩২২	নেত্রকোনা	মদন	৫	৯২.৭৭

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	সেতুর সংখ্যা	প্রাক্কলিত অর্থ(লক্ষ টাকা)
৩২৩	নেত্রকোনা	মোহনগঞ্জ	২	৬৪.৭৯
৩২৪	নেত্রকোনা	নেত্রকোনা সদর	৫	১৬১.৯৮
৩২৫	নেত্রকোনা	পূর্বধলা	৭	১৯১.৮৩
৩২৬	বগুড়া	আদমদীঘি	১	৩২.৪০
৩২৭	বগুড়া	বগুড়া সদর	৭	১৬১.৩৭
৩২৮	বগুড়া	ধুনট	২	৬৪.৭৯
৩২৯	বগুড়া	দুপচাঁচিয়া	৫	৬৩.৮০
৩৩০	বগুড়া	গাবতলী	৩	৮৯.৪৮
৩৩১	বগুড়া	কাহালু	২	২৯.০১
৩৩২	বগুড়া	নন্দীগ্রাম	৫	৬৩.৮০
৩৩৩	বগুড়া	সারিয়াকান্দি	৫	১৬১.৯৮
৩৩৪	বগুড়া	শাহাজানপুর	৪	৫৬.৪৫
৩৩৫	বগুড়া	শেরপুর	২	৬৪.৭৯
৩৩৬	বগুড়া	শিবগঞ্জ	৬	৯৪.৮৯
৩৩৭	বগুড়া	সোনাতলা	৫	১০২.৩৯
৩৩৮	জয়পুরহাট	আক্কেলপুর	২	৬৪.৭৯
৩৩৯	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর	৪	৯৩.৮০
৩৪০	জয়পুরহাট	কালাই	৪	৬৩.২৬
৩৪১	জয়পুরহাট	ক্ষেতলাল	২	৩১.২৬
৩৪২	জয়পুরহাট	পাঁচবিবি	১	৩২.৪০
৩৪৩	নওগাঁ	আত্রাই	৪	৯৬.০৫
৩৪৪	নওগাঁ	বদলগাছি	৩	৬৫.৯১
৩৪৫	নওগাঁ	ধামুরহাট	৩	৬৩.৬৬
৩৪৬	নওগাঁ	মান্দা	৮	২৫৯.১৭
৩৪৭	নওগাঁ	মহাদেবপুর	২	৬১.৫৪
৩৪৮	নওগাঁ	নাওগাঁ সদর	৭	১৬১.৯৭
৩৪৯	নওগাঁ	নিয়ামতপুর	২	৬৪.৭৯
৩৫০	নওগাঁ	পত্নীতলা	৪	১২৯.৫৯
৩৫১	নওগাঁ	পোরশা	২	৬৪.৭৯
৩৫২	নওগাঁ	রানীনগর	২	৬৪.৭৯
৩৫৩	নওগাঁ	সাপাহার	২	৩১.২৬
৩৫৪	নাটোর	বাগাতিপাড়া	৩	৬৪.০৮
৩৫৫	নাটোর	বড়াইগ্রাম	৩	৬৪.০৮
৩৫৬	নাটোর	গুরুদাসপুর	১	৩২.৪০

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	সেতুর সংখ্যা	প্রাক্কলিত অর্থ(লক্ষ টাকা)
৩৫৭	নাটোর	লালপুর	৪	৯৬.৪৭
৩৫৮	নাটোর	নাটোর সদর	১০	২৯২.৬৮
৩৫৯	নাটোর	নলডাঙ্গা	৫	১৬১.৯৮
৩৬০	নাটোর	সিংড়া	৭	২২৬.৭৭
৩৬১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ভোলাহাট	১	৩২.৪০
৩৬২	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	গোমস্থাপুর	১	৩২.৪০
৩৬৩	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	নাচোল	১	৩২.৪০
৩৬৪	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর	৯	২২৫.২৩
৩৬৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	৫	১২৯.৫২
৩৬৬	পাবনা	আটঘরিয়া	৩	৯৭.১৯
৩৬৭	পাবনা	বেড়া	৩	৯৭.১৯
৩৬৮	পাবনা	চাটমোহর	১	৩২.৪০
৩৬৯	পাবনা	ফরিদপুর	১	৩২.৪০
৩৭০	পাবনা	ঈশ্বরদী	৬	৯৬.৫৩
৩৭১	পাবনা	পাবনা সদর	৪	১১৩.৯৪
৩৭২	পাবনা	সাঁথিয়া	৩	৯৭.১৯
৩৭৩	পাবনা	সুজানগর	৩	৯৭.১৯
৩৭৪	পাবনা	ভাঙ্গুড়া	২	৩১.২৬
৩৭৫	পাবনা	বাঘা	৫	৭৫.২২
৩৭৬	রাজশাহী	বাগমারা	৫	১৫৫.৩৩
৩৭৭	রাজশাহী	চারঘাট	৩	৬২.৩৮
৩৭৮	রাজশাহী	দূর্গাপুর	৪	৯৪.৭৮
৩৭৯	রাজশাহী	গোদাগাড়ী	৪	৯৮.৩০
৩৮০	রাজশাহী	মোহনপুর	৩	৬৪.৭৩
৩৮১	রাজশাহী	পবা	৪	৯৫.২১
৩৮২	রাজশাহী	পুটিয়া	২	৬৪.৮৯
৩৮৩	রাজশাহী	তানোর	৩	৬৩.৬৬
৩৮৪	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	২	৬৪.৭৯
৩৮৫	সিরাজগঞ্জ	চৌহালী	৩	৯৭.১৯
৩৮৬	সিরাজগঞ্জ	কামারখন্দ	৩	৯৭.১৯
৩৮৭	সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর	৭	২২৬.৭৭
৩৮৮	সিরাজগঞ্জ	রায়গঞ্জ	৩	৬৩.৬৬
৩৮৯	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর	২	৬৪.৭৯
৩৯০	সিরাজগঞ্জ	শাহজাদপুর	৫	১৬১.৯৮

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	সেতুর সংখ্যা	প্রাক্কলিত অর্থ(লক্ষ টাকা)
৩৯২	সিরাজগঞ্জ	তারাশ	১	৩২.৪০
৩৯৩	সিরাজগঞ্জ	উল্লাপাড়া	৪	১২৯.৫৯
৩৯৪	দিনাজপুর	বিরামপুর	১	৩২.৪০
৩৯৫	দিনাজপুর	বীরগঞ্জ	১	৩২.৪০
৩৯৬	দিনাজপুর	বিরল	৪	১২৯.৫৯
৩৯৭	দিনাজপুর	বোচাগঞ্জ	২	৬৪.৭৯
৩৯৮	দিনাজপুর	চিরিরবন্দর	৪	১২৯.৫৯
৩৯৯	দিনাজপুর	দিনাজপুর সদর	৫	১৬১.৯৮
৪০০	দিনাজপুর	ফুলবাড়ী	২	৬৪.৭৯
৪০১	দিনাজপুর	ঘোড়াঘাট	১	৩২.৪০
৪০২	দিনাজপুর	হাকিমপুর	২	৩২.৫০
৪০৩	দিনাজপুর	কাহারোল	১	৩২.৪০
৪০৪	দিনাজপুর	খানসামা	৩	৯৭.১৯
৪০৫	দিনাজপুর	নবাবগঞ্জ	২	৬৪.৭৯
৪০৬	দিনাজপুর	পার্বতীপুর	৩	৯৭.১৯
৪০৭	গাইবান্ধা	ফুলছড়ি	৩	৫০.২৭
৪০৮	গাইবান্ধা	গোবিন্দগঞ্জ	৩	৯৭.১৯
৪০৯	গাইবান্ধা	পলাশবাড়ী	১	৩২.৪০
৪১০	গাইবান্ধা	গাইবান্ধা সদর	৫	১৩১.১৫
৪১১	গাইবান্ধা	সাদুল্লাপুর	৩	৬৪.৯০
৪১২	গাইবান্ধা	সাঘাটা	৯	২৩৩.১৩
৪১৩	গাইবান্ধা	সুন্দরগঞ্জ	৫	১২৯.৩৮
৪১৪	কুড়িগ্রাম	চিলমারী	২	৬৪.৭৯
৪১৫	কুড়িগ্রাম	ফুলবাড়ী	১	৩২.৪০
৪১৬	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম সদর	২	৬৪.৭৯
৪১৭	কুড়িগ্রাম	নাগেশ্বরী	৩	৯৭.১৯
৪১৮	কুড়িগ্রাম	রাজারহাট	২	৬৪.৭৯
৪১৯	কুড়িগ্রাম	রাজিবপুর	৪	৯৬.০৫
৪২০	কুড়িগ্রাম	রৌমারী	৩	৯৭.১৯
৪২১	কুড়িগ্রাম	উলিপুর	৩	৯৭.১৯
৪২২	কুড়িগ্রাম	ভুরুঙ্গামারী	২	৬৪.৭৯
৪২৩	লালমনিরহাট	আদিতমারী	৩	৯৭.১৯
৪২৪	লালমনিরহাট	হাতিবান্ধা	৭	১৯১.৮৩
৪২৫	লালমনিরহাট	কালিগঞ্জ	২	৬৪.৭৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	সেতুর সংখ্যা	প্রাক্কলিত অর্থ(লক্ষ টাকা)
৪২৬	লালমনিরহাট	পাটগ্রাম	২	৬৪.৭৯
৪২৭	লালমনিরহাট	লালমনিরহাট সদর	৩	৯৭.১৯
৪২৮	নীলফামারী	ডিমলা	৩	৯৭.১৯
৪২৯	নীলফামারী	ডোমার	২	৬৪.৭৯
৪৩০	নীলফামারী	জলঢাকা	৪	১২২.৯৪
৪৩১	নীলফামারী	কিশোরগঞ্জ	৪	১২৯.৫৯
৪৩২	নীলফামারী	নীলফামারী সদর	৮	১৯৩.৭১
৪৩৩	নীলফামারী	সৈয়দপুর	৬	৯৬.৭৭
৪৩৪	পঞ্চগড়	আটোয়ারী	১	৩২.৪০
৪৩৫	পঞ্চগড়	বোদা	২	৬১.৫৪
৪৩৬	পঞ্চগড়	দেবীগঞ্জ	৩	৯৭.১৯
৪৩৭	পঞ্চগড়	পঞ্চগড় সদর	২	৬৪.৭৯
৪৩৮	পঞ্চগড়	তেঁতুলিয়া	১	৩২.৪০
৪৩৯	রংপুর	বদরগঞ্জ	৩	৯৭.১৯
৪৪০	রংপুর	গংগাচড়া	৫	১৬১.৯৮
৪৪১	রংপুর	কাউনিয়া	৪	৯৪.৬৪
৪৪২	রংপুর	মিঠাপুকুর	৭	১৬১.০০
৪৪৩	রংপুর	পীরগাছা	৪	১২৯.৫৯
৪৪৪	রংপুর	পীরগঞ্জ	১৫	৩২২.৯৩
৪৪৫	রংপুর	রংপুর সদর	১১	২৫৮.৬৭
৪৪৬	রংপুর	তারাগঞ্জ	১	৩২.৪০
৪৪৭	ঠাকুরগাঁও	বালিয়াডাঙ্গী	৩	৬২.৬৫
৪৪৮	ঠাকুরগাঁও	হরিপুর	১	৩২.৪০
৪৪৯	ঠাকুরগাঁও	পীরগঞ্জ	৬	১২৮.০২
৪৫০	ঠাকুরগাঁও	রানীশংকৈল	১	৩২.৪০
৪৫১	ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও সদর	৭	১৯৪.৩১
৪৫২	মৌলভীবাজার	বড়লেখা	৫	৯২.৭৩
৪৫৩	মৌলভীবাজার	কমলগঞ্জ	১০	২৬৩.৪৪
৪৫৪	মৌলভীবাজার	কুলাউড়া	২	৫১.৪৯
৪৫৫	মৌলভীবাজার	মৌলভীবাজার সদর	৫	১২৮.১৮
৪৫৬	মৌলভীবাজার	রাজনগর	৩	৯৭.১৯
৪৫৭	মৌলভীবাজার	শ্রীমংগল	১৪	৩৭৫.৩৫
৪৫৮	মৌলভীবাজার	জুড়ী	৩	৯৭.১৯
৪৫৯	হবিগঞ্জ	আজমেরীগঞ্জ	২	৬৪.৭৯

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	সেতুর সংখ্যা	প্রাক্কলিত অর্থ(লক্ষ টাকা)
৪৬০	হবিগঞ্জ	বাহুবল	২	৫৮.১৪
৪৬১	হবিগঞ্জ	বানিয়াচং	৫	১৬১.৯৮
৪৬২	হবিগঞ্জ	চুনারুঘাট	৫	৯৪.৯২
৪৬৩	হবিগঞ্জ	লাখাই	২	৫৪.৮৯
৪৬৪	হবিগঞ্জ	মাধবপুর	৫	১২৭.৩৪
৪৬৫	হবিগঞ্জ	নবীগঞ্জ	৪	১১৬.২৯
৪৬৬	হবিগঞ্জ	হবিগঞ্জসদর	৪	৯২.৮০
৪৬৭	সুনামগঞ্জ	বিশ্বম্ভরপুর	২	৬৪.৭৯
৪৬৮	সুনামগঞ্জ	ছাতক	৬	১২৬.৭৮
৪৬৯	সুনামগঞ্জ	দক্ষিণ সুনামগঞ্জ	৪	১২৯.৫৯
৪৭০	সুনামগঞ্জ	দিরাই	৪	১২৯.৫৯
৪৭১	সুনামগঞ্জ	দোয়ারা বাজার	৩	৯৩.৯৪
৪৭২	সুনামগঞ্জ	জগন্নাথপুর	৪	১২৯.৫৯
৪৭৩	সুনামগঞ্জ	জামালপুর	১	৩২.৪০
৪৭৪	সুনামগঞ্জ	শাল্লা	৩	৯৭.১৯
৪৭৫	সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা	২	৬১.৫৪
৪৭৬	সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ সদর	৫	১৩০.৪৩
৪৭৭	সুনামগঞ্জ	তাহেরপুর	২	৬৪.৭৯
৪৭৮	সিলেট	বালাগঞ্জ	৬	৯৬.৪৭
৪৭৯	সিলেট	বিয়ানীবাজার	৫	১২৮.৭৩
৪৮০	সিলেট	বিশ্বনাথ	২	৬৪.৭৯
৪৮১	সিলেট	কোম্পানীগঞ্জ	১	৩২.৪০
৪৮২	সিলেট	দক্ষিণ সুরমা	৪	৯৫.০৫
৪৮৩	সিলেট	ফেঞ্চুগঞ্জ	২	৬৪.৭৯
৪৮৪	সিলেট	গোসাইন ঘাট	৩	৯৭.১৯
৪৮৫	সিলেট	গোলাপগঞ্জ	৬	১২৯.৮৮
৪৮৬	সিলেট	জৈয়ন্তাপুর	১	৩২.৪০
৪৮৭	সিলেট	জকিগঞ্জ	৩	৬৪.০৮
৪৮৮	সিলেট	কানাইঘাট	৪	৯৭.৯২
৪৮৯	সিলেট	সিলেট সদর	৫	১২৮.৯৫
৪৯০	সিলেট	ওসমানীনগর	৫	১৩০.২০
		মোট=	**২৩৩৩**	**৫৯,৪০২.৫৮**

গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার মৌচাক ইউনিয়নের কলাবাধা গ্রামের আমবাগ রাস্তার বাইদে ৫০ ফুট দৈর্ঘের সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি মহাপরিচালক মহোদয় পরিদর্শন করছেন

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব আবু সৈয়দ মোহাম্মদ হাশিম দক্ষিণ বনগাঁও হতে মহেষপার আদিবাসী উচ্চ বিদ্যালয় যাওয়ার রাস্তায় কাতার খালের উপর ২৬ ফুট দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণ প্রকল্পটি পরিদর্শন করেন।

ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলায় নির্মিত সেতু

৯.২ Construction of multipurpose Cyclone Shelters in the coastal belt of Bangladesh (2nd Phase) বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়):

৯.২.১ প্রকল্পের পটভূমি, আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর বৈশিষ্ট্য ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ

পটভূমি

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ। প্রতি বছর কোন না কোন দুর্যোগে দেশের জানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ১৯৭০ ও ১৯৯১ সালের প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, সিডর ২০০৭ এবং ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ ও ২০০৭ সালের ভয়াবহ বন্যা অন্যতম। এ সকল দুর্যোগে আক্রান্ত দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জানমাল রক্ষার্থে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংস্থা এবং অন্যান্য বৈদেশিক সংস্থা কর্তৃক দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। শুধুমাত্র ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক এ পর্যন্ত মোট ২,৪৮৭টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। এ সকল আশ্রয়কেন্দ্রগুলো দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং সামাজিক কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

সিডর-২০০৭ পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মূল্যায়নে গঠিত কমিটি উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক মোট২,০৯৭টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সুপারিশ করে, যার মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১,০৭২টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের জন্য গত ২৪/০৪/২০০৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন একটি নির্দেশনা প্রদান করে (ডিপিপি পৃঃ ১৭৫)। তারই ফলশ্রুতিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশের উপকূলীয় ১৩টি জেলা এবং ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা হিসেবে আরও ৩টি জেলাসহ মোট ১৬টি জেলার ৮৬ টি উপজেলায় জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে আরও ২২০টি বহুমুখী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৩/০৫/২০১৬ খ্রি: তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। অতঃপর পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ একনেক শাখা-১ এর স্মারক নং ২০.০০.০০০০.৪১১.১৪.১৩.১৬-৩৮১ তারিখ ০৮/০৯/২০১৬ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ০৩/১০/২০১৬ তারিখের ৫১.০৪৪.০১৪.০০.০০.০৩৪.২০১৬-১৭-১৫৪ নং স্মারকে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়। অনুমোদিত প্রকল্পে ৫৩৩.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়ন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ ও প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়/কলেজ/মাদ্রাসার জমিতে আশ্রয়কেন্দ্রগুলো নির্মাণ করা হচ্ছে;
- ২২০টি (প্রত্যেকটি আশ্রয়কেন্দ্রের মেঝের আয়তন৭৮০.০২বর্গমিটার, সর্বমোট ১,৭১,৬০৪.৪ বর্গমিটার) বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ;
- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে ১২০০ জন মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে;
- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র তিন তলা বিশিষ্ট, তন্মধ্যে নীচ তলা ফাঁকা;
- দ্বিতীয় তলায় প্রতিবন্ধিদের অবস্থানের জন্য একটি কক্ষ নির্দিষ্ট করা আছে;
- আশ্রয়কেন্দ্রে বয়স্ক মানুষ/শারীরিক প্রতিবন্ধী সহজে উঠানামার জন্য র‍্যাম্প স্থাপন;
- গর্ভবতী মায়েদের জন্য এবং শিশুদের মায়ের বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য বিশেষ কক্ষের সংস্থান রয়েছে। শিশুদের খাবার প্রস্তুতের জন্য ২য় তলায় মিনি কিচেনের সংস্থান রয়েছে;
- আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয়গ্রহীতাদের রান্না করার জন্য ছাদে রান্নাঘর বা কিচেনের সংস্থান রাখা হবে;
- ২য় এবং ৩য় তলায় দুর্গত মানুষের অবস্থানের জন্য আটটি (০৮) কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক টয়লেট ও প্রতিবন্ধিদের জন্য হাই কমোডের সংস্থান রয়েছে। মহিলাদের জন্য ৩টি ও পুরুষদের জন্য ২টি এবংশারীরিক প্রতিবন্ধিদের জন্য ১টি পৃথক টয়লেট স্থাপন;

- পানি সরবরাহের জন্য একটি ডিপ টিউবওয়েলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে ১টি করে মোট ২২০টি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনের সংস্থান রয়েছে;
- দুর্যোগকালে আলোর ব্যবস্থা হিসাবে সৌর বিদ্যুৎ (Solar Panel) এর ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে ২ কিলো ওয়াট করে সর্বমোট ৪৪০ কিলোওয়াট সোলার সিস্টেম স্থাপন;
- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য রেইন ওয়াটার রিজার্ভার স্থাপন করা হবে;
- আশ্রয়কেন্দ্রে সহজ যাতায়াতের লক্ষ্যে সর্বমোট ২৯ কিঃমিঃ আরসিসি এপ্রোচ রোড নির্মাণ করা হবে;
- প্রতিটি আশ্রয় কেন্দ্রের পার্শ্বে দুর্যোগকালীন গবাদি পশুর আশ্রয়ের নিমিত্ত মাটির টিলা (কিল্লা) নির্মাণ করতঃ ১৪১টি Cattel Shelter নির্মাণ করা হবে এবং প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে ৩০০ গবাদিপশু আশ্রয় নিতে পারবে।

উদ্দেশ্য

দরিদ্র ও সহায় সম্বলহীন জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগকালে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা; গবাদিপশু, সম্পদ এবং গৃহস্থালীর অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি/সামগ্রী দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা/সংরক্ষণ করা এবং আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকে দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য জনহিতকর কাজে ব্যবহার করা।

১. প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশের উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (২য়পর্যায়)
প্রকল্প এলাকা	:	০৩টিবিভাগ, ১৬টি জেলা এবং ৮৬ টি উপজেলা **জেলাসমূহঃ** চাঁদপুর, কুমিল্লা, ফেনী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, বরিশাল, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী ও ভোলা।
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম)।
ডিপিপি অনুযায়ী মোট বরাদ্দ	:	৫৩৩১৬.০০লক্ষ টাকা।
প্রকল্পের অর্থায়ন	:	জিওবি
প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯
২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ব্যয়	:	৩১৩.১৪৭৩৯২৭ লক্ষ টাকা।
২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ব্যয়	:	১০৩৭২.৩২লক্ষটাকা।
২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দ	:	২১০০০.০০ লক্ষ টাকা।

৯.২.২ প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি বিবরণ

- ❒ বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (১ম পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ১০০ (একশত) টির সংযোগ সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে e-GP পদ্ধতিতে ১৩টি প্যাকেজের মাধ্যমে দরপত্র আহবান সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।
- ❒ "বাংলাদেশের উপকূলীয় ও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২২০টি আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ২২০টির e-GP পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ২১৩টি আশ্রয়কেন্দ্রের Notification of Award (NOA) প্রদান করা হয়েছে এবং ২০০টি স্কীমের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১৬৪টি আশ্রয়কেন্দ্রের বাস্তব কাজ আরম্ভ হয়েছে।

- ❒ ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০টি বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রের সংযোগ সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে তথ্যাদি (প্রাক-জরীপ) চেয়ে পত্র প্রদান করা হয়েছে।
- ❒ ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০ টি বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে সোলার সিস্টেম স্থাপনের নিমিত্ত দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
- ❒ ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০টি বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে ডিপ-টিউবওয়েল স্থাপনের নিমিত্ত দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- ❒ ২য় পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ২২০টি বহুমূখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের মধ্যে ডিপিপি'তে বরাদ্দকৃত ১৪১টি ক্যাটেল শেল্টার নির্মাণের লক্ষ্যে স্থাননির্বাচন চূড়ান্ত হয়েছে। ডিপিপি'তে অনুমোদিত ডিজাইন ও প্রাক্কলণ অনুযায়ী দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

একনজরে আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

মোট আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা	২২০টি
e-GP পদ্ধতিতে দরপত্র আহবান করা হয়েছে	২২০টি
NOA প্রদান করা হয়েছে	২১১টি
চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে	২০০টি
কাজ শুরু হয়েছে	১৬৪টি

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

৯.৩ বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)

কাজের বিবরণ, মেয়াদকাল ও মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৭-২০১৮ সালের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয় হতে ছাড়কৃত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বছরে ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয় লক্ষ টাকায়			এ যাবৎ মোট ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ভৌত অগ্রগতির বিবরণ
			ভৌত (%)	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	আর্থিক (%)	ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
বন্যা প্রবণ ও নদী ভাঙন এলাকায় ৪২৩ টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ। প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি/২০১৮ হতে জুন/২০২২ মোট বরাদ্দ ১৫০৭৪৩.০০ লক্ষ টাকা।	রাজস্ব খাতে ১৬.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ১২.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ২৮.০০ লক্ষ টাকা।	২৮.০০	জনবল নিয়োগ, মৃত্তিকা পরীক্ষার ফলাফল সম্পন্ন করা, গাড়ি ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহন ও আনুসংগিক আসবাবপত্র ক্রয়।	বরাদ্দকৃত টাকা ১০০% ব্যয় করা।	৭০%	৬৯.০৭%	১৯.৩৪	১৯.৩৪	মৃত্তিকা পরীক্ষা নিমিত্ত Request for Expressions of Interest মূল্যায়ন সম্পন্ন, আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় সম্পন্ন, আউটসোর্সিং জনবল নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ, যানবাহন ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ।

অর্থ বছর অনুযায়ী প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্প ব্যয়	অর্থ বছর	অর্থ ছাড়	ব্যয়	অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয়	ক্রমপুঞ্জীভূত আর্থিক অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি	ভৌত অগ্রগতি
১৫০৭৪৩.০০	২০১৭-২০১৮	২৮.০০	১৯.৩৪	৬৯.৩৪	৬৯.০৭%	১৯.৩৪	০.০১৩%	০১%

৯.৪ আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প

ক্র: নং	প্রকল্পের তথ্য বিবরণী	
০১	প্রকল্পের নাম:- আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প (ডিডিএম অংশ)	
০২	অর্থায়ন:আইডিএ/বিশ্বব্যাংক (IDA/World Bank)	
০৩	ঋন চুক্তি নং:৫৫৯৯	
০৪	প্রকল্পের মোট বরাদ্দ: ১২৫.৫০ কোটি প্রকল্প সাহায্য =১১৫.৫০ কোটি	জিওবি= ১০.০০ কোটি
০৫	প্রকল্পের মেয়াদ : ১লা জুলাই ২০১৫ইং - ৩০শে জুন ২০২০ইং।	
০৬	প্রকল্পের কর্মএলাকা : ঢাকা ও সিলেট।	
০৭	প্রকল্পের উদ্দেশ্য : দুর্যোগ (ভূমিকম্প) হ্রাসে কার্যকরী পরিকল্পনা, দুর্যোগকালীন ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করণ।	
০৮	প্রকল্পের মূল কাজ : i) জাতীয় পর্যায়ে Emergency Response and Communication Center(ERCC) এবং National Disaster Management Research and Training Institute (NDMRTI) এর Disaster Risk Management (DRM) সুযোগ সুবিধা (Facilities) সমুহের নকসা প্রস্তুত ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংস্থাপন (Out fit) করা। ii) Training Exercise and Drills (TED)এর মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে ERCC ও NDMRTI এবং ঢাকা ও সিলেট জেলায় স্থানীয় পর্যায়ে সিটি কর্পোরেশন ও Fire Service & Civil Difence (FSCD) এর জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থাপনা ও প্রস্তুতির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে আর্ন্তজাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	
০৯	প্রকল্পের সম্পাদিত কাজসমূহ: নিম্নোক্ত কাজ সমুহ DPP-র প্রভিশন অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়েছে; ১) PIUএর জন্য জনবল নিয়োগ করা হয়েছে; ২) দুইজন পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে; ৩) অফিস ভাড়া করা হয়েছে; ৪) অফিস স্টাফদের ও অফিস সার্পোটের জন্য ১টি গাড়ি ভাড়া করা হয়েছে; ৫) প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের জন্য বরাদ্দকৃত গাড়িটি ক্রয় করা হয়েছে; ৬) অফিসের জন্য আসবাবপত্র ও কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে; ৭) ERCC/NDMRTIএর জন্য ৪টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে;	
১০	কাজের অগ্রগতি : ১) ট্রেনিং এক্সারসাইজ এন্ড ড্রীল (TED)	TED এর combined evaluation report এবং Draft negotiation contract সহ গত ১৩.০৬.১৮ তারিখে বিশ্ব ব্যাংকের কাছে no objection এর জন্য পাঠানো হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের কাছ থেকে গত ২২.০৭.১৮ তারিখে NOL পাওয়া গেছে। পিএসসি মিটিং এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুমোদনের জন্য সিসিজিপিতে পাঠানো হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের তথ্য বিবরণী	
১১	২) ERCC/NDMRTI works	DDC জানুয়ারি ২০১৮ হতে ERCCএবং NDMRTI এর Renovation Work এর Design এর কার্যক্রম শুরু করে। DDM কর্তৃক যাচাইঅন্তে মন্ত্রণালয়ের আনুমোদনের জন্য মে ২০১৮ তারিখে পাঠানো হলে জুন ২০১৮ তে মন্ত্রনালয় কর্তৃক সরেজমিনে নকসার আলোকে অতিরিক্ত, সচিব (পরিকল্পনা) মহোদয়ের নেতৃত্বে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বাস্তবতার আলোকে নকসায় পরিবর্তনের নির্দেশ প্রদান করা হয়। মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অনুমোদনক্রমে ধারণাগত নকসা চুড়ান্তকরণ হয়েছে। ERCCএবং NDMRTI এর Renovation Workএর Tender Document প্রস্তুত করে দরপত্র E-GP এর মাধ্যমে আহ্বান করা হবে।
১২	৩) ERCC/NDMRTIজন্য ৪টি মাইক্রোবাসও যন্ত্রপাতি ক্রয়	৪টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে। ডিপিপিতে ERCC এবং NDMRTIএর মালামাল ক্রয় করার জন্য হোপ হিসাবে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের নির্দেশনা পাওয়া গেছে। ডিপিপিতে ERCC এর মালামাল ক্রয় বাবদ ১.৩৮ কোটি টাকা এবং NDMRTI এর মালামাল ক্রয় বাবদ ১.৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সচিব মহোদয়ের সদয় নির্দেশ ক্রমে চূড়ান্ত নকসা অনুমোদিত হলে ERCCএবং NDMRTI এর যন্ত্রপাতি ক্রয় এর Tender Document প্রস্তুত করে দরপত্র E-GP এর মাধ্যমে আহ্বান করা হবে।
১৩	৪) ERCCএর জনবল নিয়োগ	ডিপিপিতে ERCC এর জন্য মোট ২০ জনবলের সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে ডাটা এন্ট্রি পদে ২ জন এবং অফিস সহকারী পদে ৩ জন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রেষণে ৪ জন উপপরিচালক যোগদান করেছে। সরাসরি সাকুল্য বেতনে ৯ জনবল নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ERCCএর জনবল নিয়োগ কমিটি গঠন করা হয়েছে। জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদনকারীর সংখ্যা কম হওয়ায় পুনরায় বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশ করতে হবে।
১৪	৫) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি ক্রয়	PIU এর জন্য ১টি জিপ গাড়ি, টেলিফোন ও যোগাযোগ যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ,কম্পিউটার ও অফিস বাবদ ১,৬৫,৭৫,০০০ এর মধ্যে ১,৫৪,৫৫,০০০/= ব্যয় হয়েছে এবং ৪১,২০,০০০/- টাকা অব্যয়িত আছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বৎসরে অব্যয়িত অর্থ হতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হবে, যা অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত আছে।

৯.৫ গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণ প্রকল্প

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্ত গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিং বোন বন্ড (এইচবিবি) করণচ প্রকল্পটি বিগত ১৪ মার্চ ২০১৭ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৩৮২৭.০০ লক্ষ (রাজস্ব ৫৮৪.৫৮ লক্ষ ও মূলধন ১২৩২৪২.৪২ লক্ষ) টাকা, যা সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি

স্বাধীনতার পর থেকে এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কাবিখা ও টিআর প্রকল্পের আওতায় গ্রামীণ কাঁচা সড়ক নির্মাণ কাজ শুরু হয়। তাছাড়া ২০০৮-২০০৯ সাল হতে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রোগ্রাম ফর দ্য পুওর (ইজিপিপি) কর্মসূচি চালু রয়েছে। এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে এ যাবৎ প্রায় ২৯৫০০০ (দুই লক্ষ পচানব্বই হাজার) কি. মি. মাটির রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। বর্ষা মৌসুমে মাটির রাস্তাগুলি কর্দমাক্ত ও ক্ষয় হয়। এতে প্রতি বছর রাস্তাগুলি যোগাযোগ উপযোগী রাখতে সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয়। যা দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ পরিস্থিতিতে রাস্তা মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন ব্যয় কমিয়ে আনার লক্ষ্যে এইচবিবি প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১. দেশের প্রতিটি উপজেলায় স্থানীয় হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদ যে সকল মাটির রাস্তা দ্বারা সংযুক্ত রয়েছে সেগুলোকে এইচ বি বি করণের মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করা।

২. সারা বছর চলাচল উপযোগী ও টেকসই রাখা, উৎপাদিত কৃষিপণ্য বিপণনে সহায়তা প্রদানের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা এবং পরিবহণ ব্যয় কমিয়ে আনা।

৩. দুর্যোগের সময় অল্প সময়ে দুর্গত এলাকার জনগণ যাতে আশ্রয় কেন্দ্রে আসতে পারে, সহজে চিকিৎসা সেবা পেতে পারে, গবাদিপশু দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়া এবং দুর্যোগে ঝুঁকি হ্রাস করার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৪. বর্ষা মৌসুমে মাটির রাস্তাগুলি কর্দমাক্ত ও ক্ষয় হয়। এতে প্রতি বছর যোগাযোগ উপযোগী রাখতে সরকারের অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। এইচবিবি করণের মাধ্যমে মাটির ক্ষয় রোধ করা ও ভবিষ্যতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কমিয়ে আনা।

৫. সারা দেশের গ্রামীণ ক্ষুদ্র রাস্তাসমূহ মূল যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত করে গ্রামীণ জনপদের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত করা।

জুন ২০১৮ পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি

- ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ৪৮৮ টি উপজেলায় ২১৬৫.০ কি.মি. রাস্তা এইচবিবি করণের নিমিত্ত দরপত্র আহ্বান করা হয়।
- ১৯ টি উপজেলায় কোন দরপত্র দাখিল না হওয়ায় পুনঃদরপত্র আহ্বান করা সত্ত্বেও ১৩টি উপজেলায় কোন দরপত্র পাওয়া যায়নি। ০৬ টি উপজেলায় ৫% ঊর্ধ্ব দরে দরপত্র পাওয়া যায়। ফলে ০৬টি উপজেলার দরপত্র বাতিল করা হয়। কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলায় ঠিকাদার সময়মত চুক্তি সম্পাদন না করায় উপজেলা কর্তৃপক্ষ দরপত্র বাতিল করেন। উপজেলা সমূহ নিম্নরুপঃ

  বিশ্বনাথ, জকিগঞ্জ, কোম্পানিগঞ্জ, সিলেট সদর, গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট, ফেঞ্চুগঞ্জ,ছাতক, ধর্মপাশা, তাহেরপুর, জগন্নাথপুর, বরকল, বিলাইছড়ি, নানিয়ারচর, জুড়াছড়ি, দাউদকান্দি, মিরেরসরাই, সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া, গজারিয়া।

- উপরে উল্লিখিত ২০টি উপজেলা ব্যতীত ৪৬৮ টি উপজেলায় ২০৭৪.০ কি.মি রাস্তায় এইচবিবি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। জুন-২০১৮ পর্যন্ত সমাপ্ত রাস্তার পরিমাণ

  ১. ৬৮০টি প্যাকেজে ১১২৪.০ কি. মি. (১০০%)

  ২. ৩৭৭ টি প্যাকেজে ৬২৩.০ কি. মি. (৮৫%)

  ৩. ২০২ টি প্যাকেজে ৩২৭.০ কি. মি. (৫৫%)

- RADP বরাদ্দঃ ৫৩৭.০০ কোটি টাকা। কাজের অগ্রগতি

অগ্রগতিঃ

ক)	আর্থিকঃ ৯৯.৬০% (২০১৭-১৮)	ক্রমপুঞ্জীতঃ	৪৩.২৫%
খ)	বাস্তবঃ১০০% (২০১৭-১৮)	ক্রমপুঞ্জীতঃ	৫২.৬%

সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলার২০১৭-১৮অর্থ বছরে চালিতাডাঙ্গা ইউপির ভানুডাঙ্গা হাট হতে পূর্ব দিকে সোহাগীপাড়া ঘাট পর্যন্ত রাস্তা (১৫০০ মি.) এইচবিবি করণ

ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলার সিরতা ইউপির সিরতা বাজার পাকা রাস্তা হতে কাটাখালী পর্যন্ত রাস্তায় এইচবিবি করণ (২০০০মিঃ)

সিলেট জেলার দঃ সুরমা উপজেলার (ক) সিলেট ফেঞ্চুগঞ্জ রোডের কোনাচর - তিরাশী গ্রামের রাস্তা পযর্ন্ত (১০০০ মি.) রাস্তায় এইচবিবি করণ

৯.৬ Disaster Risk Management Enhancement Project (DRMEP) প্রকল্প

প্রকল্পের বিবরণ

১।	প্রকল্পের নাম	:	Disaster Risk Management Enhancement Project (DRMEP)
২।	(ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
	ক(১) অংশীদার মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	ক) স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় খ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
	(খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
	খ(১) অংশীদার বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড খ) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর গ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
	(গ) প্রকল্পের অর্থায়ন	:	বাংলাদেশ সরকারের অনুদান এবং জাইকার প্রকল্প সাহায্য।
	(ঘ) ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত	:	গত ২৯ জুন, ২০১৬ তারিখে ইআরডির সাথে জাইকা-এর ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়

৩। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল : এপ্রিল ২০১৭ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত

৪। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : (লক্ষ টাকায়)

ক) জিওবি	১৫৭৩৪.০০
খ) প্রকল্প সাহায্য	৪৬২৮৮.০০
গ) মোট	৬২০২২.০০

৫।	প্রকল্প এলাকা	:	কম্পোনেন্ট ১ ও ২: দেশের খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের ১২টি জেলার ৩৫টি উপজেলা, কম্পোনেন্ট ৩: সমগ্র বাংলাদেশ
৬।	চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি ও বরাদ্দ	:	প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগের উচ্চ ঝুঁকিতে অবস্থান করা ভৌত অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের সমন্বিত দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা;

খ) দুর্যোগের সময় কার্যকরী জরুরি যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা;

গ) দ্রুত ও কার্যকরী উদ্ধার কার্যক্রম ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা;

ঘ) দুর্যোগ প্রতিরোধী সমাজ গঠনে অবদান রাখা।

প্রকল্পটির মূল কার্যক্রম নিম্নরূপ

- ❑ কম্পোনেন্ট ২: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর জন্য উদ্ধার সরঞ্জামাদী ক্রয় (যেমন-মোটরযান, ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট, অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়, ফার্ণিচার, টেলিকমিউনিকেশন, রেডিও যন্ত্রপাতি এবং ফায়ার ফাইটিং যন্ত্রপাতি ক্রয়)
- ❒ কম্পোনেন্ট ৩: দুর্যোগ পরবর্তীতে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা সমূহের দ্রুত ও কার্যকরী পুনর্বাসন কাজ (যেমন-বিভিন্ন ভবন ও স্থাপনা, পল্লী সড়ক ও কালভার্ট, সেচ অবকাঠামো, ড্রেনেজ কাঠামো, পুনরুদ্ধার, অন্যান্য মেরামত ও সংরক্ষণ)
- ❑ কম্পোনেন্ট-১: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো যেমন-রাস্তা, সেতু/কালভার্টসহ অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোসমূহ মেরামত, পুণর্নির্মাণ করা হবে। উল্লেখ্য, কম্পোনেন্ট-১ এর জন্য এলজিইডি ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড পৃথক পৃথক প্রকল্প প্রস্তাবের মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পন্ন করবে।

প্রকল্পের অগ্রগতি

- ❒ প্রকল্পটি গত ০২ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনের একনেক সভায় অনুমোদিত হয় এবং ২৯-০১-২০১৮ খ্রি. তারিখ মন্ত্রণালয় হতে জিও জারি করা হয়।
- ❑ কনসালটেন্ট নিয়োগের নিমিত্ত গত ০৬ জুন ২০১৮ তারিখে RFP গ্রহণ করা হয়েছে। RFP মূল্যায়ন সমাপ্ত। RFP মূল্যায়ন সংক্রান্ত Minutes Concurrence এর জন্য JICA'য় প্রেরণ করা হয়েছে। JICA'র Concurrence পেলে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯.৭ Strenthening of the Ministry of Disaster Management and Relief Programs Administration (SMoDMRPA) প্রকল্প

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রকল্প ব্যয় : ১১৪০৬.৭৬ কোটি টাকা
জিওবি : ১.৪০ কোটি টাকা
প্র. সা. : ২৫৬.০০ কোটি টাকা (Support fund USD 622 Million)
অর্থায়নের উৎস : জিওবি ও বিশ্বব্যাংক/আইডিএ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের দরিদ্রতম পরিবার সমূহের কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে প্রধান প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমূহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে সমতা আনয়ন, সক্ষমতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ হলো

(ক) অধিকতর দরিদ্র বান্ধব কর্মসূচি প্রণয়ন এবং সম্পদ বিতরণে দরিদ্রতম পরিবার নির্বাচন ব্যবস্থার উন্নয়ন;

(খ) কর্মসূচিসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, কর্মসূচির তথ্যব্যবস্থাপনা এবং পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করণ;

(গ) কার্যক্রমে স্বচ্ছতাবৃদ্ধির লক্ষ্যে সুশাসন এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণ।

প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বিবরণ

প্রকল্পের তিনটি কম্পোনেন্ট রয়েছে, যার প্রথম দু'টি কম্পোনেন্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং তৃতীয় কম্পোনেন্টটি বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকস কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের টিএপিপিএর ১ম সংশোধনীর পর বরাদ্দসহ কম্পোনেন্টগুলো হলোঃ

(১) Support to MoDMR Social Safety Net Programs (USD 622 Million);

(২) Strengthening of the Ministry of Disaster Management and Relief (MoDMR). ProgramAdministration (SMoDMPA) (USD 32 Million);এবং

(৩) Developing the Bangladesh PovertyDatabase (BPD) (USD 89 Million)

বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রণালয়ের ৫টি প্রধান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির কার্যকর ও সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য কারিগরী সহায়তা হিসেবে Strengthening of the Ministry of Disaster Management and Relief (MoDMR) Program Administration শীর্ষক প্রকল্পটি পরিচালিত হচ্ছে।

ক) প্রকল্পের বাস্তবায়ন এলাকা : সমগ্র দেশ

খ) প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০১৩ থেকে জুন২০১৯ পর্যন্ত

গ) প্রকল্পের উপকারভোগী : এই প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী হবেন দেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী যারা প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট উভয় প্রকার দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে বছরের কর্মহীন মৌসুমে দুর্দশার সম্মুখীন হয়। লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র পরিবার নির্বাচন ও সুশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশাল অংশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি

১. আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগ (০৪ জন অফিস সহায়ক, ০১ জন পরিছন্ন কর্মী ও ১১ জন ড্রাইভার)।

২. ৭ জন পরামর্শক ও৭ জন সার্পোটিং স্টাফ নিয়োগ।

৩. ৪৯৫ জন SAE নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং উপজেলায় পদায়ন।

৪. MIS Hardware Installation এর কাজ চলমান আছে। BBS হতেDNS, NTTP এবং Media server পাওয়ার পর Installation সম্পন্ন হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। DDM MIS এর Prototype ইতোমধ্যে Synergy কর্তৃক দাখিল করা হয়েছে। চূড়ান্ত করণের কাজ চলমান আছে।

৫. ট্রেনিং ফার্ম এর কার্যক্রম তদারকি। উপজেলা পর্যায়ে MoDMR এর ৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপর মোট-৪৬১ টি উপজেলায় এক দিনের কর্মশালা সম্পন্ন। জেলা পর্যায়ে অপারেশণ ম্যানুয়্যালের উপর ৬৩ টি জেলায় ট্রেনিং সম্পন্ন।

৬. ২৮টি ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় এবং বিভিন্ন জেলায় জেলা ত্রাণ ও পুনবার্সন কর্মকতা বরাবর সরবরাহ করা হয়েছে। জিপ ও মাইক্রোবাস ক্রয়ের অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

৭. সকল উপজেলায় ল্যাপটপ, স্ক্যানার, প্রিন্টারসহ কম্পিউটার সামগ্রী বিতরণ সম্পন্ন।

৮. বিভাগীয় পর্যায়ে Grievance Redress System এর উপর কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে।

৯. TAPP এর ১ম সংশোধনী অনুমোদিত।

১০. ভিয়েতনাম, ভারত(২টি), ফিলিপাইন (৪টি) ও মেক্সিকো(২টি) তে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন।

১১. DRRO/PIO/SAEদের Operation manualএর উপর ১ম পর্যায়ের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন, ২য় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ চলমান।

১২. প্রস্তুতকৃত অপারেশন ম্যানয়্যাল মাঠ পর্যায়ে বিতরণ সম্পন্ন।

১৩. পি আই সি উপকরণসমূহ প্রস্তুত করণ ও সকল উপজেলায় সরবরাহ সম্পন্ন।

১৪. টিভি, রেডিও, স্পট, পত্রিকা, এসএমএস ইত্যাদিতে প্রচারের নিমিত্ত ম্যাটেরিয়াল প্রস্তুত পূর্বক তা অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

১৫. Basic IT (contract Package#SF-4) এর এর চূড়ান্ত চুক্তি সম্পন্ন। জেলা পর্যায়ের Basic ITপ্রশিক্ষণ চলমান আছে।

১৬. চতুর্থ পর্যায়ে Spot check সম্পন্ন। খসড়া প্রতিবেদন দাখিল করেছে। PPRCরিপোর্ট পর্যালোচনা ও পঞ্চম পর্যায়ের Spot check আলোচনা সম্পন্ন এবং Spot check ফার্ম এর মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন।

১৭. BBS MISএর Prototype সম্পন্ন। DDM MIS Prototype পাওয়া গেছে।

১৮. Basic IT Gi training module অনুমোদন করা হয়েছে।

১৯. কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার উপজেলায় BPO এর সহযোগিতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের EGPP ১ম ও ২য় পর্যায়ের পেমেন্ট পাইলট প্রকল্প সম্পন্ন। A2i এর সহযোগিতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ০৮টি উপজেলায় পেমেন্ট পাইলট প্রকল্পসম্পন্ন।

২০. ৮টি উপজেলায় ১ম পর্যায়ে Payment pilot সম্পন্ন হয়েছে। ২য় পর্যায়ের কাজ চলছে।

২১. দ্বিতীয় দফায় PIC material ছাপানো সম্পন্ন। সকল উপজেলায় বিতরণ সম্পন্ন।

২২. সকল বিভাগে DRRO, PIO ও SAE(প্রকল্প)গণের সমন্বয়ে data digitization এবং safeguard বিষয়ক কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে।

২৩. e-GPএর মাধ্যমে ক্রয়কৃত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ১২৫টি ল্যাপটপ গ্রহণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তাগণের মধ্যে বিতরণ সম্পন্ন। System Eng.নিয়োগ সম্পন্ন।

প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

প্রকল্পের নাম মেয়াদ কাল	মোট বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ	২০১৮-২০১৯ সালের বার্ষিক বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ (লক্ষ্য টাকায়)	মন্ত্রণালয় হতে ছাড়কৃত টাকার পরিমাণ ব্যয়িত টাকার পরিমাণ	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ (জুলাই-২০১৮) লক্ষ টাকায়	কাজের অগ্রগতি জুলাই-২০১৮ পর্যন্ত।		ক্রমপুঞ্জীভুত অগ্রগতি	
					ভৌত %	আর্থিক %	বাস্তব %	আর্থিক % (লক্ষ্য টাকায়)
SMoDMRPA প্রকল্প জুলাই/২০১৩ হতে ২০১৯ জুন পর্যন্ত(সংশোধিত)	২৫৭৪০.০০	৮২৬৬.০০	-	-	-	৫৫.১৩ (০.৬৭%)	৮০%	১১,৪৬১.৮৮ (৪৪.৫৩%)

SoMDMRPAপ্রকল্প কর্তৃকজেলা ত্রাণ ও পুনবার্সন কর্মকর্তাগণের মধ্যে ল্যাপটপ বিতরণ।

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাগণকে SMoDMRPAপ্রকল্পের আওতাধীন ল্যাপটপ বিতরণ ও প্রকল্পের কার্যক্রম অবহিতকরণ বিষয়ক দুই দিনব্যাপী কর্মশালা।

বিশ্বব্যাংকের সাথে প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ও MIS প্রস্তুত সম্পর্কে আলোচনা সভা।

কর্মপরিকল্পনা২০১৮ প্রণয়ন ও বাস্তাবায়ন কৌশল নির্ধারণ বিষয়ক কর্মশালা।

১০. অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত "অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি" সরকারের অন্যতম সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি। এ কর্মসূচির আওতায় বছরের কর্মহীন মৌসুমে কর্মক্ষম বেকার শ্রমিকদের জন্য ২টি পর্বে ৮০ দিনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদি কর্মসংস্থানের মাধ্যমে কর্মক্ষম দুঃস্থ পরিবার গুলোর দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সক্ষমতা বৃদ্ধিই এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য।

কর্মসূচির প্রথম পর্বে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪০ দিন এবং দ্বিতীয় পর্বে মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ৪০ দিন কর্মসংস্থান করা হয়। অদক্ষ শ্রমিক মজুরির প্রচলিত বাজার দরের আলোকে পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। অধিকতর দারিদ্র্য পীড়িত উপজেলা সমূহকে এ কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

এ কর্মসূচির অধীন জনপ্রতি দৈনিক মাটির কাজের পরিমাণ হবে ৩৫ ঘনফুট। মজুরি পরিশোধের পূর্বে কর্তিত মাটি পরিমাপ করতে হবে। এককভাবে বা যৌথভাবে গড় মাথাপিছু মাটির পরিমাণ ৩৫ ঘণফুটের কম হলে আনুপাতিকহারে হাজিরা কর্তন করতে হবে। হাজিরা কর্তনের সময় কোন ভগ্নাংশ ০.৫ বা তার চেয়ে কম নির্ণীত হলে তা হাজিরা হিসাবে গণ্য হবে না।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী ইজিপিপি জব কার্ড প্রদর্শন করে উপকারভোগি সংশ্লিষ্ট Child Account -ধারী ব্যাংকে একটি সঞ্চয়ী ব্যাংক হিসাব খুলবেন। এ হিসাব খুলতে দুই কপি ছবি, নাম, পিতা-মাতার নাম, মোবাইল নম্বর (যদি থাকে), ঠিকানা, স্বাক্ষর অথবা বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ এবং ১০ টাকার ব্যালেন্স প্রয়োজন হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক জবকার্ডের একটি ফটোকপি রেখে পাসবই এবং চেকবই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করবে।

ইজিপিপি কর্মসূচিতে কর্মরত সকল নারী-পুরুষ (উপকারভোগী) দৈনিক ৭ ঘন্টা কাজের জন্য ২০০ টাকা মজুরি পাবে। তবে দৈনিক মজুরি থেকে ২৫.০০ টাকা হারে তার নিজস্ব সঞ্চয়ী হিসাবে বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় করতে হবে। প্রতি বছর ১ জুলাই এর আগে এই অর্থ উত্তোলন করা যাবে না।

১০.১ অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির প্রকল্প হিসেবে নিম্নরূপ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়

* সেচ কাজের জন্য এবং জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য খাল/নালাখনন/পুর্নখনন;
* বাঁধ নির্মাণ/পুননির্মাণ (পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সুপারিশকৃত);
* সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য সরকারি/প্রাতিষ্ঠানিকপুকুরখনন/পুর্নখনন;
* বিভিন্ন শিক্ষা, সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গনে মাটি ভরাট, পায়খানা নির্মাণ;
* বাঁশের সাঁকো নির্মাণ;
* ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের নিকটবর্তী স্থানে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় প্রাণিসম্পদের আশ্রয়ের জন্য মাটির কিল্লা নির্মাণ ও পুননির্মাণ;
* আবর্জনাস্তুপ/জৈবসার তৈরির জন্য স্তুপ তৈরিকরণ;
* হেলিপ্যাড উন্নয়ন;
* প্রাণি সম্পদের বাজারের আঙ্গিনা/ড্রেনেজ উন্নয়ন;
* বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য জলাধার নির্মাণ;
* গ্রামীণ রাস্তা মেরামত/ সংস্কার
* দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কতৃক সুপারিশকৃত অন্যান্য প্রকল্প।

১০.২ অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি) এর বাস্তবায়িত প্রকল্পের তথ্যাবলি

অর্থ বছর	বরাদ্দের পরিমান	ব্যয়িত অর্থের পরিমান	অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	বাস্তবায়িত প্রকল্প সংখ্যা	সুফলভোগীর সংখ্যা		অগ্রগতির হার
					পুরুষ	মহিলা	
২০১৭-১৮	১৬৫০,০০,০০,০০০	১৬৪৯,৫৯,৯১,৬০২	৪০,০৮,৩৮৮	৩৮৫৯২	৬৪৭৩৬২	১২৯৪৭২৩	৯৬.৪৫

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিচালক (মূওপ) জনাব মোহাম্মদ আনিছুর রহমান কর্তৃক সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার ইজিপিপি প্রকল্পের রাস্তার কাজ পরিদর্শন।